চরিত্র গঠনমূলক কয়েকটি সত্য ঘটনার
এক অনবদ্য সংকলন

হৃদয় গলে সিরিজ-৬

যদি এমন হতাম

www.smfoundationbd.com

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যদি এমন হতাম

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১

শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন

মাওঃ আবুল কালাম মাসুম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যদি এমন হতাম

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল

মে- ২০০৪ইং
রবিউল আউয়াল- ১৪২৫ হিঃ

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ

মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

দৃষ্টি আকর্ষণ

'**হৃদয় গলে সিরিজে**'র পরবর্তী অংশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন নামে, প্রতি দুই/তিন মাস পর পর প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সিরিজ আকারে বের হলেও পৃথক পৃথক নামের প্রতিটি অংশই স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। সিরিজের পরবর্তী বই '**ঈমানদীপ্ত কাহিনী**' —লেখক

www.smfoundationbd.com

স ম র্প ণ

পরম আদরের
হালিমা সা'দিয়া,
তানভীরুল ইসলাম সা'দ ও
শরীফুল ইসলাম মুযাইফাকে
একদিন তোমরা অনেক বড় হবে।

-তোমাদের আব্বু

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'যদি এমন হতাম') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

আজিজুল হক

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **"যে গল্পে হৃদয় গলে" (বর্তমান অংশের নাম 'যদি এমন হতাম')** নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুন আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত
মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। **'যে গল্পে হৃদয় গলে'**র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উম্মুক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

www.smfoundationbd.com

প্রকাশকের কথা

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে হৃদয় গলে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ডের পর ৬ষ্ঠ খন্ডটিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

মানুষ স্বভাবগত ভাবেই সাধারণত গল্প-কাহিনী পড়ার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে থাকে। এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যঙ্গনে গল্প-কাহিনী সমৃদ্ধ যেসব বই পুস্তক রয়েছে, তাতে আমাদের শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক এবং প্রবীণদের শিক্ষার মতো তেমন কিছুই নেই। এসব বই-পুস্তক সাধারণত ভূত-পেত্নী ও দেব-দেবীর এমন সব উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর, যা ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান ছাড়া আর কিছুই দিতে সক্ষম হয় না।

তবে খুশির কথা এই যে, অধুনা এক ঝাঁক তরুণ আলেম, সত্য সুন্দর ও সৃজনশীল সাহিত্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইসলামি ভাবধারা ও নীতিমালার আলোকে কিছু গল্প-কাহিনী, সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ উপদেশমূলক লিখনী জাতিকে উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা সর্বস্তরের আপামর জনগণকে সাহিত্যের খোরাক দানের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনপূর্বক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আমার জানা মতে হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বই মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই লেখা। এ সিরিজের প্রতিটি ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করুক-এ প্রত্যাশা নিয়েই ইসলামিয়া কুতুবখানার এ ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেন এবং একে সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনীত

তাং - ১২/৪/২০০৪ইং

মোঃ মোস্তফা

www.smfoundationbd.com

লেখকের আরজ

আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে প্রথমেই বিশ্ব অধিপতি মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। যার অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে হৃদয় গলে সিরিজের ৬ষ্ঠ খন্ডটি যদি এমন হতাম নামে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে উপস্থিত। সালাত ও সালাম পেশ করছি মুমিন হৃদয়ের মধ্যমনি চিরন্তন কল্যাণের মহান দিশারী সকল গুণের সর্বোচ্চ আধার বিশ্ব শান্তি ও মুক্তির অগ্রদূত মদীনার পরশ মানিক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি।

আমি সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম ও মুরব্বিদের সাথে পরামর্শ করে সিরিজের বর্তমান খণ্ডের নাম **'যদি এমন হতাম'** রেখেছি। পূর্ববর্তী নামগুলো থেকে এ নামটি একটু ভিন্নতর। মূলতঃ এ নাম রাখার মাধ্যমে আমি বই লেখার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেয়েছি। অর্থাৎ আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা হ'ল, এ বইয়ে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যেসব উত্তম গুণ ও সচ্চরিত্রের আলোচনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমাদের সবার মাঝে যেন এ গুণগুলো এসে যায়। আমরাও যেন অনুরূপ গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি।

হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি ঘটনাই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনার পূর্বে বা পরে কুরআন, হাদীস ও ফেকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যেসব প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে, তা ঘটনার শিক্ষণীয় দিকটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি খেয়াল রেখেছি, যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো একটি সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং ঐ বিষয়ের গুরুত্ব তাদের হৃদয়ে ভালভাবে বসে যায়। তাই পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে আমার বিনীত আরজ, আপনারা মেহেরবানী করে বইটি আমলের নিয়তে পাঠ করবেন। এমনভাবে মন্থর গতিতে খেয়াল করে করে পড়বেন, যেন প্রতিটি

www.smfoundationbd.com

ঘটনার প্রতিটি লাইন হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আপনার মনে এ ভাবোদয় করে যে- সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রই এমন হওয়া উচিত। পাক্কা ইরাদা করলাম, জীবনে কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমিও এমনটি করব।

পাঠক ভাই-বোনেরা যদি হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পাঠ করে উপরোক্ত নিয়ত করেন এবং জীবনের পরতে পরতে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন, তবেই আমি আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পরিশেষে, যারা আমাকে উক্ত সিরিজ রচনার জন্য অব্যাহত প্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের সবার প্রতি হাজারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমাদের মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষক ও সকলের মুরব্বি হযরত মাওলানা জালালউদ্দীন সাহেবকেও এ শুভ মুহূর্তে হৃদয়ের গভীর থেকে বারবার স্মরণ করছি। যিনি বিভিন্ন কথায় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি একদিন কথা প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন যে, 'মাওলানা! প্রতিদিন আপনার বইখানা পাঠ না করলে আমার ভালই লাগে না।' তাঁর মতো মহান ব্যক্তির কাছে আমার মতো নগণ্য লেখকের বই ভাল লেগেছে শুনে সত্যিই যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

তাছাড়া আমাদের মাদরাসার সম্মানিত শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা বশীর উদ্দীন সাহেবের নিকটও আমি চিরঋণী। কেননা তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও সম্পাদনার কাজটি নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহপাক তাঁকেও উত্তম প্রতিদান নসীব করুন।

আমার জ্ঞানের অপ্রতুলতা ও ভাষার দৈন্যতা হেতু ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো ভুল কিংবা মুদ্রণগত ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য সম্মানিত পাঠকদের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়ার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

হে করুণাময় খোদা! মুসলিম জাতির কল্যাণার্থে একমাত্র তোমারই উদ্দেশ্য নিবেদিত আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতটুকু কবুল করে নাও। আমীন।

বিনয়াবনত

৯/৪/২০০৪ইং

মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

প্রাপ্তিস্থান

১। ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২। দারুল উলূম লাইব্রেরী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩। আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪। আল আশরাফ প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৬। মাক্কি মাদরাসা, কিল্লার মোড়, লালবাগ, ঢাকা।
৭। হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৮। থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৯। আল মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১০। মোস্তফা লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১১। নিউ মাদানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
১২। আজিজিয়া লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভীবাজার।
১৩। মোহাম্মদী কুতুবখানা, বন্দরবাজার, সিলেট।
১৪। তানযীম কুতুবখানা, বৌয়াকুড় মাদরাসা মার্কেট, নরসিংদী।
১৫। শামসুল উলূম লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
১৬। থানভী লাইব্রেরী, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী।
১৭। এমদাদিয়া স্টোর, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
১৮। সোলামানিয়া লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।
১৯। শাহীন লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি, বাড়ীয়া।
২০। দারুল কিতাব, যশোর।

এছাড়া গ্রন্থমেলা ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে বইটি খোঁজ করুন।

www.smfoundationbd.com

হৃদয় গলে সিরিজ তাদের জন্য.....

- ▲ যারা চরিত্রগঠনমূলক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।
- ▲ যারা বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।
- ▲ যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোনো আপনজনকে নেককার, খোদাভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোনো ভাল বই খোঁজ করছেন।
- ▲ যারা প্রিয়জনকে এমন কোনো অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।
- ▲ যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তেজ হয়ে পড়া জিহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।
- ▲ যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
- ▲ যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
- ▲ যারা নিজেদের ভাষণ-বক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

প্রেমময় জীবনের মধুময় অভিমান.....১৫
হিংসার ভয়াবহ পরিণাম.....৩১
ফুল শয্যায় কিছুক্ষণ.....৩৯
মেহমানদারীর অনুপম দৃষ্টান্ত.....৪৮
এমন শাসক পাব কি আর?.....৫১
অতুলনীয় আদর্শ.....৫৬
হাদীস অনুসরণের বিরল দৃষ্টান্ত.....৬৩
ত্যাগ ও কুরবানির বিস্ময়কর প্রতিদান.....৬৭
এরই নাম শিষ্টাচার.....৬৮
হালাল খাবারের আশ্চর্য গুণ.....৭৫
সুন্নত অবমাননার নিষ্ঠুর পরিণতি.....৭৯
জীবন পরিবর্তনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা.....৮৬
বিশ্বাস যেমন ফলাফলও তেমন.....৯৩
এরই নাম এখলাছ.....৯৭
খোদাভীতির অনন্য দৃষ্টান্ত.....১০০
পাঠকের মতামত.....১০৫
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন.....১১২
একটি ঘোষণা.....১১২

শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
ফোনঃ ০১৭২-৭৯২৯৯৩, ০৬২৮-৬২৫৪৯

www.smfoundationbd.com

www.smfoundationbd.com

প্রেমময় জীবনের মধুময় অভিমান

হিজরি ষষ্ঠ সাল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর উপর রটানো হলো জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল এ ঘটনার মূল নায়ক। সে ছিল দুশ্চরিত্র ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চির শত্রু। সতী-সাধ্বী ও পুতঃপবিত্র চরিত্রের উপর ভয়ংকর কলংক রটানো ছিল এই হতভাগারই অপকীর্তি।

সুদীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত মুনাফিক রচিত এ অপবাদের চর্চা হতে লাগল। এতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখিত হলেন। তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন সাধারণ মুসলমানগণও। মদীনার পরিবেশ কেমন যেন নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ। হযরত সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যথিত-ভারাক্রান্ত চেহারার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছেন না। দুঃখ-বেদনায় তাঁদের কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

এদিকে হযরত আয়েশা (রা.) এর অবস্থা আরও করুণ। তিনি এই জঘন্য সংবাদ শুনে সীমাহীন ব্যথিত হন। এমনকি ক্ষোভ, দুঃখ ও বেদনার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ঐ রোগিনীর কি অবস্থা? এতটুকু বলেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে চলে যান।

www.smfoundationbd.com

ঘরে এসে কিছু জিজ্ঞেস না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলে যাওয়ার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা.)-এর ব্যথাকে আরও তাজা করে তুলে। পরে এ কথাটি যখনই তিনি স্মরণ করতেন, অসীম অভিমানের কারণে তখনই তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠত। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে চলে যান।

পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে দেখতে যান। তিনি ঘরে প্রবেশ করে হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছাকাছি বসেন। ঘটনা আরম্ভ হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত তিনি আর কোনদিন আয়েশা (রা.)-এর এত কাছাকাছি বসেননি। এতদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে হযরত আয়েশা (রা.) আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে শুরু করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন। অতঃপর করুণা বিগলিত কণ্ঠে বললেন, আয়েশা! তোমাকে এতটা বিচলিত ও চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি নিরপরাধ, ত্রুটিহীন ও দোষমুক্ত হও, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমার সততার কথা সকলকে জানিয়ে দিবেন। আর যদি তোমার থেকে (খোদা না করুন) কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, মাফ চাও। আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

উপরোক্ত কথার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভাব্য দুটি দিক তুলে ধরে হযরত আয়েশা (রা.) কে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেন তিনি সম্ভাব্য দুটি দিকের কথা আলোচনা করলেন এটা ছিল পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারীণী মা আয়েশা (রা.)-এর জন্য সীমাহীন যাতনার বিষয়, চরম কষ্টের কারণ। কারণ এতে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরেও এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতা আছে। যদি দুর্বলতা না থাকত, তাহলে তিনি সম্ভাবনার উভয় দিক তুলে ধরতেন না। মোট কথা তিনিও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এ ধরনের কিছু ঘটে যাওয়া সম্ভব মনে করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের এই ভাবনা হযরত আয়েশা (রা.) কে দারুণভাবে আহত করে। তিনি বেদনার ভার সইতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

www.smfoundationbd.com

হযরত আয়েশা (রা.) শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। সমস্ত হৃদয় তাঁর ক্ষত-বিক্ষত। কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। দুঃখ বেদনায় তার কোমল অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে। অস্থিরতার কালো ছায়া তার পবিত্র চেহারাকে মলিন করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আ.) পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। যাতে হযরত আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সময় হযরত আবু বকর (রা.)ও ঘরে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.) এর নিষ্পাপতা ও কুলষমুক্ততার ঘোষণা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) খুবই আনন্দিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মুচকি মুচকি হাসছিলেন। অতঃপর স্নিগ্ধ হাসি মুখে রেখেই বললেন-

"আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমার ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্ন অথবা অন্য কোনো উপায়ে আমার নির্দোষ হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন। কিন্তু এ ধারণা আমার মোটেও ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে অকাট্য অহী নাজিল করবেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ তিলাওয়াত করবেন। আমি নিজেকে এত বড় মর্যাদা পাওয়ার অপেক্ষা বহু ছোট মনে করতাম।

এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) আয়েশা (রা.) কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তো তোমার সততা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন। সুতরাং উঠ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাকে সালাম কর। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) উঠছেন না। তিনি আপন বিছানায় আগের মতোই শুয়ে আছেন। তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলো শুয়া অবস্থায়ই তিনি শ্রবণ করলেন। এরপর নারীসূলভ দাম্পত্য অভিমানের কায়দায় বললেন, এ তো আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা। তিনিই আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। তিনিই আমার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাই আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো শুকরিয়া আদায় করব না। কৃতজ্ঞতা জানাব না অন্য কাউকে। কারণ, আপনারা তো মনে মনে এই ধারণাই পোষণ করে বসেছিলেন যে, আমি হয়ত ভুল করেই বসেছি।-(বুখারী ২য় খণ্ড)

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন যে, হযরত আয়েশা (রা.) আপন স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে দাঁড়াতে অস্বীকার করছেন, কিন্তু এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মনে করেননি। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি তাঁর হৃদয়পটে। কারণ এ ছিল প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনীর মধুময় অভিমান। বস্তুতঃ এ অভিমান প্রেমময় দাম্পত্য জীবনের প্রত্যাশাও বটে। নবী জীবনের এ জীবন্ত ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, দাম্পত্য জীবন শুধু শাসক শাসিতের জীবনই নয় বরং বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও প্রেমের স্পন্দনও এর অবিভাজ্য অংগ। আর এ বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দাবিও এই যে, স্বামীকে স্ত্রীর মনের অভিমান সইতে হবে। হ্যাঁ, একান্তই কোনো ভুল হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারাজ হতেন, রাগও করতেন। কিন্তু তাই বলে মান অভিমানের জবাবে শাসকীয় কায়দায় চটে যেতেন না।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আমি হৃদয় গলে সিরিজের ৫ম অংশে আপনাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে পরবর্তী সিরিজে স্ত্রীর হকগুলো আলোচনা করব। সেই অঙ্গীকার পালনার্থে এখানে আমি স্ত্রীর হক বা তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি একে অপরের হকগুলো আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, তাহলে দুনিয়াতেই তাদের ঘরখানা জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হবে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর কি কি হক বা অধিকার আছে, তা সকল স্বামীই মোটামুটি ভাবে জানে এবং সেগুলো যথাযথভাবে উসুল করারও চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি হক, সেটা অনেক স্বামীই জানে না। জানলেও আদায় করতে চেষ্টা করে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কথা। এতে স্বামীরা যে শুধু গুনাহগার হচ্ছে তাই নয়, বরং এর দ্বারা দাম্পত্য জীবনও হয়ে উঠছে অশান্ত, দুর্বিসহ ও যন্ত্রণাময়। সুতরাং আসুন আমরা স্ত্রীর হকগুলো ভালভাবে জানি, সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে শত ভাগ পালনের চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

১। স্ত্রীর বক্রতাকে মেনে নিন ঃ দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে হলে স্বামীকে সর্বপ্রথম খুব ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং নারীর স্বভাবজাত কামনাই হলো বক্রতা। এই বক্রতা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি

www.smfoundationbd.com

করেছেন। তাই মনে রাখতে হবে, বক্রতাই নারীর সুস্থতা ও সৌন্দর্য। বক্র রূপেই তাকে মানায়। এটা নারীর দোষ নয়, গুণ। সুতরাং স্বামী যদি তার দ্বারা উপকৃত হতে চায় তাহলে তার বক্রতা বজায় রেখেই উপকৃত হতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। পাঁজরের হাড়কে সোজা করতে গেলে তা যেমন সোজা না হয়ে ভেঙ্গে যায়, অনুরূপভাবে কেউ যদি স্ত্রীর বক্রতাকে মেনে না নিয়ে তাকে সোজা করে ফেলতে চায়, তাহলে সোজা তো হবেই না, বরং উল্টো ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

মোট কথা, নারী তার স্বভাবগত চাহিদার প্রেক্ষিতেই বাঁকা। তার এ বক্রতা মোটেও কোনো ত্রুটি নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, তোমরা যদি নারীদের মধ্যে তোমাদের স্বভাব বিরোধী কিছু দেখতে পাও, তাহলে এ কারণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কারণ এটা তার প্রাকৃতিক চাহিদা। যদি এটা সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে যাবে। বাঁকা রেখেই ওটাকে কাজে লাগাতে হবে।

আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, স্বামী যদি স্ত্রীর এই সহজাত ব্যাপারটিকে মেনে নিতে অভ্যস্থ হয়, তবে দাম্পত্য জীবনের অর্ধেক সুখ এতেই লাভ হবে। বাকি অর্ধেক সুখশান্তি নির্ভর করবে অন্যান্য বিষয়ের উপর। চলুন, এবার আমরা অন্য বিষয়গুলো জেনে নেই।

২। **স্ত্রীর মন খুশি রাখুন ঃ** স্ত্রী যেমন স্বামীর মন সন্তুষ্ট রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তেমনি স্বামীও স্ত্রীর মন খুশি রাখতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য বৈধ যা কিছু করা দরকার সবই স্বামীকে করতে হবে। এরূপ করা সুন্নতও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে শুধু আল্লাহর ধ্যান, জিকির-আযকার ও ইবাদতই ছিল না, তিনি স্ত্রীদের সাথে হাসি-কৌতুক ও রসালাপও করতেন।

বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কতিপয় সঙ্গিনী ছিল, তারাও আমার সাথে খেলায় অংশ গ্রহণ করত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনতেন, আমার সঙ্গিনীরা তখন লজ্জায় লুকিয়ে থাকত এবং আমাদের খেলা বন্ধ

www.smfoundationbd.com

হয়ে যেত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে খুঁজে বের করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। অতএব পুনরায় আমরা খেলা শুরু করতাম।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, আমি কোনো এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন (রাতের বেলায়) আমি তার সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাঁর উপর জয়ী হলাম। অতঃপর (কয়েক বছর পর) আমি যখন মোটা ও স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলাম তখন আবার প্রতিযোগিতা করলাম। কিন্তু এবার আমি তার উপর বিজয়ী হতে পারলাম না। তখন রাসূল (মুচকি হেসে) বললেন, ঐ জয়ের পরিবর্তে এ জয়। -(আবু দাউদ)

এ সব হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন বিবিদের সাথে কত খোশ জীবন যাপন করেছেন। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, বেলায়েত বা দরবেশীর পক্ষে তো নয়ই, স্ত্রীর সাথে এরূপ হাসি-মযাক করা নবুওয়তের পক্ষেও ক্ষতিকর বা অশোভনীয় নয়।

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সকল সৃষ্টির উপরে তার মর্যাদা। তার প্রতি অবতীর্ণ হয় ঐশী বাণী। আল্লাহর সাথে সরাসরি আলোচনা ও কথাবার্তা হয় তাঁর। এতবড় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জীবন সঙ্গীনীদের সাথে তার আন্তরিকতার কমতি ছিল না। বরং তাদের মন খুশি রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান ও সচেতন। কত আনন্দের কথা যে, মন খুশি করার জন্য তিনি আপন সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রাচীন আরবের এগার রমণীর গল্প শোনাচ্ছেন-

ইয়ামনে ছিল এগার জন মহিলা। একদা তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিল, সবাই নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করবে। বাস্তব অবস্থা খুলে বলবে। মিথ্যা বলবে না কেউ।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলেই আপন আপন স্বামীর প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও শৈল্পিক ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করল। তাদের কথায়, ভাষায় ছিল সাহিত্যের রস। ছিল বর্ণনার বিরল সৌকর্য। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়তমা স্ত্রীকে সেই বিশাল কাহিনী

www.smfoundationbd.com

শুনিয়ে যাচ্ছেন। আর আয়েশা (রা.) তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করছেন। হৃদয় সাগরে বয়ে চলছে তার চরম আনন্দের ফল্গুধারা।

এইতো হলো বন্ধুত্ব। এরই নাম ভালবাসা। একেই বলে প্রাণবন্ত দাম্পত্য জীবন।

নবী জীবনের আরেকটি দৃশ্য দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান হযরত সাওদা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা.) কিছু মিষ্টান্ন রান্না করে হাজির হলেন হযরত সাওদার ঘরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। সবিনয় আরয করে বললেন, হুজুর! মেহেরবানী করে শুরু করুন। পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)। আয়েশা (রা.) তাকেও ডাকলেন। বললেন, আপনিও নিন।

এ আচরণটি হযরত সাওদার নিকট তেমন ভাল ঠেকেনি। কারণ তিনি ভাবলেন, আজকে তো আমার পালা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মেহমান। সুতরাং আজ কেন আয়েশা মিষ্টি পাকিয়ে এখানে নিয়ে আসবে? তাই হযরত সাওদা (রা.) নারী সুলভ অভিমান করে সাফ বলে দিলেন, আমি খাব না।

হযরত আয়েশা (রা.) হাসিমুখে বললেন, নিন। তাড়াতাড়ি নিন। নইলে কিন্তু মুখে মাখিয়ে দিব।

হযরত সাওদা (রা.) এবারও বললেন, না, আমি খাব না। আর তখনই হযরত আয়েশা (রা.) একটু মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে হযরত সাওদার মুখে মাখিয়ে দিলেন।

এবার হযরত সাওদা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন! আয়েশা আমার চেহারায় মিষ্টান্ন মেখে দিয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত পাঠ করলেন। যার অর্থ-

কেউ যদি তোমার সাথে কোনো মন্দ আচরণ করে, (ইচ্ছে হলে) তুমি তার সাথে মন্দ আচরণ করতে পার।

তাই সে যখন তোমার মুখে হালুয়া মাখিয়ে দিয়েছে, তুমিও তার মুখে হালুয়া মেখে দাও।

www.smfoundationbd.com

হুজুরের কথা শুনে হযরত সাওদা (রা.) একটু হালুয়া হাতে নিয়ে হযরত আয়েশার মুখে মাখিয়ে দেন।

কী অদ্ভুদ দৃশ্য! রাসূলের দুই জীবন সঙ্গিনী। একে অপরের মুখে দুষ্টমীচ্ছলে হালুয়া মাখামাখি করছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃপ্তির সাথে প্রাণভরে তাদের এ নারীসূলভ কান্ড উপভোগ করছেন। মুচকি হাসির আলোকময় দীপ্তি ফুটে উঠছে তার সমগ্র চেহারা জুড়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ঐ সকল স্বামী একটু শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? যারা মনে করেন আমরা নারীদের শাসক। আমাদের এ পরিমাণ প্রভাব থাকা উচিত যাতে আমাদের নাম শুনেই স্ত্রীরা প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং কথা বলারও সাহস না থাকে।

হযরত থানভী (র.) বলেন, আমার এক বন্ধু একবার বড় অহংকারের সাথে আমাকে বলল, যখন আমি কয়েক মাস পর বাড়িতে যাই, তখন আমার স্ত্রী-বাচ্চাদের সাহস হয় না যে, তারা আমার নিকট আসবে এবং আমার সাথে কথা বলবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যখন বাড়ি যান তখন কি কোনো বাঘ বা সিংহ হয়ে যান? যার কারণে স্ত্রী-বাচ্চারা আপনার নিকট আসতেও ভয় পায়? তিনি বললেন, না, বরং এজন্য যে, আমরা হলাম শাসক। ওরা শাসিত। ওদের উপর আমাদের প্রভাব ও দাপট থাকা উচিত।

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত থানভী (র.) বলেছেন, খুব ভাল করে স্মরণ রাখুন, পুরুষ নারীদের শাসক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী-পুত্র তার সামনে এসে মুখ খুলে কথা বলারও সাহস পাবে না। বরং স্বামীকে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বামী শুধু স্ত্রীর শাসকই নয়, সাথে সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। তাই স্ত্রীর সাথে প্রশাসনসুলভ আচরণের সাথে সাথে তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণও দেখাতে হবে। কাজ কর্মের শৃংখলা বিধানের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে ঠিকই, কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক হবে আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সিক্ত। তাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। সফরে বের হয়ে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে আমীর বানিয়ে নিলে আমীর

www.smfoundationbd.com

বন্ধু যেমন প্রভু ও অপর বন্ধু ভৃত্য হয়ে যায় না বরং সফরের কার্যক্রম সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল করার স্বার্থে এ ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বন্ধু। তাদের দাম্পত্য জীবনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বামী আমীর। কাজ-কর্মে সিদ্ধান্ত দিবেন তিনি। তিনিই সিদ্ধান্তের মালিক। তাই বলে স্ত্রীর সাথে তিনি চাকরের আচরণ করতে পারবেন না। বরং বন্ধুত্বের চাহিদা বজায় রেখে, ভালবাসার নিয়ম-নীতি মেনে চলে তাকে সংসারের কাজ কর্মের সিদ্ধান্ত দিতে হবে। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার নিবিড় আকর্ষণ অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রেখে চালিয়ে যেতে হবে তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব। তাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, সে শুধু শাসক নয় বরং প্রেমের স্নিগ্ধতায় উজ্জীবিত জীবনসঙ্গীও বটে।

৩। সামান্য ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন ঃ ভুল করা মানুষের স্বভাব। স্ত্রীরাও মানুষ। সুতরাং তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্তু তারা পুরুষের তুলনায় দুর্বল। জ্ঞানও কম। আবার অভিমানও বেশী। এমতাবস্থায় কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি তাদের হতেই পারে। এতে স্বামীদের চটে গেলে চলবে না। বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তার ছোট খাটো অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিতে হবে।

কোনো কোনো স্বামী কথায় কথায় রাগ হয়ে যায়, স্ত্রীর প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দোষ তালাশ করে। এটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। এরূপ করা কখনো সমীচীন নয়। মনে রাখবেন, এই বদভ্যাসের কারণে অনেকের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেছে। দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে দাম্পত্য জীবন। জ্বলে উঠেছে অশান্তির বহ্নি শিখা। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।

৪। পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন ঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এটিও একটি অধিকার যে, স্বামী পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু পুরুষদেরকে অভিভাবক ও শাসক বানিয়েছেন, সেহেতু সিদ্ধান্ত তারাই দিবেন। নারীরা কেবল অভিমত ও পরামর্শ পেশ করবে। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কোনো নারী মনে করে, সব বিষয়ে আমার কথাই হবে চূড়ান্ত কথা, সংসার খেয়াপারে মাঝি হবো আমিই, আমিই হবো গোটা সংসারের মূল পরিচালিকা, তাহলে সংসার ভেঙ্গে যাবে। অশান্তির অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। কেননা এরূপ করা প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শরিয়ত এ

www.smfoundationbd.com

দর্শন স্বীকার করে না। বিবেকবুদ্ধিও মানে না এ ফায়সালা। যুক্তি-তর্ক আর ইনসাফেরও খেলাফ এ সিদ্ধান্ত। সুতরাং এ বিষয়ে মেয়েদের সতর্ক থাকা নেহায়েত প্রয়োজন।

৫। শারিরীক সুস্থতার ব্যাপারে যত্নশীল হউন ঃ স্ত্রীর শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে যত্নশীল থাকা স্বামীর একান্ত কর্তব্য। কোনো কোনো স্বামী এমন আছে যারা নিজে অসুস্থ হলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হলে সেদিকে খেয়ালই করে না। এটা কেবল মমত্ববোধের পরিপন্থীই নয়, চরম দুঃখজনক কাজও বটে।

স্ত্রী নিদ্রা গেলে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া তাকে জাগিয়ে তুলবেন না। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনো কাজ করাও উচিত নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিকালে ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে খুবই আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠতেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দরজা খুলে বাইরে যেতেন। আমি এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে এজন্য বের হয়েছি, যাতে তোমার নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটে।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করে দেখুন, বিশ্বনবী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর সুখ-শান্তির প্রতি কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তার আরামের ব্যাপারে কত বেশি সচেতন তিনি। সুতরাং আমরাও কি পারি না, তার আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে? পারি না স্ত্রীর যেন কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখতে? আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

৬। সৌন্দর্য্য লাভের উপকরণ সরবরাহ করুন ঃ স্ত্রীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য লাভের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করা স্বামীর উপর অবশ্য কর্তব্য। যেমন তৈল, সাবান, চিরুনী, প্রসাধনী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। অনুরূপভাবে শরীর ও বগলের দূর্গন্ধ নাশক খুশবু, মিছওয়াক, দাঁতের মাজন ও সাজ সরঞ্জামও স্বামীকে যোগান দিতে হবে। স্ত্রীকে জেওর-অলংকার দ্বারা সজ্জিত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। বরং এটা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ও সঙ্গতির ব্যাপার। -(রইসুল মুখতার)

www.smfoundationbd.com

অবশ্য স্ত্রীর শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সামর্থানুযায়ী অলংকারাদি তৈরি করে দেয়া স্বামীর জন্য উত্তম। এতে যদি স্বামীর কষ্ট হয় তাহলে অলংকারের মূল্য মোহরের মধ্যে হিসেব করে হলেও অলংকার তৈরি করে দিয়ে স্ত্রীর স্বভাবজাত আকাঙ্খাকে পূর্ণ করা যেতে পারে।

৭। সামর্থানুসারে অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন ঃ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সু-ব্যবস্থা করা। কোনো নারীর বিয়ের পরে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়। এটি স্বামীর নিকট স্ত্রীর অধিকার। স্বামীকে অবশ্যই সামর্থানুসারে স্ত্রীর খাওয়া পরার সম্মানজনক ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনো স্বামী আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে স্ত্রীকে তার চাহিদা মোতাবেক অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে মৌখিকভাবে হলেও সন্তোষজনক কথাবার্তা ও প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে তাকে খুশি রাখতে হবে। তার প্রতি কোনো রুক্ষ আচরণ প্রদর্শন করা যাবে না। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

৮। হাত খরচ আলাদা দিন ঃ স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার পর হাত খরচ হিসেবে তার হাতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দেয়া বাঞ্ছনীয়। হযরত থানভী (র.) এ বিষয়টির উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, শুধু কাপড়-চোপড়, খাবার আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার নামই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ নয়। বরং হাত খরচ হিসেবে কিছু অর্থ স্ত্রীর হাতে দেওয়াও ভরণ-পোষণের অংশ বিশেষ। স্ত্রী এ টাকা নিজের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করবে। কেননা মানুষের এমন কিছু প্রয়োজনও থাকে, যা সে অন্যের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করে।

৯। মোহর আদায় করুন ঃ মোহর স্ত্রীর এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা আদায় না করলে স্ত্রী স্বামীকে নিজের কাছে আসতে বাধা দিতে পারে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশি মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও। (সূরা নিসা-৪) তাই স্বামীর উচিত গড়িমসি না করে স্ত্রীকে মোহরের টাকা পরিশোধ করে দেয়া। খোদা না করুন, যদি মোহরের টাকা আদায় না করে স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তাহলে ঐ

www.smfoundationbd.com

টাকা তার উপর ঋণ হিসেবে থেকে যাবে। হ্যাঁ, স্বামীর জীবদ্দশায় হোক বা মৃত্যু বরণের পরে হউক, স্ত্রী যদি সম্পূর্ণ মোহর বা এর অংশ বিশেষ মাফ করে দেয়, তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। স্বামী এজন্য খোদার দরবারে পাকড়াও হবেন না।

বর্তমান যুগে অনেকেই এমন আছেন যাদের ধারণা হলো, মোহর আদায়ের প্রশ্ন কেবল তখনই দেখা দেয়, যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়। তালাক না দিলে মোহর আদায়ের প্রয়োজন নেই। মোহর তো কেবল এজন্য ধরতে হয় যাতে মোহর আদায়ের ভয়ে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সাহস না পায়। -(নাউযুবিল্লাহ)

প্রিয় পাঠক, এরূপ মারাত্মক ধারণা পোষণ করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধিতা নয় কি? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

১০। সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ দান থেকে বিরত থাকুন ঃ স্বামীর বৈধ নির্দেশ পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী যদি তা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পালন না করে কিংবা গড়িমসি করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে এমন কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া অন্যায় ও মানবতা বোধের পরিপন্থী যা পালন করা স্ত্রীর জন্য দুঃসাধ্য কিংবা সীমাহীন কষ্টকর। স্ত্রীর সুখ-শান্তি ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে কাজের নির্দেশ দেওয়া উচিত। অনেকে স্ত্রীকে একের পর এক ফরমায়েশ করতেই থাকে, যা তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এমনটি করা কোনো হৃদয়বান স্বামীর পক্ষে কখনও উচিত নয়।

আবার অনেক স্বামী এমনও আছে, যারা ছোট খাটো কাজগুলোও নিজের হাতে করতে প্রস্তুত নয়। সব কিছুতেই স্ত্রীকে হুকুম করে। তারা মনে করে স্ত্রী হুকুমের দাস। স্বামীর হুকুম পালনের জন্যই স্ত্রীদের সৃষ্টি। এক গ্লাস পানির দরকার। পাশেই জগ-গ্লাস রাখা। হাত বাড়ালেই নিজে ঢেলে খেতে পারে। কিন্তু তা সে করে না। এমনটি কখনো কাম্য নয়। অবশ্য স্ত্রী চাইবে, স্বামীর মুখ থেকে কোনো নির্দেশ আসার পূর্বেই তার মনের ভাব বুঝে সে অনুপাতে কাজটি সমাধা করে দেওয়ার। হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে আন্তরিকভাবে স্বামীর সেবা ও নির্দেশ পালন করাকে সে নিজের জন্য সৌভাগ্য বলে মনে করবে।

www.smfoundationbd.com

১১। স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করুন ঃ একটি সুখী ও সমৃদ্ধশীল পরিবার গঠনের জন্য স্বামীকে অবশ্যই সহনশীল, সুহৃদ ও দয়ালু হতে হবে। কোনো ভাবেই স্ত্রীকে কটু কথা বলা, গালমন্দ করা, তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। বরং সর্বদাই স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা উচিত। এমনকি স্ত্রী কর্কশভাষী ও বদমেযাযী হলেও এটাকে খোদার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে যাওয়া উচিত। এতে স্বামী বিভিন্ন লাইনে উপকৃতও হবেন, ইনশাআল্লাহ। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা শুনুন-

আল্লাহর এক ওলীর অত্যন্ত বদমেজাযী ও কর্কশভাষী স্ত্রী ছিল। সে তার স্বামীর সাথে দূর্ব্যবহার করত। স্বামীকে সে দুচোখে দেখতে পারত না।

একদিনের ঘটনা। বুযুর্গ স্বামী কোনো এক কাজে বাইরে গেছেন। ঠিক এমন সময় দূর থেকে আগত তার এক ভক্ত এসে সালাম দিয়ে দরজার কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করল, হযরত! বাড়িতে আছেন? হযরত! বাড়িতে আছেন?

'হযরত' শব্দটি শুনতেই স্ত্রীর মেযায গরম হয়ে গেল। সে অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় জবাব দিল-কোথা হতে এসে হযরত, হযরত করছ? হযরত ঘরে নেই। চলে যাও।

জবাবের ঢং দেখে লোকটি মনে খুব ব্যথা পেল। ভাবল, হুজুরের ঘরে এমন স্ত্রী! আবার তাকে নিয়ে জীবন সংসার!! আমি হলে তো একদিনও তাকে রাখতাম না। এসব চিন্তা করে সে ফিরে যেতে ইচ্ছা করল। এমন সময় লোকজন বলল, আপনি কি উক্ত মহিলার কথা শুনেই চলে যাচ্ছেন? সে বলল, কি আর করব, এমন স্ত্রী মানুষ ঘরে রাখে নাকি? তার কথা শুনে তো আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে। তাই হযরতের সাথে সাক্ষাতের নিয়ত বাদ দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি।

লোকজন বলল, সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আপনি যদি হুজুরের সাথে দেখা করতে চান, তাহলে সামনের জংগলে চলে যান।

লোকদের কথা মতো আগন্তুক তার মত পরিবর্তন করল। ধীরে ধীরে সে জংগলের দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে সে দেখতে পেল, হযরতজী একটি হিংস্র বাঘের উপর সওয়ার হয়ে বাড়ির দিকে আসছেন।

www.smfoundationbd.com

হযরত কাশফের মাধ্যমে এ ব্যক্তির অবস্থা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। তাই তাকে দেখেই মুচকী হাসি দিয়ে বললেন, তুমি হয়ত আমাকে বাঘের উপর দেখে আশ্চর্যবোধ করছ। কিন্তু মনে রেখ, এই শক্তি আমি কিভাবে অর্জন করেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তাহলে আরো বেশি আশ্চর্যান্বিত হবে। শোন, আমার স্ত্রীর কটু কথা, অশালীন ব্যবহার আমি ধৈর্য সহকারে সহ্য করি। শুধু তাই নয়, তার সাথে আমি সর্বদা সদ্ব্যবহার করি, ভাল আচরণ করি এবং তার যাবতীয় হক যথাযথভাবে আদায় করি। এর প্রতিদান স্বরূপই আল্লাহ তা'আলা এ হিংস্র জানোয়ারটিকে আমার অধীন করে দিয়েছেন। সে আমার কথা মতো চলে। আমি যা বলি তাই করে। সুবহানাল্লাহ।!

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো! স্ত্রীর সাথে সদাচারণের দুনিয়াবী ফল। আর আখেরাতের উত্তম বদলা তো আছেই।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। যদি তাদের কোনো আচরণ তোমাদের মনঃপুত না হয় (তবে তাতে কি?) আল্লাহ পাক তো তাদের মাঝে অনেক ভাল দিক রেখে দিয়েছেন। (সূরা নিসা-১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করে সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।-(ইবনে মাজাহ) অপর এক হাদীসে তিনি বলেন, মুমিনদের মাঝে সেই সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, যে সর্বাধিক চরিত্রবান এবং আপন স্ত্রীর সাথে অতি নম্র ব্যবহারকারী।-(তিরমিযী)

স্ত্রী যদি মারাত্মক কোনো অপরাধ করে এবং বারবার দরদ ও ভালবাসার সাথে বিনম্র ভাষায় বুঝাবার পরও সে উহা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তার বিছানা পৃথক করে দেওয়া এবং হালকা প্রহারের অনুমতি থাকলেও কঠোরভাবে প্রহার করা উচিত নয়। বরং এমন ভাবে মারতে হবে যেন শরীরে তার প্রতিক্রিয়া বা জখম না হয়। আর চেহারায় আঘাত করা তো হারাম। স্মরণ রাখবেন, স্ত্রীকে মারার উদ্দেশ্য কষ্ট দেওয়া নয় বরং সংশোধন করা। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো নারী, কোনো চাকর অথবা অন্য কাউকে প্রহার করেননি। অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে এমনভাবে প্রহার না

www.smfoundationbd.com

করে, যেমনভাবে প্রহার করে তার গোলামকে। (এটা কতই না লজ্জাজনক ব্যাপার যে) দিনের বেলায় সে স্ত্রীকে নির্মমভাবে প্রহার করবে আর রাতের বেলায় তাকেই বাহুতে নিবে। -(বুখারী, মুসলিম।)

কোনো কোনো স্বামী তরকারীতে লবণের পরিমাণ কম-বেশি হলে, ভাত পাকাতে দেরী হয়ে গেলে ইত্যাদি ছোট-খাট সামান্য কারণে স্ত্রীকে জুতা, লাঠি, বেত ইত্যাদি দ্বারা নির্মমভাবে প্রহার করে। এটা মারাত্মক জুলুম। মনে রাখবেন, এজন্য স্বামীকে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই স্বামীদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং এরূপ করে থাকলে দুনিয়াতেই তার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া উচিত। কারণ এটা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হকের মধ্যে শামিল।

১২। একাধিক স্ত্রীর বেলায় ইনসাফ করুন ঃ কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রতি সমতা রক্ষা করে চলা স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কারো দু'জন স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ রক্ষা না করে তবে কিয়ামতের দিন সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি ইনসাফের সাথে স্ত্রীদের মধ্যে পালা বন্টন করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা ছিল সে বিষয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী আমি স্ত্রীদের মধ্যে পালা বন্টন করেছি, অতএব যে বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা নেই কেবল তোমারই ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না। (তিরমিযী)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কোনো স্ত্রীর প্রতি মহাব্বত তথা মনের আকর্ষণ অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশিও হয়ে যেতে পারে এবং এটা ক্ষমার যোগ্যও বটে। কিন্তু এটা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীদের সাথে একই রকমের আচরণ করা একান্ত পরিহার্য। অন্যথায় স্বামীকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

১৩। স্ত্রীর দ্বীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর জরুরি, তেমনি তাকে ধর্মীয় জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া এবং তার দ্বীনদারীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও স্বামীর কর্তব্য। অনেকে স্ত্রীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য ভাল ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করে, কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান ও দ্বীনদারী

www.smfoundationbd.com

না থাকার ফলে স্ত্রীর আত্মা যে মুমূর্ষু অবস্থায়, সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। একজন মুসলমান স্বামীর এরূপ করা কখনোই কাম্য হতে পারে না। প্রতিটি স্বামীর উচিত স্ত্রীকে নিজে দ্বীনদারী শিক্ষা দেওয়া। এটা সম্ভব না হলে, অন্য কোনো উপায়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-

১। হক্কানী আলেমদের সাথে পরামর্শ করে ভাল ভাল ধর্মীয় বই ক্রয় করে স্ত্রীকে পড়তে দেওয়া। যেমনঃ মাজালিসে আবরার, মাজালিসে সিরাজী, মাওয়ায়েজে সিরাজিয়া, স্পেনের রুপসী কন্যা, আধার রাতের বন্দিনী, মজনু দরবেশ, ইসলামী তাহযীব, মরণজয়ী সাহাবা, জায়েয-নাযায়েয, ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া, যে গল্পে হৃদয় কাড়ে, আদর্শ মা, মুমিন নারীর সুন্দর জীবন, আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয়, ঈমানদীপ্ত কাহিনী, অশ্রুভেজা কাহিনী। যে গল্পে হৃদয় জুড়ে, মুসলমান স্বামী ও মুসলমান স্ত্রী, জীবন পথের পাথেয়, আলোর মিছিল, ইসলাহী খুতুবাত, ফুলের মত জীবন যাদের, বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আমি আল্লাহকে দেখেছি, জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ। আল্লাহ ওয়ালা, কাঙ্খিত সন্তান, স্বামী স্ত্রীর সুখের জীবন। নারী জন্মের আনন্দ ইত্যাদি।

২। আদর্শ নারী, আদর্শ রমণী, মহিলা কণ্ঠ, মদীনা, রাহমানী পয়গাম, রহমত, মঈনুল ইসলাম, দাওয়াতুল হক, আল হক, আল জামিয়া, আত তাওহীদ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত সংগ্রহ করা। সম্ভব হলে বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাওয়া। এতে পরিবারস্থ সকলেরই সীমাহীন উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।

৩। পর্দা রক্ষা করে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের বয়ান শুনানো।

৪। সম্ভব হলে কোনো মাহরাম পুরুষের সাথে মাস্তুরাতের জামাতে বের হওয়া।

৫। বাসার আশে পাশে কোথাও মেয়েদের কোনো এস্তেমা হলে তাতে শরিক হতে দেওয়া। তবে এ এস্তেমা অবশ্যই হক্কানী উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।[১] ❐

---

১. ইসলাহী খুতুবাত

www.smfoundationbd.com

হিংসার ভয়াবহ পরিণাম

সে অনেককাল আগের কথা।

বাদশাহ মুতাসিম বিল্লাহ তখন তায়েফের শাসক। অন্যান্য দিনের মতো আজও তিনি সভাসদদের নিয়ে দরবারে উপবিষ্ট। উপস্থিত সকলেই বাদশাহের কথা মনযোগ সহকারে শুনছেন। কেউ কেউ প্রয়োজন বোধে বাদশাহকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। কেউ বা বাদশাহের পক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সুচিন্তিত জবাব প্রদান করছেন।

আলোচনা প্রায় শেষের দিকে। একটু পরেই আজকের মতো দরবারের যাবতীয় কার্যক্রম মুলতবি ঘোষণা করা হবে। বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। সকলেই নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ঠিক এমন সময় আরব কবিলার এক চাষা বাদশাহ মুতাসিম বিল্লাহের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। সবিনয় অনুমতি প্রার্থনা করল দরবারে প্রবেশের। বাদশাহ একবার লোকটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে কি যেন ভাবলেন। তারপর কাছে ডেকে এনে নিজের কাছে বসালেন।

আগন্তুক লোকটি অত্যন্ত ধীসম্পন্ন ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। তার মুখের ভাষা অত্যন্ত মিষ্ট। কথায় যেন মধু ঝরে। তার চরিত্র-মাধুর্যও ছিল অতি অনুপম। অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণঘাতী শত্রুকে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত করার মতো ক্ষমতাও ছিল তার। সেই সাথে অসীম সাহসীও ছিল সে।

এসব মহৎগুণের কারণে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেখানে এক অভূতপূর্ব আন্তরিক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। শুরু হলো, প্রানবন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা। তার প্রতিটি জ্ঞানগর্ভ কথায় বাদশাহ দারুণ পুলকিত হলেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই লোকটির প্রতি অনুভব করলেন হৃদয়ের টান। মনে হলো, লোকটি যেন তার বহু পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এভাবে ক্রমেই তাদের ঘনিষ্টতা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ধাবিত হতে লাগল।।

ঘটনার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলো। লোকটির মহৎগুণাবলির

www.smfoundationbd.com

কারণে অভিভূত হয়ে বাদশাহ অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে সত্যিই তাকে বরণ করে নিলেন। ঠাঁই দিলেন অন্তরের অন্তঃস্থলে। ভালবাসলেন হৃদয় দিয়ে। তাই সে এখন বাদশাহের খুব কাছের লোকদের একজন। অনুপম আদর্শ ও বিভিন্ন দুর্লভ বৈশিষ্টের কারণে বাদশাহও তাকে সমীহ করে চলেন।

কিন্তু বাদশাহের অন্যান্য সভাসদদের কাছে তার এ সান্নিধ্য চরম পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিল। তারা কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারল না। হিংসার অনল তাদের ভেতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল। তাদের নিকট লোকটিকে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতোই মনে হলো।

বাদশাহ মুতাসিমের এক মন্ত্রী ছিল মারাত্মক হিংসুটে। হিংসার ব্যাপারে সে ছিল সকলের অগ্রগামী। তাকে হিংসুকদলের সর্দার বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ আগন্তুক লোকটি থেকে বাদশাহের সুদৃষ্টি ফিরানোর জন্য রাত-দিন সে চিন্তা করে। ফিকির করে। বিভিন্ন ফন্দি আটে। নানাবিধ কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। মাঝে মাঝে সমমনা সাথীদের নিয়ে পরামর্শ করে। কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারে না। তার সকল ফন্দি-কৌশল একের পর এক মাঠে মারা যাচ্ছে। ভেস্তে যাচ্ছে সবকিছু।

আপন উদ্দেশ্য সফল করতে না পেরে মন্ত্রী এখন চরম হতাশায় ভুগছে। প্রতিহিংসার দাবানল যেন তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে ছারখার করে দিচ্ছে। কিন্তু তবুও সে আশা ছাড়ছে না। তার বিশ্বাস, একদিন না একদিন সে জয়ী হবেই। আপন গন্তব্যে সে পৌঁছবেই। তাই আবারও সে নতুন করে ফন্দি আটার চিন্তা করতে বসল।

চিন্তার এক পর্যায়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল। বলল, পেয়েছি, পেয়েছি। এবার আর বাছাধনের রক্ষে নেই। এখনকার এ সুচিন্তিত কৌশল কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না।

এতটুকু বলে সে আবারও নতুন ফন্দিটির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করল। যখন সে দেখল, এ ফন্দিতে কোনো প্রকার ফাঁকফোকর নেই, কোনো অবস্থাতেই তা বিফলে যেতে পারে না, তখন সে কালবিলম্ব না করে আগন্তুক লোকটির সাথে সাক্ষাত করে বলল-

www.smfoundationbd.com

জনাব! আজ কয়েকদিন যাবত মনে একটি আকাঙ্খা লালন করে আসছি। আশা করি আপনি আমার সে তামান্না পূর্ণ করবেন।

মন্ত্রীর মুখ থেকে এরূপ কথা শুনে লোকটি মনে মনে আশ্চর্য হলো। মুখে বলল, আমার মতো নাখান্দা যদি আপনার কোনো খেদমতে আসে, তাহলে নিজকে বড় সৌভাগ্যবানই মনে করব। বলুন, কি খেদমত করতে পারি আপনার।

মন্ত্রী বলল, না কোনো খেদমত করতে হবে না। চেয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে আমার বাসায় এক বেলা খানা খেতে।

ঃ ও সেই কথা! এজন্য আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন। এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন ছিল?

ঃ না, কোনো কষ্ট হয়নি আমার। আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকতে পারলেও মনে শান্তি আসে। পেরেশানী দূর হয়।

ঃ এটা আপনার নেক ধারণা। বাস্তবতা হয়ত এর চেয়ে অনেক দূরে।

মন্ত্রী মহোদয় নিমন্ত্রণের নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ করে আরও কয়েকটি কথা বলে সেখান থেকে বিদায় নিল। ফেরার পথে তার চেহারা খুশিতে ঝলকিত হয়ে উঠল। কেননা তার ষড়যন্ত্রের প্রথম অংশটি সে সুন্দর ভাবেই সমাধা করতে পারল।

নির্দিষ্ট দিনে আগন্তুক লোকটি মন্ত্রীর বাড়িতে খানা খেতে বসল। দেখা গেল, রান্না করা সকল খাবারেই প্রচুর পরিমাণে রসুন দেওয়া। কিন্তু কি আর করা! নিমন্ত্রণে এসে তো আর খানার দোষ ধরা যায় না। অগত্যা সে এক রকম বাধ্য হয়েই রসুন মিশ্রিত খাবার খেয়ে শেষ করল।

ইতিমধ্যে লোকটির সাথে মন্ত্রী মহাশয় বেশ সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সেই সখ্যতায় যে কুমতলব থাকতে পারে- একথা ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি লোকটি। কারণ সে ছিল সরল ও নেহায়েত পবিত্র মনের মানুষ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোকটি বাসায় চলে গেল।

এদিকে হিংসুটে মন্ত্রী সাথে সাথে বাদশাহের দরবারে গিয়ে বলল, আপনি যাকে এত ভালবাসেন, যার প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ, সে আপনার

www.smfoundationbd.com

প্রতি বিদ্রুপ প্রকাশ করে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে আমার নিকট বলেছে যে, মহারাজের মুখ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হয়। এজন্য তার কাছে যেতে আমার মোটেও ইচ্ছে করে না। তারপরেও শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে বাধ্য হয়ে তার কাছে যাই। আমাকে যদি তিনি মহব্বত না করতেন, কিংবা তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন না থাকত, তবে এ অসহ্য দূর্গন্ধের মারাত্মক আজাব ভোগ করার জন্য কোনোদিন তার দরবারে যেতাম না।

বিশ্বাসঘাতক উজিরের কথা শুনে রাজা রুদ্র রোষে ফেটে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই তলব করলেন লোকটিকে। কঠোর কণ্ঠে বললেন, এই হারামজাদাকে এখনই আমার দরবারে হাজির কর।

আদেশ পাওয়া মাত্রই লোকটি বাদশাহের দরবারে হাজির হলো। কিন্তু এইমাত্র খেয়ে আসা রসুনের গন্ধে রাজার কষ্ট হবে ভেবে কাপড় দিয়ে ভালভাবে নাক মুখ ঢেকে রাখল।

বাদশাহ লোকটির প্রতি দৃষ্টি দিতেই যখন দেখলেন, তার নাক-মুখ উত্তমরূপে কাপড়ে ঢাকা, তখন তিনি মন্ত্রীর অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিলেন। ভাবলেন, ঠিকই তো! মন্ত্রীর কথা সত্য না হলে কেন সে আমার দরবারে নাক-মুখ ঢেকে আসবে। আজ পর্যন্ত কেউ তো এমনটি করেনি। কেউ তো এমন স্পর্ধা দেখানোর সাহস পায়নি। সুতরাং মন্ত্রীর কথা আসলেই সত্য।

বাদশাহ মনে মনে বললেন, বেটা যখন আমার সাথে এমন অসদাচরণ করল, আমিও তাকে জনমের স্বাদ বুঝিয়ে দিব।

বাদশাহ মুতাসিম তৎক্ষণাৎ তার এক গভর্নরের নামে একটি চিঠি লিখে চাষার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি এ পত্রটা ইয়ামানের অমুক প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো।

পত্রে লেখা ছিল 'পত্র বাহককে যেন পত্র পাওয়া মাত্রই হত্যা করা হয়। এতে যেন কোনো প্রকার ত্রুটি না করা হয়।'

বাদশাহের নির্দেশক্রমে ঐ সরল প্রকৃতির চাষা লোকটি কাল বিলম্ব না করে সাথে সাথে ইয়ামানের পথে যাত্রা করল। পথিমধ্যে দেখা হলো, হিংসুটে মন্ত্রীর সাথে। লোকটির হাতে মোহর বন্ধ চিঠি দেখে মন্ত্রী কৌতুহল ভরে জিজ্ঞেস করল, ভাই! কোথায় যাচ্ছ?

www.smfoundationbd.com

সে বলল, ইয়ামানের অমুক গভর্নরের নিকট এ চিঠিখানা পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

একথা শুনে মন্ত্রী মনে মনে ভাবল, হায়! কি করতে কি হয়ে গেল। চেয়েছিলাম কি, আর হলটা কি? যা হোক, এখন এসব ভাবার সুযোগ নাই। সে যখন বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয় গভর্নরের পক্ষ থেকে বিরাট উপহার-উপঢৌকন নিয়ে ফিরবে। সুতরাং এ সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাই! তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি এত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে যাবে কেন? তার চেয়ে বরং আমিই যাই। তুমি বাসায় গিয়ে আরাম কর গে?

মন্ত্রীর কথায় লোকটি রাজি হয়ে গেল। বলল, আপনি যা ভাল মনে করেন, তাতেই আমি খুশি। আমার কোনো আপত্তি নেই। একথা বলে সে চিঠিটা মন্ত্রীর হাতে চিঠি দিয়ে বাসায় ফিরে এল। চিঠি হাতে পেয়ে মন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত। খুশিতে আটখানা হয়ে সে প্রফুল্ল চিত্তে ইয়ামানের পথ ধরে ছুটল। যখন সে ইয়ামানের সেই গভর্নরের নিকট পৌঁছল, তখন তার আনন্দের মাত্রা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সে জানে না যে, তার মৃত্যুর পরওয়ানা সে নিজেই বহন করে নিয়ে এসেছে।

সাথে নিয়ে আসা চিঠিখানা মন্ত্রী অত্যন্ত সম্মানের সাথে গভর্নরের হাতে দিল। বলল, আমাদের মহামান্য বাদশাহ মুতাসিম বিল্লাহ আপনার নিকট এ পত্র খানা প্রেরণ করেছেন। দীর্ঘ পথ সফর করে আমি তা বহন করে নিয়ে এসেছি।

গভর্নর ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুললেন। তারপর তা পাঠ করে বক্র চোখে বাহকের দিকে একবার তাকিয়েই জল্লাদকে বললেন, এই মুহূর্তে লোকটির গর্দান উড়িয়ে দাও। জল্লাদ মন্ত্রীর মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলল। কাজটি এত দ্রুত ঘটল যে, মন্ত্রী মহোদয় মুখ খুলে কিছু বলারও সুযোগ পেল না। অনুরূপভাবে তিনি যে একজন সম্মানিত মন্ত্রী কারো পক্ষে একথা জানারও সুযোগ হলো না। এভাবেই হিংসুটে মন্ত্রী তার হিংসার নির্মম পরিণাম কড়ায়-গন্ডায় ভোগ করল।

এরপর বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন,

www.smfoundationbd.com

দেশের একমাত্র মন্ত্রী নিখোঁজ! বিষয়টি মোটেও স্বাভাবিক নয়। তিনি উপস্থিত লোকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, কেন, তিনি তো বেশ কয়েকদিন আগে আপনার পত্র নিয়ে ইয়ামানে গিয়েছেন।

এতটুকু শুনতেই রাজা চমকে উঠে বললেন, বল কি তোমরা! সে আমার পত্র নিয়ে ইয়ামানে গিয়েছে! আমি তো তার হাতে কোনো পত্র দেইনি। পত্র দিয়েছিলাম ঐ চাষার হাতে। কিন্তু তা মন্ত্রীর হাতে পৌঁছল কি করে?

লোকজন বলল, ঐ চাষাতো এখনও এ শহরেই আছে। আপনার কি তা জানা নেই?

বাদশাহ বলল-না, আমি তা জানি না। তোমরা এক্ষণি তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পর ভীত বিহবল হয়ে লোকটি বাদশাহের দরবারে হাজির হলো। বাদশাহ তাকে নির্জন কক্ষে নিয়ে দরদভরা কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, সত্য করে বলত, ঐ দিন কেন আমার সামনে কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে এসেছিলে?

উত্তরে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সবকিছু শুনে বাদশাহ ঐ বিশ্বাসঘাতক উজিরের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও কারসাজির কথা পরিস্কার করে বুঝতে পারলেন। মনে মনে ভাবলেন, হিংসুটে মন্ত্রীর উচিত সাজা হয়েছে। যারা অপরের ক্ষতি ও অকল্যাণের চিন্তা করে তাদের শাস্তি এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এদিকে ঐ সরল লোকটির প্রতি বাদশাহরে যে ভুল ধারণার উদ্রেক হয়েছিল, তাও এখন চলে গেল। শুধু তাই নয়, ঐ দিনের পর থেকে বাদশাহ তাকে আরও বেশি আপন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে বরণ করে নিলেন।

প্রিয় পাঠক! কথায় বলে, অন্যের জন্য গর্ত খুদলে, সেই গর্তে নিজেরই পড়তে হয় । আলোচ্য ঘটনাটি এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয় কি?

কারও সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ দেখে অন্তরে ব্যথা, জ্বলন ও পেরেশানী সৃষ্টি হওয়া এবং সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির সব নেয়ামত ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার কামনা করাকেই হাসাদ বা হিংসা বলে।

www.smfoundationbd.com

বস্তুতঃ হিংসা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষের আত্মা ও দেহকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সুস্থ-সবল ও সুন্দর মানুষকে অল্প সময়ে দুর্বল, কুশ্রী ও ব্যাধিগ্রস্থ করে দেয়। বিনষ্ট করে দেয় মানুষের মন-মস্তিস্ক ও মানসিকতাকে। এজন্যেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে মানবাত্মার এ মারাত্মক ব্যাধিটির অজস্র নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা মানুষের পূণ্যগুলোকে উহা এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। -(আবূ দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দাদের আমলনামা আল্লাহর দরবারে হাজির করা হয়। তখন প্রত্যেক ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করা হয় কিন্তু হিংসুককে ক্ষমা করা হয় না।-(মিশকাত)

ইবনুল হাইসাম (র.) বলেন, হিংসা সাপের বিষের চেয়েও মারাত্মক। কেননা সাপ কখনও নিজের বিষে মরে না। কিন্তু হিংসুককে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হিংসুকের পাশে বাস করার চাইতে হিংস্র বাঘের প্রতিবেশী হওয়াও অনেক নিরাপদ।

হযরত লোকমান (আ.) বলেন, অন্তরে হিংসা পোষণ করে অন্যের ক্ষতি করা যায় না, নিজের সর্বনাশ করা হয় মাত্র।

আল্লামা ইবনে সিমাক (র.) বলেন, হিংসুকের চেয়ে হতভাগা আমি আর কাউকে দেখিনি। কেননা হিংসুক বেচারা মজলুমের মতোই। তার মন সর্বদা অস্বস্তিপূর্ণ, মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তাযুক্ত এবং সদা সে মানসিক অশান্তিতে ভস্মীভূত হতে থাকে।

<u>হিংসার চিকিৎসা</u> ঃ (১) হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার হিংসা কমে যায় এবং সে আনন্দে উৎফুল্ল হয় না।

২। ইমাম গাজালী (র.) বলেন, হিংসার একটি প্রতিকার হলো, হিংসার চাহিদার বিপরীত কাজ করে চলা। যেমন-হিংসা যদি কারো কুৎসা রটানো ও দুর্নাম ছাড়ানোর প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করে, তখন তার উচিত ঐ

www.smfoundationbd.com

ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণকীর্তনে লেগে যাওয়া। হিংসার চাহিদা যদি অহংকার হয়, তখন সে যেন বিনয় ও নম্রতাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) কে এক ব্যক্তি হিংসার প্রতিকার চেয়ে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বলেন, নিম্নোক্ত কাজগুলো তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পালন করে চলুন। অতঃপর আমাকে অবহিত করুন।

(ক) যার প্রতি আপনার হিংসা হয় তার জন্য দোয়া করুন। দেখা হলে সালাম দিন। (খ) নিজের বৈঠক সমূহে তার প্রশংসা করুন। (গ) সফরে যাওয়ার পূর্বে তার সাথে সাক্ষাত করে যান এবং আসার সময় তার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসুন। (ঘ) মাঝে মাঝে তাকে দাওয়াত করে খানা বা চা-নাস্তা করান। (ঙ) সময় সময় তার জন্য হাদিয়া তোহফা প্রেরণ করুন।

লোকটি তিন সপ্তাহ পর হযরত থানভী (র.) এর বরাবর পত্র লিখে জানাল যে, আমার হিংসা অর্ধেক কমে গেছে। জবাবে হযরত থানভী বলেন, উপরোক্ত আমলগুলো আপনি আরও তিন সপ্তাহ পালন করুন। লোকটি তিন সপ্তাহ পর আবারও পত্র লিখে জানাল যে, হযরত! এখন অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে অন্তরে আমার হিংসার স্থলে অকৃত্রিম ভালবাসা ও মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে।[১]

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! আমরা কি পারি না আমাদের অন্তরগুলোকে হিংসা মুক্ত করতে? পারি না শত্রু বন্ধু নির্বিশেষে সকলের নিকট মহত্ত্ব ও উদারতার উজ্জ্বল নজির পেশ করতে? যদি পারতাম, তবে কি ভাল হতো না? বয়ে চলত না, পৃথিবীর সর্বত্র সুখ-শান্তি ও আনন্দের বাধ ভাঙ্গা জোয়ার? হ্যাঁ, পারি। অবশ্যই আমরা পারব ইনশাআল্লাহ। এ জন্য আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রয়োজনে আমরা হযরত থানভী (র.) এর পরীক্ষামূলক আমলটি গ্রহণ করব। তবুও হিংসা নামক মানবাত্মার কালো ব্যাধিটিকে অন্তরে থাকতে দিব না।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হিংসা ও তার অনিষ্ট হতে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।[২] ❐

১. রুহ কি বিমারিয়া আওর উনকি এলাজ। ২. নীল দরিয়ার নামে ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৫৭

www.smfoundationbd.com

ফুল শয্যায় কিছুক্ষণ

ইরানের বল্‌খ রাজ্য। বহুদিন পূর্বে এ এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন শাহ সুলতান নামক এক খোদাভীরু ও ধার্মিক ব্যক্তি। তার কেবল একটি মাত্র সন্তান ছিল। নাম মাহমুদ। পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে শৈশব থেকে তিনি অত্যন্ত আদর-যত্নে লালিত পালিত হন। ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি বিলাস প্রিয় হয়ে উঠেন। আরাম-আয়েশের প্রতি গড়ে উঠে এক দুর্বার আকর্ষণ।

পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যধিক বিলাসী হওয়ার কারণে তিনি বহু সংখ্যক সুন্দরী নারীকে আপন খেদমতের জন্য নিয়োজিত করেন। তবে খুব বেশিদিন তিনি বিলাসিতার জীবন কাটাতে পারেননি। পর পর কয়েকটি ঘটনার কারণে তার জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। এবার পাঠকবৃন্দের সম্মুখে সে চমকপ্রদ ঘটনাগুলোই তুলে ধরছি।

প্রথম ঘটনা ঃ সুলতান মাহমুদের বাস ভবন। শয়ন কক্ষে জনৈকা সুন্দরী দাসী। হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফুল দিয়ে সুলতানের শয়নকক্ষ সুসজ্জিত করছে সে। এটা তার নিয়মিত কাজ। সুলতান ঘুমোতে আসার পূর্বে সুশোভিত ফুল দিয়ে প্রতিদিন রাত্রে সে পুরো কক্ষটিকে বিমোহিত করে তুলে। নরম তুলতুলে বিছানা বালিশগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। অন্য কাজে সে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, এ কাজে সে কোনোদিন অবহেলা করে না। গাফলতি করে না। প্রতিদিন ঘর গোছানোর কাজে তার বেশ সময় ব্যয় হয়। আজকে খানিক আগে এসে আরেকটু সময় বেশি নিয়ে সে মনের মতো করে রুমটি সাজিয়েছে। সুলতান আসার আর কিছু সময় বাকি আছে। এই ফাঁকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তার মুখ থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাবে, হায়! আজ কতদিন যাবত সুলতানের শয়ন কক্ষ সাজিয়ে-গুছিয়ে দেই। ফুলশয্যা তৈরি করি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও এ শয্যায় শোয়ার মজা উপভোগ করতে পারলাম না। হায় আফসোস! তারা বাদশাহ আর সুলতান বলে দুনিয়াতে কত আনন্দ উপভোগ করল। যা ইচ্ছে তাই করল।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু আমাদের মতো দাসীদের ভাগ্যে তাদের খেদমত করা ও মন যুগিয়ে চলা ছাড়া আর কিছুই জুটল না। যাক আজকে যখন অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই কাজ শেষ করে ফেলেছি এবং কক্ষটিও মনের মতো করে সাজিয়েছি, সুতরাং সুলতান আসার আগে অল্প সময়ের জন্য এ বিছানায় একটু শুয়ে নেই। সুলতান তো প্রতিদিন এ শয্যায় শয়ন করেন। আমি অল্প সময় এতে শুয়ে নিলে তেমন কি ক্ষতি হয়!

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সত্যিই সে নিজের হাতে তৈরিকৃত ফুল শয্যায় শুয়ে পড়ল। ঘুমানোর কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু এত সুন্দর আরামের বিছানায় তো জীবনে সে কোনোদিন শোয়নি। তাই ইচ্ছে না থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। নিজেকে সঁপে দেয় নিদ্রার কোলে।

এদিকে সুলতান যথাসময়ে বিশ্রাম নিতে এসে দেখলেন, তার দাসী তারই শয্যায় বড়ই আরামের সাথে ঘুমুচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। রাগে আগুন হয়ে চোখ লাল করে ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে বললেন, কত বড় স্পর্ধা! সুলতানের ফুলশয্যায় দাসীর ঘুম! সাহস তো দেখছি কম নয় !!

একথা বলে সুলতান জল্লাদকে ডেকে এনে নির্মম নির্দেশ দিলেন। বললেন, এই দাসীকে আচ্ছামত বেত্রাঘাত কর। বুঝিয়ে দাও, সুলতানের ফুলশয্যায় শয়নের স্বাদ!

সুলতানের নির্দেশ শিরোধার্য। তার বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্রই জল্লাদ দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ঘুমন্ত দাসীর উপর একের পর এক বেত্রাঘাত করতে লাগল।

প্রথম বেত্রাঘাতের পর, দাসী চমকে উঠে বসতেই সুলতানকে সামনে দন্ডায়মান দেখতে পেল। ক্ষণকালের জন্য সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে শাস্তির প্রকৃত কারণ বুঝতে সক্ষম হলো। সাথে সাথে সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সুলতানকে কিছু বলতে যাবে, ঠিক এ মুহূর্তে প্রচন্ড বেগে আরেকটি বেত্রাঘাত তার পিঠের উপর এসে পড়ল। ফলে তার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব হলো না। সে জমিনে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু তথাপি তার শাস্তি বন্ধ হলো না।

www.smfoundationbd.com

এভাবে বিরামহীন ভাবে বেত্রাঘাতের ফলে দাসীর পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তার আর্ত-চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। তবু সুলতানের মনে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হল না।

এ অবস্থা বেশ কিছুক্ষণ চলল। অতঃপর হঠাৎ করেই এক অভাবনীয় দৃশ্যের সূচনা হলো। যা এ মুহূর্তে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু হ্যাঁ, যা অসম্ভব, অবাস্তব ও কল্পনারও অতীত, এ মুহূর্তে দাসী সে কাজটিই করে দেখাল। সে বেত্রাঘাতের এক পর্যায়ে হঠাৎ করে খিল খিল করে হেসে দিল। তার হাসির শব্দ দূরে অবস্থানরত অন্যান্য দাসীরাও শুনতে পেল।

দাসীর এ হাসিকে সুলতান চরম বেয়াদবী মনে করলেন। তাই তিনি আরো রাগান্বিত হয়ে আরো প্রচন্ড জোড়ে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। এতদশ্রবনে দাসী আরো উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু কেঁদে আবার পূর্বের ন্যায় খিল খিল করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

কিছুক্ষণ ক্রন্দন, কিছুক্ষণ হাসি এরূপ অবস্থা কয়েকবার হলো। সুলতান ভাবলেন, ঘটনা কি? তার এরূপ করার কারণ কি? তবে কি দাসীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হয়ত তাই হবে। নচেৎ এমন করার তো কথা নয়। বেত্রাঘাত তো এমন কোনো মজার জিনিস নয়, যা খেয়ে মুখে হাসি আসে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে হৃদয়-মন।

এভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করার পর সুলতান ভাবলেন, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? দাসী তো আমার সামনেই আছে। হাসি-কান্নার এ বিপরীতধর্মী আচরণের কারণ, তার কাছ থেকেই তো জেনে নিতে পারি।

সুলতান দাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, কি হে দাসী! তোমার এই রহস্যময় আচরণের কারণ কি? পরিস্কার করে খুলে বল। নইলে এক্ষুণি তোমার গোশত ও চামড়া পৃথক করে ফেলব। জল্লাদের নিষ্ঠুর শাস্তি তোমার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেবে। সুতরাং যদি বাঁচতে চাও, তবে সব কিছু খুলে বর্ণনা কর।

দাসী অনেক কষ্ট করে দাঁড়াল। সে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, মহারাজ! আমার যে বলতে ভয় হচ্ছে।

www.smfoundationbd.com

সুলতান বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই, শংকা নেই। তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।

দাসী বলল, জাহাঁপনা! আমাকে বেত্রাঘাত শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি কখনো হেসেছি, কখনো কেঁদেছি। আর এটাই হলো আপনার বিস্ময়ের কারণ। জনাব! আমি হেসেছি এজন্য যে, আপনার ফুল শয্যায় মাত্র একবার অল্প ক্ষণের জন্য শুয়ে যে অপরাধ করেছিলাম, সেই অপরাধের নির্মম শাস্তি আমি ভোগ করছিলাম, আর পাপমুক্ত হচ্ছিলাম। পাশাপাশি আখেরাতের জীবনে এর থেকে কোটি কোটি গুণ উত্তম বেহেশতের একটি ফুল শয্যার নেয়ামত অন্তর চোখে দেখে আনন্দে হাসছিলাম।

আর কাঁদছিলাম এজন্য যে, ভুলবশতঃ আপনার ফুলশয্যায় সামান্য সময় শয়নের অপরাধে আমি কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি ভোগ করছি, কিন্তু গোটা জীবন আপনি ফুল শয্যায় শুয়ে কাটাচ্ছেন, তার অপরাধে মাওলা পাক আপনার জন্য কতই না কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করছেন, কত নির্মম ও মর্মন্তুদ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। আপনার সেই ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করেই আমি বার বার কেঁদে উঠেছিলাম। কথা শেষ করে মেয়েটি পুনরায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

দাসীর কথাগুলো সুলতান অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন। তার মনে জ্বলে উঠল অনুতাপের আগুন। ভাবলেন, সত্যিই তো! সামান্য অপরাধের কারণে একটি দুর্বল নারীর উপর আমি এত বেশি অত্যাচার করলাম। আর আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম দিবা-রাত্রি আমি লঙ্ঘন করে চলছি, তার নিষিদ্ধ কাজগুলোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি, সুতরাং পরকালে না জানি আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কত ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন!

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ প্রথম ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর সুলতান মাহমুদ একদিন সিংহাসনে বসে আছেন। গণ্যমান্য পরিষদবর্গ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। শত-সহস্র প্রহরী বেষ্টিত সভাকক্ষ। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কারো পক্ষেই পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশের সুযোগ নেই। স্বয়ং সুলতান বাদশাহী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

www.smfoundationbd.com

সুলতান বিভিন্ন বিষয়ে সভাসদদের সাথে মত বিনিময় করছেন। একের পর এক দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক এমন সময় এক সুন্দর-সুদর্শন পুরুষ এসে সুলতানকে সালাম দিলেন। সুলতান জবাব দিয়ে সবিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন-

ঃ আপনি এখানে কেন এসেছেন?

ঃ আপনার এই মুসাফির খানায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে চাই। আগন্তুক শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

ঃ জনাব! আপনি ভুল করেছেন। এটা মুসাফিরখানা নয়। এটা আমার শাহী দরবার।

ঃ মহামান্য সুলতান! ভুল বোধ হয় আপনিই করেছেন। আমি করিনি। আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন।

ঃ এটা আমার প্রাসাদ। দীর্ঘদিন যাবত এখানে থাকি। সুতরাং ভুল হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

ঃ জাহাপনা! তাহলে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

ঃ বলুন, আপনার কি প্রশ্ন?

ঃ আপনার আগে এ প্রাসাদে কে বাস করত?

ঃ আমার আব্বা।

ঃ তার আগে?

ঃ আমার দাদা

ঃ তার আগে?

ঃ আমার দাদার আব্বা।

ঃ আপনার পরে এ প্রাসাদে কে বাস করবেন?

ঃ কেন, আমার ছেলে।

ঃ তারপর?

ঃ আমার নাতি।

ঃ তারপর?

ঃ তার ছেলে।

ঃ বাদশাহ মহোদয়! আপনার কথায় বুঝা যাচ্ছে, কেউ এখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করেননি এবং করবেনও না।

www.smfoundationbd.com

ঃ হ্যাঁ। বাস্তবতা তো তাই।

ঃ বাস্তবতা যদি তা-ই হয়, তবে এমন প্রাসাদকে মুসাফিরখানা ছাড়া আর কী বলা যায়? সুতরাং এর জন্য চিন্তা-চেতনা, শক্তি-সামর্থ, সহায়-সম্পত্তি খরচ না করে চিরস্থায়ী প্রাসাদের জন্য চিন্তা-ফিকির করা উচিত নয় কি?

এতটুকু বলে আগন্তুক দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুলতান অনেক চেষ্টা করেও তাকে রুখতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। আগন্তুক দূর থেকে বললেন, আমি খিজির (আ.)। সুলতান খুব দ্রুত তার দিকে দৌড়ালেন, কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলেন না। এ ঘটনা সুলতানের মনে গভীর রেখাপাত করল। জীবনের মোড় পাল্টে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করল।

তৃতীয় ঘটনা ঃ দ্বিতীয় ঘটনার কয়েকদিন পরেই সুলতানের জীবনে ঘটে গেল আরেকটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই ঘটনাই তার জীবনে চূড়ান্ত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

গভীর রাত। নিকষ কালো অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছে বহু আগেই। সুলতান আপন প্রাসাদের নির্দিষ্ট কক্ষে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ ছাদের উপর কিসের যেন খট খট শব্দে সুলতানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুলতান আশ্চর্য হলেন। ভাবলেন, ছাদের উপর এমন সময় এরূপ শব্দ তো জীবনে কোনোদিন শুনিনি। আওয়াজটা মানুষ চলার শব্দের ন্যায়। তবে কি ছাদে কোনো চোর-ডাকাত এলো? না, তা হতে পারে না। চারিদিকে প্রহরী বেষ্টিত প্রাসাদ, মজবুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চতুস্পার্শে লৌহ প্রাচীর-এতকিছু ডিঙ্গিয়ে প্রাসাদের ছাদে কারো আগমন করা মোটেই সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছি?

সুলতানের চিন্তা শেষ হয়নি। এমন সময় পূর্বের ন্যায় আওয়াজ আবারো ভেসে এল সুলতানের কানে। তিনি আওয়াজের প্রতি মনোযোগ দিলেন। কয়েকবার একই ধরনের আওয়াজ শুনে তিনি নিশ্চিত হলেন এটা কোনো মানুষের চলার শব্দ। এবার সুলতানের মনে ভয় ঢুকে গেল। তিনি ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন-

ঃ ছাদের উপর কে?

ঃ আমি একজন উটের রাখাল। অপরদিক থেকে শান্ত কণ্ঠের শংকাহীন জবাব।

www.smfoundationbd.com

ঃ এখানে কেন এসেছ?

ঃ আমি একটি উট হারিয়েছি। সেটা খোঁজার জন্যই এখানে এসেছি।

ঃ আহমক কোথাকার! গভীর রাতে ছাদের উপর উট পাওয়া যায় নাকি? সুলতানের কণ্ঠে বিস্ময়। সেই সাথে ক্রোধও।

ঃ মহামান্য সুলতান! আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমি আপনার নিকট কেবল একটি প্রশ্নের জবাব চাই। আমার জিজ্ঞাসা হলো, যদি গভীর রাতে ছাদের উপর উট পাওয়া না যায়, তবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুশোভিত প্রাসাদের ফুলশয্যায় শয়ন করে কেমন করে মহান আল্লাহকে পাওয়া যাবে?

ঃ ভাই! তুমি তো ঠিক কথাই বলেছ? এবার বল, তোমার আসল পরিচয় কি?

ঃ আমি আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা। একথা বলেই লোকটি চলে গেল।

সুলতান দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে ছাদে গিয়ে দেখলেন, সেখানে কোনো মানুষ নেই। তিনি বুঝে নিলেন, এ লোক আল্লাহর ফিরিশতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে সতর্ক করার জন্য ফেরেশতাকে মানুষের রূপে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমার আর বসে থাকার সময় নেই। একথা বলে সুলতান সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহকে পাওয়ার আশায় অজানার পথে বেড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার সাধনায় পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনাগুলো আমাদের জন্য বড় শিক্ষনীয় ঘটনা নয় কি? আমাদের মধ্যে কি এমন লোকের অভাব আছে, যারা বাদশাহী হালতে জীবন যাপন করছি? আরাম আয়েশের যাবতীয় উপকরণ ঘরে আছে। জীবনে কোনোদিন অভাবের মুখ দেখিনি। অথবা এক সময় অভাবী থাকলেও বর্তমানে কোটি কোটি টাকার মালিক। গাড়ী আছে। বাড়ি আছে। মিল-ফ্যাক্টরী আছে। খেদমতের জন্য খাদেম আছে। বাসার সামনে মনমুগ্ধকর বাগান আছে। মোটকথা, একটি মানুষ সুখী হওয়ার জন্য বাহ্যত যা প্রয়োজন, সবই আছে।

কিন্তু অভাব কেবল একটি জিনিসের। তা হলো, যে খোদা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাকে এত নিয়ামত দিয়েছেন, যার অনুগ্রহ আর

www.smfoundationbd.com

দয়া ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সেই খোদাকে আমি চিনি নি। চিনতে চেষ্টাও করিনি। দিন রাত অহরহ তার নাফরমানি করে চলছি। তার হুকুমগুলো পদদলিত করছি। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছি। কথায় কথায় মিথ্যা বলছি। সুদ খাচ্ছি। ঘুষ গ্রহণ করছি। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ দখল করে খাচ্ছি। অধীনস্থ লোকদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছি। তাদেরকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছি। তাদের অধিকারগুলোকে পায়ের তলায় পিষ্ট করছি। ছোট বড় কারো হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হচ্ছি না। টাকা আর ক্ষমতার দাপটে যা ইচ্ছে তাই করছি। শোষণ করছি। নির্যাতন চালাচ্ছি। চিত্ত-বিনোদনের নামে অশ্লীল কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়ছি। ডিস এন্টিনার সংযোগ দিয়ে, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পাঠ করে কিংবা সিডি চালিয়ে নিজের চরিত্রকে কলুষিত করছি। আপন সন্তানদের জীবনকেও ধ্বংস করছি। উপরন্তু এগুলোর শেষ পরিণতি কি হবে- একথা একটি বারের জন্য চিন্তাও করছি না।

মুহতারাম ভাইগণ! এই যাদের অবস্থা, উপরোক্ত ঘটনাগুলো পাঠ করে জীবনের পরিবর্তন আনার সময় কি তাদের এখনো হয়নি? আমার প্রাণের ভাইগণ! মনে রাখবেন, দুনিয়ার জীবন খুবই অল্প। একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে আপনার জীবন প্রদীপ নিভে যেতে পারে। স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার সকল কর্ম কোলাহল। কিন্তু শত আফসোস আর দুঃখ হবে তখন, যখন আপনি উপরে বর্ণিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন; জীবনকে নতুন করে, নতুন রূপে ঢেলে সাজানোর পূর্বেই যদি আপনার ডাক এসে যায়; সুলতান মাহমুদের মতো জীবনের গতি পরিবর্তনের আগেই যদি আপনি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেন। প্রিয় ভাইটি আমার! মৃত্যু কোন্ সময় আসে বলা যায় না। সুতরাং অতীত জীবনের যাবতীয় গর্হিত কর্মের জন্য আজই তওবা করুন। সুদ, ঘুষ ছাড়ুন। চোখের হেফাজত করুন। আলেম উলামাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করুন। একজন হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত হোন। অতঃপর তার নিকট নিজ জীবনের সকল ইতিহাস বর্ণনা করুন। তারপর তিনি যেভাবে চলতে বলবেন, সেভাবে চলতে থাকুন। চিত্ত-বিনোদনের নামে গোটা জীবন অশ্লীল রং তামাশা করে আপনি যা কিছু পেয়েছেন, হক্কানী পীরের কথামত অল্প

www.smfoundationbd.com

কিছুদিন জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়ার পর দেখবেন, প্রতি মুহূর্তে আপনি সে রকম শান্তি, আত্মতৃপ্তি ও সুখ অনুভব করবেন। সে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি! যা কেবল অনুভব করা যায়, অন্যকে বুঝানো যায় না। ভাইজান! আমি আপনাদের হাতে পায়ে ধরে করজোড় নিবেদন করে বলছি, হেলায় হেলায় আর সময় নষ্ট করবেন না। আজই এবং এ মুহূর্তেই আপনি জীবনকে খোদায়ী বিধান মোতাবেক সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। 'দাড়ি পাকুক', 'সন্তানাদি হউক', 'বুড়ো হয়ে নেই' ইত্যাদি ধোকা সম্বলিত বাক্যগুলো আজই মন থেকে ঝেরে ফেলুন। মনে রাখবেন, আগামীকাল শব্দটি মস্তবড় ধোকা। বিরাট বড় প্রতারণা। সুতরাং কাল থেকে নামাজ ধরব, অমুক তারিখ থেকে ভাল হয়ে যাব, হজ্জের পরে দাড়ি রাখব- এ সমস্ত ভবিষ্যত কাল জ্ঞাপক শব্দমালা বাদ দিন। কারণ এগুলো শয়তানের ধোকা। তাই এ মুহূর্তেই শয়তানের গালে খুব জোরে একটি চপেটাঘাত করে, তার মুখে লাথি মেরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের খুশির জন্য তাদের প্রদর্শিত পথে চলার জন্য প্রতিজ্ঞা করুন। শুধু প্রতিজ্ঞাই নয়, কাজও শুরু করে দিন।

যেমন, পাক-পবিত্র লুঙ্গি বা জামা না থাকলে এখুনি তা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকাতে দিন। পরবর্তী নামাজের জন্য তৈরি নিন। কোন্ হুজুরের হাতে বাইআত হবেন সে বিষয়ে পরিচিত হক্কানী আলেমদের সাথে পরামর্শের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এভাবে ধীরে ধীরে একটির পর একটি শরিয়তের করণীয় কাজগুলো করতে শুরু করুন। বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন করতে থাকুন। কোনো বিষয় না জানলে বা অস্পষ্টতা থাকলে খাঁটি আলেমদের শরণাপন্ন হউন। মোট কথা, আপনি যদি আখেরাতের অন্তহীন নিয়ামত লাভ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার দৃঢ় আশা নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আমি আমার জীবনকে সুন্দর করবই, তবে দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব ঠিক হয়ে গেছে। যখন যা প্রয়োজন, যা দরকার সবই আপনি পেয়ে যাবেন। এটি পরীক্ষিত সত্য কথা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ মুহূর্ত থেকে জীবনকে নতুন করে গড়ার দৃঢ় সংকল্প করার তাওফীক দিন। আমীন। ❐

www.smfoundationbd.com

মেহমানদারীর অনুপম দৃষ্টান্ত

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগ। শিরক কুফর আর কুসংস্কারের নিচ্ছিদ্র অমানিশার নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সারা আরব জাহান। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতি পৌঁছে গেছে অসভ্যতা ও বর্বরতার চরম পর্যায়ে। অন্যায়-অবিচার, জুলুম নিপীড়ন সন্ত্রাস-ছিনতাই, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাকার নানাবিধ অন্যায়-অপকর্ম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইয়ের রক্তে অবগাহন করে ভাই তৃপ্তির হাসি হাসে। এক খুনের বদলে চলে হাজার খুন। দ্বন্দ্ব একবার শুরু হলে তা আর শেষ হয় না। চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে। এমনকি সে লড়াইয়ের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে বংশানুক্রমিকভাবে।

মানবতার এই চরম বিপর্যয়ের সময়গুলোতেও আরব জাহানে খুঁজে পাওয়া যায় অনুপম অতিথি সেবার অনবদ্য আদর্শ। পাওয়া যায় মেহমানদারীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এবার পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে সে ধরনের একটি বিস্ময়কর ঘটনাই উপস্থাপন করছি।

এক নওজোয়ান। টগবগে যুবক। সমস্ত হৃদয় জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের প্রজ্বলিত আগুন। আজ কয়েক বছর যাবত সে অস্থির-বেকারার। কোনো কিছুতেই শান্তি খুঁজে পায় না সে। প্রতিদিন নাঙ্গা তলোয়ার হাতে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। শহরের অলি গলি আর বিজন প্রান্তরে খুঁজে বেড়ায় ঐ ঘাতককে, যে কয়েক বছর পূর্বে তার পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। সে চায় পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে। চায় ঘাতককে হত্যা করে দগ্ধভূত অন্তরকে ঠান্ডা করতে।

দীর্ঘদিন চলে গেল। ঘাতককে সে খুঁজে পায় না। প্রতিশোধের অনল তার অন্তরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। কিন্তু ঘাতকের কোনো সন্ধান মিলছে না। দেখা মাত্র মুক্ত তরবারির নিষ্ঠুর আঘাতে ঘাতকের মস্তক সে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে- এ প্রতিজ্ঞা সে বহু পূর্বেই করেছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের কোনো সুযোগই সে খুঁজে পাচ্ছে না। এভাবে চলে গেল আরো কিছু দিন।

একদিন সে ঘাতকের খুঁজে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। ঠিক এক সময় একজন মুসাফির তার বাড়িতে এসে মেহমান হলো। সে মেহমানকে উত্তম

রূপে মেহমানদারী করার জন্য বাসার লোকদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। সারাদিন দূরগামী অশ্ব নিয়ে ঘাতককে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু ফলাফল আগের মতো শূন্যই রয়ে গেল।

আজ কয়েকদিন যাবত আগন্তুক মেহমান শাহী হালতে থাকছে। প্রতিদিন পরিবেশন করা হচ্ছে উন্নত মানের খাবার। থাকার জন্য দেওয়া হচ্ছে সুন্দর শয়ন কক্ষ ও আরামদায়ক বিছানা। গৃহকর্তার নির্দেশ ও আরবদের অনুপম অতিথি সেবার কালজয়ী আদর্শের কারণেই মেহমান দিনের পর দিন এসব সুযোগ-সুবিধা অবলীলায় ভোগ করে যাচ্ছে। কেন, কি জন্য এখানে এসেছে- এধরনের কোনো প্রশ্ন কেউ তাকে করছে না।

এদিকে ঐ যুবক, যে এ বাড়ির গৃহকর্তাও বটে, সেও মেহমানকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করছে না। জিজ্ঞেস করার সময়ও তার হচ্ছে না। কারণ সে তো ভোরের আলো উঁকি দেওয়ার পূর্বেই প্রচন্ড প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে তরবারী হাতে বের হয়ে যায় এবং গভীর রাতে বাসায় ফিরে। সুতরাং মেহমানের সাথে আলাপ করার সুযোগটা তার কোথায়?

একদিন যুবক ভাবল, আজ বেশ কয়েক দিন হল, মেহমানের সাথে কোনো আলাপ হলো না। এটা তো সৌজন্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ। সুতরাং আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মেহমানের সাথে খোলামেলা আলোচনা করব।

অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগেই সে বাড়ি ফিরেছে। মেহমানকে নিয়ে একসাথে খানা খেয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর সে মেহমানকে নিয়ে একটি নির্জন কামরায় প্রবেশ করল। প্রথমেই সে এ কয়দিন যাবত তার সাথে কথা বলতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারপর একের পর এক শুরু হলো বিভিন্ন রকমের আলোচনা।

গভীর রাত পর্যন্ত কথা হলো। কথাবার্তার এক পর্যায়ে সে খুব ভাল করে বুঝতে পারল- এ মেহমানই তার পিতার হত্যাকারী। সে-ই ঐ ঘাতক যাকে সে কয়েক বৎসর যাবত মাঠে-প্রান্তরে, শহরে-বন্দরে হন্যে হয়ে খুঁজছে। যার মস্তক দিখন্ডিত করার জন্য মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে সে কঠোর শপথ করেছে।

কিন্তু এখন? সে যে মুসাফির! আশ্রিত মেহমান!! যাকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুলতা, যার রক্তে অবগাহন করার জন্য এত অস্থিরতা, সে এখন

www.smfoundationbd.com

তারই সম্মানিত অতিথি। সুতরাং এবার উপায় কি? কি করা যায় এখন? একদিকে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা, প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের মোক্ষম সুযোগ, অপরদিকে মেহমানের সম্মান!

যুবক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো। ভাবল, লোকটি যত বড় অপরাধীই হউক, এখন সে আমার মেহমান। সুতরাং এ অবস্থায় কিছুতেই আমি তার উপর তরবারি উঠাতে পারি না। পারি না এমন কিছুও করতে যা অতিথিপরায়ণতার পরিপন্থী, মেহমানদারীর খেলাফ। অতএব, এ মুহূর্তে মেহমানকে বিদায় করে দেওয়াই হবে তার উপযুক্ত সম্মান।

যুবক ধীরে ধীরে চলে গেল। একটু পরে একটি তরবারি ও আস্তাবল থেকে একটি সুন্দর ঘোড়া এনে মেহমানকে দিয়ে বলল, তিলার্ধ পরিমাণ কালবিলম্ব না করে এক্ষুণি আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন। কারণ আপনাকে পাকড়াও করার জন্যেই আমি আজ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হন্যে হয়ে শহরের অলি-গলি, বিজন অরণ্য, বিশাল প্রান্তর জুড়ে অশ্ব ছুটিয়ে ফিরছি। কিন্তু আজ আপনাকে এমন অবস্থায় আমার হাতের মুঠোয় পেয়েছি যখন আপনি আমার আশ্রিত মেহমান, সম্মানিত অতিথি। যদি অনুরূপ অবস্থা না হতো, তাহলে এ মুহূর্তে আমি তলোয়ার দিয়ে আপনার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে দীর্ঘদিন যাবত অন্তরের প্রজ্বলিত প্রতিশোধের আগুন নিভাতাম। আপনাকে পৌঁছে দিতাম এমন এক জগতে যেখান থেকে কোনোদিন আপনি ফিরতে পারতেন না।

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাও কি পারি না সেবা ও মেহমানদারীর অনুপম নজির স্থাপন করতে? মনে রাখবেন, জগতের বড় বড় মহা মনীষীরা কিন্তু এধরনের মহানুভবতা ও অনুপম আদর্শ স্থাপনের মধ্য দিয়েই মানব হৃদয়ের গহীন কোণে স্থান করে নিয়েছেন। ফলে মানুষ আজ তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাদের কীর্তিময় জীবন নিয়ে গর্ববোধ করে। সুতরাং আমরাও যদি মাঝে মধ্যে অনুরূপ আদর্শের নজির স্থাপন করতে প্রয়াসী হই, দৃঢ় সংকল্প করি, তবে কি জগত আরও সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখবে না?[১] ❐

১. হায়াতে শাইখুল হিন্দ, পৃষ্ঠা - ১৬৭

www.smfoundationbd.com

এমন শাসক পাব কি আর?

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ বিশ্ব চরাচরে আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য মহামানব। যাদের যশ-খ্যাতি ও বৈপ্লবিক কর্মকান্ড আজও ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। সুমহান চরিত্র ও অনুপম কীর্তির জন্য এসব মনীষী মানব হৃদয়ে চিরকাল অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন। দিগন্ত বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গজনবী ছিলেন এসব মহামনীষীরই একজন। বক্ষমান আলোচনায় তারই একটি ছোট্ট ঘটনা পাঠক ভাই-বোনদের সম্মুখে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

প্রচন্ড শীতের রজনী। কুয়াশার ঘন কালো চাদর গ্রাস করে নিয়েছে পৃথিবীকে। সুলতান মাহমুদ আপন কক্ষে ঘুমিয়ে আছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। রাস্তায় লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে বহু আগেই। নগরীর সবাই ঘুমের ঘোরে অচেতন। কিন্তু হঠাৎ করে কেন যেন সুলতানের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সুলতান বারবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসছিল না। মনে হলো, ঘুম যেন তার চোখ থেকে শত কোটি মাইল দূরে চলে গেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন, এমন হওয়ার কারণ কি? এমনতো আর কোনো দিন হয়নি। তাহলে কি কোনো মজলুম ব্যক্তি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে? নাকি কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পিষ্ঠ হয়ে আমার নিকট খাবারের আশায় এসেছে? হয়তো বা তাই হবে।

ইতিমধ্যে গোলামও জেগে উঠেছে। সুলতান মাহমুদ গোলামকে বললেন, দেখতো, কেউ কোনো হাজত নিয়ে আমার দরবারে এসেছে কিনা?

গোলাম বাইরে গেল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পেল না। তাই ফিরে এসে সুলতানকে বলল, বাইরে কেউ নেই। আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।

সুলতান মাহমুদ নিদ্রার জন্য আবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই একই অবস্থা। কিছুতেই চোখে ঘুম এলো না। এবার তিনি চিন্তা-ভাবনা করে

www.smfoundationbd.com

আবার গোলামকে বাইরে পাঠালেন। কিন্তু এবারও সে পূর্বের মতো সংবাদ শুনাল। বলল, বাইরে কোনো লোকজন নেই।

সুলতানের সন্দেহ হলো। তিনি ভাবলেন, গোলাম হয়ত ভালভাবে তালাশ করেনি। তাই তিনি নিজেই তরবারী হাতে তল্লাশীতে বের হয়ে গেলেন। এদিক সেদিক অনেক খুঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তিনিও কাউকে পেলেন না। এবার তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কি আমার নিদ্রা না আসার অন্য কোনো কারণ রয়েছে? না, তা হতে পারে না। দেখি আরেকটু তালাশ করে।

একথা ভেবে তিনি নিকটস্থ একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে হাটতে লাগলেন। মসজিদের কাছাকাছি আসতেই একটি করুণ সুরের কান্না তার কর্ণগোচর হলো। নিকটে গিয়ে দেখলেন, একজন লোক মসজিদের বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার চক্ষু থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। সে অস্ফুট স্বরে বলছে-

'যার চিন্তা নেই, সে চিন্তার পেরেশানী বুঝবে কি করে? সারারাত যে আরামের নিদ্রায় বিভোর থাকে, অনিদ্রার কষ্ট সে জানবে কি করে? সুলতান মাহমুদের দরজা বন্ধ, তাতে কি? যিনি সুলতানের সুলতান, তার দরজা তো উন্মুক্ত। মাহমুদ যদিও শুয়ে আছে, তাতে কিছু আসে যায় না। মহান আল্লাহ তো জাগ্রত আছেন।'

সুলতান মাহমুদ কথাগুলো মনযোগ সহকারে শুনলেন। লোকটির করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার চোখেও পানি এসে গেল। তিনি দ্রুত লোকটির নিকটে গিয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন-

বাবা! মাহমুদের নামে অভিযোগ করছ? অথচ সে তো দীর্ঘক্ষণ যাবত তোমার তালাশেই ব্যস্ত। তোমার জন্যই তার নিদ্রা বহু দূরে চলে গেছে। যা হোক, এবার বল, তোমার কি কষ্ট। কি উদ্দেশ্যে এত রাতে এখানে এসেছ? তোমার যে কোনো খেদমতের জন্য আমি প্রস্তুত।

সুলতানের কথা শুনে লোকটি উঠে দাঁড়াল। অতঃপর কেঁদে কেঁদে বলল। হুজুর! বড়ই লজ্জার কথা। আজ রাত্রে এক চরিত্রহীন লম্পট আমার স্ত্রীকে উত্যক্ত করেছে। গভীর রাতে মাতাল হয়ে আমার ঘরে এসে তার ইজ্জত ছিনিয়ে নেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সে

www.smfoundationbd.com

কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবে। তার এহেন দুষ্কর্ম আমার আত্মমর্যাদা বোধে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। যদি আপনি তরবারীর মাধ্যমে এর প্রতিশোধ না নেন, তবে কেয়ামতের দিন আমার এ হাত আপনার গর্দান মটকে দিবে।

একজন সাধারণ প্রজার এরূপ কথায় মহামান্য সুলতানের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠারই কথা ছিল। কিন্তু সুলতান মাহমুদ নিজের ঘাড়েই সকল দোষ চাপিয়ে লোকটিকে দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন-

এখনও কি অভিশপ্ত শয়তান সেখানে আছে? লোকটি বলল, হয়ত এখন সে চলে গেছে। কিন্তু আমার প্রবল আশংকা হচ্ছে যে, আবারও সে মনের ঐকান্তিক বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমার বাড়িতে হানা দিবে। আমার স্ত্রীর সম্ভ্রম লুটে নিতে পুনরায় সে আগমন করবে।

সুলতান বললেন, আচ্ছা, তাহলে এখন তুমি চলে যাও। এ বদবখ্ত যখনই তোমার বাড়ির ত্রিসীমানায় পা রাখবে তৎক্ষনাৎ আমাকে সংবাদ দিবে।

সাথে সাথে সুলতান মাহমুদ বাড়ির চৌকিদারকে ডেকে বলে দিলেন, এ লোকটিকে ভাল করে চিনে রাখ। যে কোনো মুহূর্তে সে এখানে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। আমার নিদ্রা কিংবা ব্যস্ততা কোনোটারই তুমি পরওয়া করবে না। আমার সাথে তার সাক্ষাতের পথে কোনো কিছুই যেন প্রতিবন্ধক না হয় সেদিকে তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এতটুকু বলে সুলতান লোকটিকে বিদায় দিয়ে আপন গৃহে এসে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলেন।

পর পর দু'রাত অতিবাহিত হলো। সুলতানের খানাপিনা বন্ধ। কেননা এ সংবাদ শুনার সাথে সাথেই তিনি কসম খেয়ে বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত ঐ নরপিশাচকে সমুচিত শাস্তি দিতে না পারব; তার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করতে না পারব, ততদিন আমি কোনো খাদ্য গ্রহণ করব না।

তৃতীয় রাতে সুলতান পূর্বের ন্যায় অপেক্ষায় বসে আছেন। হঠাৎ চৌকিদার এসে তাকে সংবাদ দিলে তিনি তৎক্ষনাৎ তরবারী হাতে দ্রুত লোকটির বাড়িতে চলে গেলেন। তারপর ঐ পাপিষ্ট নরপশুকে

www.smfoundationbd.com

তলোয়ারের এক আঘাতে দিখন্ডিত করে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। অসহায়-অবলা নারীর উপর হস্ত উত্তোলনের সমুচিত সাজা জনমের জন্য বুঝিয়ে দিলেন। তারপর লোকটিকে কাছে ডেকে বললেন-

ভাই! তোমার ঘরে কোনো খাবার আছে কি? থাকলে আমার জন্য অল্প করে নিয়ে এসো। জবাবে লোকটি বলল, আমার মতো লোক মহামান্য সুলতানের কতটুকুই বা খেদমত করতে পারে। তবু ঘরে যা আছে, তা যদি সুলতান সাদরে গ্রহণ করেন, তবে নিজেকে ধন্যই মনে করব।

লোকটি ভিতর বাড়িতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দস্তরখান ও কয়েকটুকরা শুকনো রুটি নিয়ে ফিরে এলো। অতঃপর এগুলো সুলতানের সামনে রাখলে তিনি তা এতটাই আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে আহার করলেন, যেন জীবনে কোনোদিন এত উৎসাহ ও তৃপ্তি সহকারে কোনো খাবার খাননি।

খাওয়া শেষ হলে সুলতান মাহমুদ লোকটিকে ডেকে বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিবে। কারণ আমি খানার জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু শোন, আসল কথা হলো, যেদিন তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তোমার দুঃখের সংবাদ শুনিয়েছ, সেদিন থেকেই আমি শপথ করে বলেছিলাম-

এ দুরাচার পাপিষ্ঠের মাথা যতদিন পর্যন্ত তার ধর থেকে পৃথক করে তোমার ঘর পবিত্র করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত যে কোনো খানাপিনা আমার জন্য হারাম।

কিছুক্ষণ পূর্বে আমি দু'রাকাত নামাজ শুকরিয়া স্বরূপ আদায় করেছি। তাতে বোধ হয় তুমি আশ্চর্যবোধ করছ। তবে এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কেননা আমি ভেবেছিলাম, এ বদবখ্ত হয়ত আমার সন্তানদের মধ্য হতে কেউ হবে। কেননা আমার বংশের কোনো লোক আমার মেজাজ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও এমন মারাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হবে-এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এরূপ উদ্ধত্যপূর্ণ কাজের সাহসিকতা শুধু বাদশাহের সন্তানদেরই হতে পারে। কেননা তারাই সাধারণত নেশা ও অহংকারের বশীভূত হয়ে এ সমস্ত অপকর্ম করে থাকে। তাই আমি বাড়ি থেকে এ ইরাদা করে বের হয়েছি যে, যদি এ

www.smfoundationbd.com

কমবখ্‌ত আমার সন্তানও হয়, তাকেও আমি হত্যা করব। কিন্তু আল্লাহর দরবারে হাজারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, সে আমার সন্তান নয়, অন্য কারও সন্তান। এজন্যেই আমি শুকরানার দু'রাকাত নামাজ আদায় করলাম।

মুহতারাম ভাইগণ! একটু চিন্তা করে দেখুন, একজন শাসকের মধ্যে কি পরিমাণ ইনসাফ ও দরদ থাকলে, আপন প্রিয় পুত্রকে পর্যন্ত হত্যার জন্য নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাতের নিকষ আঁধারে একাকী বের হয়ে পড়তে পারেন। কি পরিমাণ খোদাভীরু ও আল্লাহওয়ালা হলে একজন সাধারণ প্রজার স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এরূপ কসম করে বসতে পারেন? প্রিয় পাঠক! আমাদের বর্তমান শাসকগণ যদি এমন ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু হতেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে যদি এতটা সচেতন হতেন, তাহলে কি পৃথিবীতে এত অশান্তি থাকত? অসহায় অবলা নারীরা কি এভাবে নির্যাতিত হতো? সম্ভব হতো কি, তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানোর? কখখোনোই নয়।

এ ঘটনা পাঠ করে শাসক ও নেতা পর্যায়ের লোকেরা যদি নিজেদের আমলকে শুধরে নিত, প্রজা ও অধীনস্থ লোকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতো, তবে কি ভাল হতো না? অবশ্যই ভাল হতো। তবে এজন্য প্রজা ও সাধারণ লোকদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তা হলো, নির্বাচনের সময় তারা এমন লোকদের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করবেন যারা প্রকৃত অর্থেই ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু। এমন লোক পাওয়া না গেলে প্রার্থীদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সৎ তাকেই সমর্থন জানাতে হবে; ভোট দিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি মানুষের সামনে অবশ্যই আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক কথাটি বুঝে সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।[১] ❐

১. জাওয়ামিউল হিকায়াত, পৃঃ ১১৮-১২১

www.smfoundationbd.com

অতুলনীয় আদর্শ

ইসলামের তখন সোনালী যুগ। চারিদিকে ইসলামের জয় জয়কার। ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দিক দিগন্তে। মুসলমানদের বিজয় গাথা অভিযান বেঈমান কাফিরদের টনক নড়িয়ে দিচ্ছে। অর্ধ জাহান জুড়ে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে পতপত করে উড়ছে ইসলামের হেলালী নিশান। অমানবিক জুলুম-নিপীড়ন, অসহনীয় অন্যায়-অত্যাচার আর সীমাহীন ত্যাগ তিতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে পাখা মেলেছে সুখ শান্তির শ্বেত পায়রা।

খেলাফতের সোনালী মসনদে তখন মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)। তিনি অতীব নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন ইসলামি রাষ্ট্র। বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করছেন যুদ্ধাভিযান। মুজাহিদ বাহিনী ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলছে সম্মুখ পানে। আবার মরুভূমির খৈ ফোটা তপ্ত বালুকা রাশি মাড়িয়ে একের পর এক বিজয়ের শুভবার্তা নিয়ে ফিরে আসছেন রক্তাক্ত রণাঙ্গন থেকে। এভাবেই চলছিল লৌহমানব হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকাল।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে ইরানের একটি প্রদেশের শাসক ছিল হরমুজান নামক এক সুচতুর ব্যক্তি। সে ছিল চরম ইসলামবিরোধী। মুসলমানদের সে একদম সহ্য করতে পারত না। তাদের নাম শুনলেই তার গা জ্বালা শুরু হতো। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের উত্থানকে ঠেকানো এবং তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সে সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করত।

মুসলমানদের সাথে তার লড়াই হতো প্রায়ই। এ বছর এ ময়দানে অন্য বছর আরেক ময়দানে। যুদ্ধে পরাজিত হলেই সে বিভিন্ন শর্তে সন্ধি করত এবং নিজ রাজ্যে ফিরে যেত। কিন্তু এরপর যখনই আবার সুযোগ পেত, তখনই বিভিন্ন উপায়ে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠত।

একদা হযরত ওমর (রা.) মুজাহিদদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বললেন, হরমুজানকে যে কোনো উপায়ে জীবন্ত পাকড়াও করে আমার

www.smfoundationbd.com

দরবারে এনে উপস্থিত কর। তার বিশ্বাসঘাতকতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাকে আর সময় দেওয়া যায় না।

কিছুদিন পর মুসলমানদের সাথে হরমুজান বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। এক পর্যায়ে হরমুজান বাহিনী মুজাহিদদের হাতে চরম মার খেল। পরাজিত হলো শোচনীয়ভাবে। এমনকি স্বয়ং হরমুজান মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো।

নির্দেশ মোতাবেক হরমুজানকে খলীফার দরবারে উপস্থিত করা হলো। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) হরমুজানকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমাদের সাথে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আর আপনার বিশ্বাসঘাতকার কারণেই আমাদের একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। ফলে রণাঙ্গণে অসংখ্য মুসলিম সৈন্যকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। তাদের অর্থ-সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। আপনি মুসলমানদের উপর বহু নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছেন। নিরীহ অনেক লোককে হত্যা করেছেন। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছেন। কঠোর হস্তে মুসলমানদের উত্থানকে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আপনার নিষ্ঠুরতা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং আপনাকে আর সুযোগ দেওয়া যায় না। এখনই আপনার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আর আপনার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পূর্বে আপনার কোনো কথা থাকলে বলতে পারেন।

হরমুজান খুব চালাক লোক। সুক্ষ্ম বুদ্ধির মানুষ। বিভিন্ন কৌশল আর ফন্দি এটে বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া তার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। সুতরাং জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে দাঁড়িয়েও কৌশলের আশ্রয় নিতে তার বেশি সময় লাগল না।

সে বলল, মহানুভব খলীফা! আপনার অনেক মহত্ত্বের কথা আমি শুনেছি। এ মুহূর্তে আমার খুব পিপাসা লেগেছে। দয়া করে আমাকে একটু পানি পান করতে দিন।

খলীফার নির্দেশে তার জন্য পানি আনা হলো। কিন্তু সুচতুর হরমুজান পানির পাত্র হাতে নিয়ে তা পান করতে ইতঃস্তত করল। সে পানি পান না করে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগল।

www.smfoundationbd.com

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন কেন? পানির তৃষ্ণা লেগেছে পানি পান করলেই তৃষ্ণা চলে যাবে।

ঃ আমীরুল মুমিনীন! পানি হাতে নিয়েছি পান করার জন্যেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, পানিটুকু পান করার আগেই আমাকে হত্যা করে ফেলা হয় কিনা? কাঁদো কাঁদো স্বরে হরমুজান বলল।

ঃ আপনি নির্ভয়ে পান করুন। হাতের পানি পান করার পূর্বে আপনাকে হত্যা করা হবে না। এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। সান্ত্বনার স্বরে হযরত ওমর (রা.) বললেন।

হরমুজান এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সে আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পাত্রের সবটুকু পানি মাটিতে ফেলে দিল। অতঃপর বলল-

মহামান্য খলীফা! একটু পূর্বে আপনি বলেছেন, হাতের পানিটুকু পান করার আগে আমাকে হত্যা করবেন না। আমি পানি ফেলে দিয়েছি। মাটি তা শোষণ করে নিয়েছে। এ পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং অঙ্গীকার অনুযায়ী আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন না।

উপস্থিত সকলেই হরমুজানের চালাকী বুঝতে পারল। তার এ চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য শুনে মুসলিম সৈনিকরা খুব রেগে গেল। তারা বলল-

আমিরুল মোমিনীন! আমাদের একটু অনুমতি দিন। আমরা তার চাতুর্যের সাধ জনমের মতো মিটিয়ে দেই।

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত। তিনি মোটেও উত্তেজিত হলেন না। রাগের কোনো চিহ্নও তার চেহারায় ফুটে উঠল না। তিনি সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন- না, তা হতে পারে না। মুসলমান ওয়াদা ভঙ্গ করে না। তার কথার মূল্য অনেক। মুসলমান একবার যে কথা বলে, জীবন দিয়ে হলেও সে তা রক্ষা করার চেষ্টা করে। সুতরাং যে কথা আমি বলে ফেলেছি, যে কোনো মূল্যে আমি তা রক্ষা করবই। যেহেতু আমি বলেছি, তার হাতের পানিটুকু পান করার পূর্বে তাকে হত্যা করব না, আর সে পানি পান না করে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তা মাটিতে ফেলে দিয়েছে, সুতরাং কোনো অবস্থাতেই তাকে এখন হত্যা করা চলবে না।

www.smfoundationbd.com

অতঃপর আদর্শের মূর্ত প্রতীক রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত ওমর (রা.) হরমুজানকে লক্ষ্য করে বললেন, যদিও মৃত্যুদন্ডই ছিল আপনার একমাত্র শাস্তি, তথাপি প্রতিশ্রুতি রক্ষার খাতিরে আমি আপনাকে হত্যা করলাম না। যান, আপনি এখন মুক্ত-স্বাধীন। যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারেন। আপনাকে এখন কেউ কিছু বলবে না।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রা.) এর কথাগুলো হরমুজানের হৃদয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। সে অস্ফুট স্বরে বলল, ওহ! কথার কি অদ্ভুত মূল্য। ওয়াদা পালনের কি অপূর্ব নজির!! জীবনের বাঁকে বাঁকে আমিও তো কত ওয়াদা করেছি। কত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, কিন্তু কই, আমার পক্ষে তো এমনটি সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি প্রতিশ্রুতি রক্ষার এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। তাহলে কি সত্যিই তারা আদর্শ মানব?

মুসলমানদের আদর্শের কথা, ওয়াদা পালনের বিরল দৃষ্টান্তের কথা এতদিন তো লোক মুখে শুনে আসছিলাম। কিন্তু আজ? আজ তো স্বচক্ষেই তা প্রত্যক্ষ করলাম। নিজের জীবনেই তা ঘটে গেল। এই যদি হয় তাদের আদর্শ, তাহলে কেন বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে না? কেন তারা বিজয় মাল্যে ভূষিত হবে না? কেন পৃথিবীর দিকে দিকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে না?

একজন শাসকের চরিত্র যদি হয় এত সুন্দর, অনুপম ও নিষ্কলংক, তাহলে তার প্রজারা তো সঙ্গত কারণেই উত্তরোত্তর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। হৃদয়ে বইতে থাকবে আনন্দ আর প্রশান্তির বাধভাঙ্গা জোয়ার।

কথাগুলো চিন্তা করে হরমুজান হযরত ওমর (রা.) এর দিকে চোখ তুলে তাকাল। সে দেখল, তার চেহারায় ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের ছাপ সুস্পষ্ট। মুখের প্রতিটি লোম কূপে যেন স্বর্গীয় দ্যুতি খেলা করছে। নূরের উজ্জ্বল আভা বারবার চিকচিক করে উঠছে।

হরমুজান কল্পনাও করতে পারেনি যে, সে এত সহজে মুক্তি পাবে। সে ভেবেছিল, আজই তার জীবনের শেষ দিন। নাঙ্গা তলোয়ার এই বুঝি তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে দিবে। মরুভূমির তৃষিত মাটি শোষণ করে নিবে তার দেহের সবটুকু রক্ত। কিন্তু না, তা হলো না। খলীফার মহানুভবতা তাকে

www.smfoundationbd.com

বাঁচিয়ে দিল। নতুন করে ভাবতে শেখাল। সে চিন্তা করল, এই যদি হয় ইসলামের আদর্শ, এই যদি হয় একটি কথার মূল্য, তবে এ থেকে দূরে থাকা হবে আমার জন্য চরম দুর্ভাগ্য। সুতরাং আর দেরী করা যায় না। এখনই আমার মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত।

যেই ভাবা সেই কাজ। ইসলামের অতুলনীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের চরম দুশমন হরমুজানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল-

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূহু।

প্রিয় পাঠক! এভাবেই মুসলমানদের অনুপম চরিত্র ও ইসলামের সুন্দরতম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে যুগে যুগে অসংখ্য খোদাদ্রোহী বেঈমান, কাফের, ইহুদ, নাসারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ধন্য করেছে আপন জীবনকে।

মুসলিম ভাইগণ! এই তো ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের নজিরবিহীন চরিত্র মাধুরীর বাস্তব নমুনা। কথা রক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত। তারা যে কোনো মূল্যে আপন ওয়াদা রক্ষা করে চলতেন। আর কেনই বা চলবেন না? তারা তো সেই নবীর হাতে গড়া সাহাবী যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে-

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" যার ওয়াদা পালনের অপূর্ব দৃষ্টান্তের ভুরি ভুরি প্রমাণ ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে আমি কেবল একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের সম্মুখে পেশ করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল খামসা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে, যখন তার বয়স পয়ত্রিশ বৎসর, তখন তার সাথে কিছু ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু কথা পুরোপুরি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য কোথাও চলে যাই। যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, আপনি অনুগ্রহপূর্বক একটু অপেক্ষা করুন আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এতটুকু বললেন, ঠিক আছে। এরপর আমি চলে গেলাম।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু খোদার কি কুদরত। সেখান থেকে আসার পর ঘটনাক্রমে আমি এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। আমার মোটেও স্মরণ রইল না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবে একটানা দুদিন চলে গেল। তৃতীয় দিন অপর এক কাজে আমি ঐ পথ ধরে হাটছিলাম, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ তিনদিন যাবত আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সামনে দেখতে পেয়ে আমার মনে হলো, আরে! আমি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড় করিয়ে রেখে বিশেষ প্রয়োজনে একটু সময়ের জন্য বাইরে এসেছিলাম। হায়! একথা তো আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলেই গিয়েছি। হায়! এখন আমি তাকে কি বলব? না জানি তিনি আমার অপেক্ষায় কত কষ্ট করেছেন!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি এক পা দু'পা করে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু তার নিকট কি জবাব দিব, ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। উপরন্তু আমার মনে ক্রমেই এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, তিনি আমাকে নাগালে পাওয়ার সাথে আচ্ছামত ধোলাই দিবেন। গালমন্দ করবেন। কারণ আমার সাথে ওয়াদার কারণে একটানা তিনদিন তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আসব বলে কথা দিয়েও আসিনি।

কিন্তু দয়ার সাগর, উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে আসার পর আমার পূর্বোক্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল বলে প্রমাণিত হলো। তিনি আমাকে দেখে কিছুই বললেন না। গোস্বা বা ক্রোধের কোনো সামান্যতম চিহ্নও তার নূরানী চেহারায় পরিলক্ষিত হলো না। শুধু শান্ত কণ্ঠে স্মিত হাস্যে এতটুকু বললেন, আব্দুল্লাহ তুমি আমাকে বেশ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তুমি যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত এখানেই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রিয় পাঠক! ওয়াদা পালনের এহেন নজির ইতিহাসের পাতায় দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

সুতরাং আসুন, আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তুলি। মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা পরিহার করে অঙ্গীকার পালনের প্রতি যথাযথ

www.smfoundationbd.com

গুরুত্ব দেই। যখন, যেখানে, যেভাবে, যাকে, যে ওয়াদা প্রদান করব, ঠিক তখন সেভাবে, সেখানে তা পালন করার একশ ভাগ চেষ্টা করব। আন্তরিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টার পরও যদি কোনো কারণে সঠিকভাবে ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি দেখা দেয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিজের ওযরখাহী পেশ করে, নিজের অপারগতা ও সদিচ্ছার কথা জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করব। তবেই আমাদের ওয়াদা পালনের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় হবে।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! চলুন না আমরা সবাই অনুরূপ অঙ্গীকার পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের উত্তম নজির তৈরি করি। যদি আমরা এমন হই, যেমনটি বললাম, তবে কি সুন্দর হতো না? নিশ্চয়ই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। ❑

স্মরণীয় বাণী

সোনালী যুগের লোকজন একে অন্যের নিকট তিনটি কথা লিখে পাঠাতেন—

১. যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার জীবনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২. যে ব্যক্তি নিজের ভিতরকে ইসলাহ করে, আল্লাহ তাআলা তার বাহিরকেও দুরস্ত করে দেন।

৩. যে ব্যক্তি নিজের মোয়ামালাহ আল্লাহ তাআলার সাথে ঠিক করে নেয়, আল্লাহ তাআলা মানুষের সাথে তার মোয়ামালাহ ঠিক করে দেন।

- হযরত আউন বিন আব্দুল্লাহ (র.)

www.smfoundationbd.com

হাদীস অনুসরণের বিরল দৃষ্টান্ত

রাসূল প্রেমিক এক সাহাবী। ক'দিন যাবত ভীষণ অসুস্থ। রোগের প্রচন্ডতায় মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। খানা-পিনা একদম বন্ধ। খাবারের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই। সব কিছুই বিস্বাদ লাগে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। রূপ-লাবণ্য নষ্ট হচ্ছে। দিন দিন অবস্থার অবনতি ঘটছে। তবুও খাদ্যের প্রতি অনীহা ভাব কাটেনি।

হ্যাঁ, রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর কথাই বলছিলাম। তিনি আমৃত্যু হাদীস অনুসরণের যে অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

স্বামীর অসুস্থতার কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর স্ত্রী ভীষণ চিন্তিত। সারাক্ষণ নানা দুশ্চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রিয়তম স্বামীর মুখপানে তাকালে তার কোমল হৃদয়টা ছ্যাৎ করে উঠে। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। কারণ, কখন কি হয়ে যায়, বলাতো যায় না! ভবিষ্যতের খবর তো কেবল মহান আল্লাহ পাকই জানেন। কার কখন পরপারে যাত্রার ডাক আসবে সে বিষয়ে কেবল তিনিই অবহিত। অদৃশ্যের খেলা কেউ জানে না। কেউ বুঝে না। জানা বা বুঝার শক্তিও কারও নেই। তবুও আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে প্রাণপ্রিয় স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন, আরোগ্য লাভ করবেন এই স্বপ্ন ও আশা নিয়ে শেষ চেষ্টাটুকু তিনি করে যাচ্ছেন।

রাত দিন স্বামীর খেদমতে নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন তিনি। কখনও মাথায় পানি দেন। কখনও হাত-পা দাবিয়ে দেন। কখনও বা নানাবিধ সান্ত্বনামূলক কথা বলে স্বামীকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করেন। ভাবখানা এমন, এ অসুস্থতা তাকে যেন স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশের এক বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে।

স্ত্রীর আন্তরিক সেবায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ভীষণ খুশি। সীমাহীন আনন্দিত। তাই রোগের কারণে প্রচুর কষ্ট হলেও স্ত্রীর নিখাদ ভালবাসা ও ভক্তি মিশ্রিত খেদমতের কারণে এরই মাঝে তিনি হৃদয়ে এক

www.smfoundationbd.com

পরম পুলক অনুভব করছেন। ভুলে যাচ্ছেন, দুঃখের বেদনা আর রোগের প্রচন্ড যন্ত্রণার কথা। একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এত বেশি কুরবানী ও এত বেশি কষ্ট স্বীকার করতে পারেন একথা ভেবে বারবার তিনি আশ্চর্য হন। বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। মনের অজান্তেই খোদার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করে বলতে থাকেন- "ওগো রাহমানুর রাহীম দয়াময় খোদা! তুমি আমার প্রিয়তমাকে উভয় জাহানে কামিয়াব কর। সুখ-সমৃদ্ধি দান কর। সফলতার সোনার হরিণকে তার নাগালে এনে দাও।

দিন যতই যাচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর অবস্থা ততই খারাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সাথে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর চিন্তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। শত চেষ্টা করেও স্বামীকে তিনি কিছুই খাওয়াতে পারছেন না। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মাছ খেতে চাইলে স্ত্রীর মনে আশার প্রদীপ নতুন করে জ্বলে উঠল। কিন্তু মরুভূমির দেশে মাছ পাওয়াও তো এক দুষ্কর ব্যাপার। যেখানে বালি আর বালি। ধুঁ ধুঁ মরু-সীমানা চলে গেছে দিক চক্রবাল ছাড়িয়ে, সেখানে মাছ পাওয়া তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব সঙ্গত কারণেই তার জ্বলে উঠা আশা, দপ করে নিভে যাওয়ার উপক্রম হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর স্ত্রী অনেক চিন্তা করলেন। মনে মনে বললেন, এখন আমাকে নিরাশ হলে চলবে না। যতই কষ্ট হোক না কেন, স্বামীর মনের আশাকে পূর্ণ করতেই হবে। পথ যত দুর্গমই হোক না কেন, মাছ আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

তিনি এ সংকল্পকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বন্ধু মহল ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট স্বামীর তামান্নার কথা জানালেন। বললেন, আপনারা আমার স্বামীর জন্য যেখান থেকে পারেন, মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন। যতক্ষণ না আমি তাকে মাছ খাওয়াতে পারব, ততক্ষণ আমার অশান্ত মন শান্ত হবে না। সুতরাং দয়া করে আপনারা এখনই মাছের খোঁজে বেরিয়ে পড়ুন। আমার বিশ্বাস, আপনারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে মাছের ব্যবস্থা হয়েই যাবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর বন্ধু মহল মাছের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। যেসব এলাকায় মাছ পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে,

www.smfoundationbd.com

সেসব স্থানে তারা চলে গেলেন। অবশেষে বহু চেষ্টা-তদবীরের পর একটি মাছ পাওয়া গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর স্ত্রী মাছ দেখে মহাখুশি। স্বামীর আশা পূর্ণ করতে পারবেন মনে করে তার খুশি যেন আর ধরে না। তিনি মাছটি আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। মনের সকল মাধুরী আর গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে অত্যন্ত সুস্বাদু করে মাছটি রান্না করলেন।

রান্নাকৃত মাছের সুঘ্রাণে সারা বাড়ি মৌ মৌ করতে লাগল। গোটা গৃহ সুবাসিত হয়ে উঠল। ওহ! সে কি সৌরভ! মাছটি খেতে যে কত মজা লাগবে, তা ঘ্রাণ থেকেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কে আজ বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। তার স্ত্রী আরও বেশি উৎফুল্লিত। কেননা আজ কত দিন পর প্রিয়তম স্বামী খানা সামনে নিয়ে খেতে বসছেন, তার হিসাব ক'জনে জানে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) স্বহস্তে খাওয়ারই ইরাদা করেছেন। তিনি সামান্য একটু মাছ হাতে নিয়ে মুখে দিবেন, ঠিক এমন সময় তার কানে এক ক্ষুধার্তের করুণ আহাজারি ভেসে এলো-

"মা! বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। দীর্ঘ সময় যাবত অভুক্ত। খাওয়ার কিছু আছে কি? সামান্য খাবার পেলে ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারতাম।"

ভিক্ষুকের করুণ কণ্ঠস্বর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর অন্তরকে তোলপাড় করে তুলল নিদারুণভাবে। ক্ষণকাল নিশ্চুপ থাকার পর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার আঁখিদ্বয় হতে কয়েক ফোটা বেদনার অশ্রু দুগন্ড বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। পাশে উপবিষ্ট স্ত্রী বিস্ময় বিহবলে এ দৃশ্য অবলোকন করলেন। এ মুহূর্তে কারও মুখেই কোনো ভাষা নেই।

ক্ষণকাল পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অশ্রু ছল ছল নয়নে আস্ত মাছটি ভিখারীর হাতে তুলে দিলেন। মুখে বললেন, নাও বাবা! এ সামান্য খাবারটুকু গ্রহণ কর। তুমি হয়ত আমার চেয়েও বেশি কষ্টে আছ।

স্বামীর এ কান্ড দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ক্ষণকাল থ' মেরে তাকিয়ে রইলেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও এর স্ত্রী। ভাবখানা এমন, যেন বিশাল আকাশ তার মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। রাগে ক্রোধে আর ক্ষোভের প্রচন্ডতায় অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন তিনি। এ মুহূর্তে তিনি কি করবেন, কি বলবেন

www.smfoundationbd.com

কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর মর্যাদার কথা ভেবে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর দরদ মাখা কণ্ঠে শুধু এতটুকু বললেন-

প্রিয়তম স্বামী আমার! মিসকিনকে দেওয়ার মতো অনেক খাবারই ঘরে ছিল। কিন্তু সেগুলো না দিয়ে বহু কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত মাছটি আপনি দিয়ে দিলেন? এ থেকে সামান্য একটু খেলেও তো মনটাকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। কতদিন হলো মুখে কিছুই দিচ্ছেন না। ভেবেছিলাম, আজ একটু খাবেন। কিন্তু হায়..... আমার আশা আশাই রয়ে গেল। পূরণ হলো না।

এতক্ষণে ইবনে ওমর (রা.) মুখ খুললেন। স্ত্রীর কাছ থেকে এরকম কিছু আগেই তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- প্রেমাস্পদ আমার! একি বলছ তুমি? তুমি কি আল্লাহর হাবীব রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শোননি? তিনি বলেছেন-

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও ভাল না বাসে।

এবার তুমিই বল, আমার নিজের জন্য যা পছন্দ করলাম, যা কামনা করলাম, তা যদি অপর মুসলমানের জন্য পছন্দ না করি, কামনা না করি, তাহলে কি আমি প্রকৃত ঈমানদার হতে পারব? পারব কি খাঁটি মুমিন হতে? সুতরাং আমার পছন্দসই মাছটি অপরকে দিয়ে দেওয়ায় আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমি তো মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাজারো হাদীসের মধ্যে একটি হাদীস অনুসরণের চেষ্টা করলাম মাত্র।

সম্মানিত মুসলিম ভাইগণ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীস এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণ করে আমরাও যদি মুসলমান ভাইদের সাথে অনুরূপ আচরণ করি অর্থাৎ নিজের জন্য যা পছন্দ করি অন্যের জন্যেও ঠিক তাই পছন্দ করি, তবে কি আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতো না? আমাদের ঐক্যের ভিত কি আর মজবুত হতো না? যদি হয়, তবে এজন্য আজই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি? আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন। আমীন।[১] ❐

১. সূত্রঃ চমৎকার ঘটনাবলী

www.smfoundationbd.com

ত্যাগ ও কুরবানির বিস্ময়কর প্রতিদান

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত রবী ইবনে সুলাইমান (রা.)। তিনি বলেন, একদা আমি হজ্জের সফরে যাত্রা করি। সঙ্গে ছিল আমার আপন ভাই ও অপরাপর লোকের একটি দল। কয়েকদিন চলার পর আমরা কুফা নগরে পৌঁছি এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করার জন্য শহরে বেরিয়ে পড়ি। বাজারে ঘোরাফেরার সময় হঠাৎ দেখলাম, অদূরেই একটি মরা গাধা পড়ে আছে এবং জীর্ণ শীর্ণ ও ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিহিতা এক মহিলা ছুরি দিয়ে সেই গাধার গোশত কেটে কেটে থলের মধ্যে রাখছে।

এদৃশ্য অবলোকন করে আমার মনে সন্দেহ হলো। ভাবলাম, নিশ্চয় এর কারণ আছে। সাথে সাথে আমি এও চিন্তা করলাম যে, মেয়েটি হয়ত গাধার গোশত রান্না করে বাজারে বিক্রি করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা কিছুতেই উচিত হবে না।

এসব চিন্তা করে আমি গোপনে তার পিছু নিলাম। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে মহিলা একটি ঘরের সামনে পৌঁছে দরজায় করাঘাত করে। সাথে সাথে চারটি মেয়ে দৌড়ে এসে দরজা খুলে দেয়। মহিলা গোশতের থলেটি মেয়েদের সামনে রেখে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, এগুলো পাকিয়ে খেয়ে দেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় কর। তার হাতেই সবকিছু। রিজকের মালিক একমাত্র তিনিই। মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মেয়েগুলো রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি গোপনে সব কিছুই লক্ষ্য করছি। কিন্তু এদিকে আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি দরজায় আওয়াজ দিয়ে চিৎকার করে বললাম-

হে আল্লাহর বান্দিরা! তোমরা অনুগ্রহ করে এ গোশতগুলো খেয়ো না।

ভিতর থেকে মহিলা বলল, কে আপনি?

ঃ আমি একজন বিদেশী মুসাফির।

ঃ হে পরদেশী! আপনি আমাদের নিকট কি চান? আমরা নিজেরাই আজ তিন বৎসর যাবত ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার, আমাদের খোঁজ নেওয়ার মতো কেউ নেই। আমাদের কাছে আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। সুতরাং এজন্য আমরা আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

www.smfoundationbd.com

আমি বললাম, আমি আপনাদের নিকট কিছু চাইতে আসিনি। তবে একটি কথা বলতে চাই যে, আমার জানা মতে, অগ্নি উপাসকদের একটি দল ব্যতীত আর কোনো ধর্মের লোকদেরই মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়।

আমার কথায় মহিলাটি লজ্জা পেয়ে গেল। সে সলজ্জ কণ্ঠে বলল, জনাব! আমরা সৈয়দ বংশের লোক। এই মেয়েদের পিতা বড় আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও শরীফ লোক ছিলেন। তাই সৈয়দ বংশীয় ছেলের হাতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি আর পাননি। হঠাৎ করেই তার জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। তিনি যেসব সহায় সম্পত্তি রেখে গেছেন, এতদিনে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, মরা গাধার গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কি করি বাবা! আমরা যে আজ চার দিন যাবত না খেয়ে আছি।

কথাগুলো বলতে বলতে মহিলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। চোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় বেয়ে পড়তে লাগল বেদনার অশ্রু। মনে হলো অতীতের অনেক স্মৃতি যেন একত্রে ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়।

মহিলার করুণ কাহিনী শুনে আমার চোখেও অশ্রু প্লাবন শুরু হলো। আমার মনে তখন চিন্তার ঝড় বইছে। ভাবলাম, হায়! নবী বংশের মেয়েদের এ দুরবস্থা! ক্ষুধার তাড়নায় পিষ্ঠ হয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে আজ তারা মরা গাধার গোশত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের পরনে আজ ছেঁড়া-ফাটা কাপড়। এ করুণা অবস্থা দেখার পরও যদি তাদের সাহায্য না করি, তবে আমার মানবতা আর রইল কোথায়? হাশরের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, তবে আমি কী জবাব দিব। এ দৃশ্য অবলোকন করার পর একমাত্র হতভাগারাই তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকতে পারবে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার দেহ প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। শরীরের পশমগুলো খাড়া হয়ে গেল। হৃদয়ে শুরু হলো প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়। এ মুহূর্তে সেখানে সামান্য সময় অবস্থান করাও আমার জন্য দুষ্কর হয়ে উঠল। সুতরাং আমি কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে সেখান থেকে কাফেলার নিকট চলে আসি। তারপর আপন ভাই ও কাফেলার

www.smfoundationbd.com

লোকদের একত্র করে বলি, আমার আর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আপনারা চলে যান।

কাফেলার লোকজন আমার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। আমার ভাইসহ সবাই বিভিন্ন উপায়ে আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছাই জয়ী হলো। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তারা আমাকে রেখেই মক্কার পথে রওয়ানা দিল।

আমার কাছে নগদ নয়শ দিরহাম ছিল। কাফেলার লোকজন চলে যাওয়ার পর আমি বাজারে গিয়ে একশ দিরহামের আটা এবং একশ দিরহামের কাপড় ক্রয় করি। অতঃপর আরও পাঁচশত দিরহাম আটার বস্তায় রেখে সব ছামানপত্র মাথায় করে ঐ মহিলার গৃহাভিমুখে যাত্রা করি।

সেখানে পৌঁছে দরজায় নক করি। পরক্ষণে দরজা খুলে যায়। অতঃপর মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আমি বিনীতভাবে যাবতীয় সামানাদি তার হাতে তুলে দেই। এগুলো পেয়ে সে যারপর নাই আনন্দিত হয়। সে সাথে সাথে দু'হাত তুলে মুনাজাত করে-

হে আল্লাহ! তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। তুমি রহীম, রাহমান, সর্বশক্তিমান। ওগো মেহেরবান খোদা! তুমি অনুগ্রহ করে এ বান্দার সকল গোনাহ মাফ করে দাও। তাকে তুমি জান্নাত নসীব কর এবং তার দানের পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান কর।

মহিলার দোয়া সমাপ্ত হওয়ার পর মেয়েরাও আমার জন্য দোয়া করল। বড় মেয়ে বলল-

আল্লাহপাক আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করুন এবং আপনার যাবতীয় পাপ মার্জনা করুন।

দ্বিতীয় মেয়ে বলল, আপনি আমাদের যা দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে অনেক গুণ বেশি দান করুন।

তৃতীয় মেয়ে বলল, আল্লাহ পাক আপনাকে আমাদের দাদামহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাশর নসীব করুন।

চতুর্থ মেয়ে বলল, হে আল্লাহ! যে আমাদের প্রতি ইহসান করল তাকে তুমি অতি দ্রুত প্রতিদান দাও এবং তার সকল গুনাহ মাফ করে দাও।

ভদ্র মহিলা ও তার মেয়েদের দোয়া নিয়ে আমি কিছুদিন কুফা নগরীতে অবস্থান করলাম এবং প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের অপেক্ষায় থাকলাম।

www.smfoundationbd.com

এক সময় হাজীদের দল ফিরে আসে। আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের স্বাগত জানালাম। বললাম, আল্লাহ আপনাদের হজ্ব কবুল করুন। উত্তম প্রতিদান নসীব করুন এবং আমার মতো বঞ্চিত লোকদের জন্যও আপনাদের দোয়া কবুল করুন।

আমার শেষোক্ত কথাটি শুনে সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনার কথা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজেকে আপনি বঞ্চিত বলছেন কেন?

আমি বললাম, হজ্ব যখন করা হলো না, তখন নিজেকে বঞ্চিত না বলে কি আর বলি?

তারা বলল, বড়ই আশ্চর্যের কথা! আপনি হজ্ব করেননি, একথা কিভাবে বলতে পারলেন? আপনি কি আমাদের সাথে আরাফাতে ছিলেন না? আমরা কি আপনার সাথে তওয়াফ করিনি? এক সাথে শয়তানকে কংকর মারিনি? তাদের এসব কথা শুনে শুধু হতভম্ব হওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

দুদিন পর পরিচিত হাজীদের আরেকটি দল কুফায় আগমন করে। আমি দোয়া নেওয়ার জন্য তাদের সাথেও সাক্ষাত করি। বলি, ভাই! আমার মতো বঞ্চিতদের জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। তারা বলল, বঞ্চিত কেন? আরাফাতের ময়দানে তো আমরা আপনাকে অতি নিকটে থেকে দেখেছি। মুজদালাফায় তো আপনি আমাদের সাথেই ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এসে দৃঢ়তার সাথে বলল, কি ভাই! হজ্বের কথা অস্বীকার করছেন কেন? আপনি তো আমাদের সাথে মদীনায় ছিলেন। উপরন্তু যখন আমরা রওজায়ে আতহার জেয়ারত করে 'বাবে জিব্রাঈল' দিয়ে বের হচ্ছিলাম, তখন অত্যধিক ভিড় হওয়াতে আপনি আমার নিকট আমানত স্বরূপ এই থলেটি রেখেছিলেন। এই নিন আপনার থলে। এতদিন আপনার আমানত ফেরত দিতে পারিনি ফলে বড় অস্বস্তিতে ছিলাম।

আমি থলেটি হাতে নিয়ে আরও অবাক হলাম। দেখলাম থলের গায়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখা আছে-

"যে আমার সাথে লেনদেন করে সে লাভবান হয়।"

www.smfoundationbd.com

রবী (র.) বলেন, কসম আল্লাহর! বাড়ি ফিরে এশার নামাজ ও অজীফা আদায় করার পর আমি ভীষণ চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাই। ভাবি, ঘটনা কি? রহস্য কি? কিছুই তো বুঝতে পালাম না। অবশেষে এক সময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

একটু পর স্বপ্নে দেখি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে উপস্থিত। আমি তার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর চেহারা দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে পরম ভক্তির সাথে তাকে সালাম দেই এবং তার পবিত্র হস্ত মোবারকে চুমো খাই। তিনি মুচকী হেসে সালামের জবাব দিয়ে বলেন, হে রবী! তুমি যে হজ্ব করেছ এর উপর আমি আর কত সাক্ষ্য রাখব? তোমার কি এখনো বিশ্বাস হয় না? এবার রহস্য শোন-

'তুমি যখন আমার বংশের এক গরিব মহিলাকে সর্বস্ব দান করে বহু দিনের লালিত স্বপ্ন হজ্ব করার ইরাদাকে পরিত্যাগ করেছ, তখন আমি আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করেছিলাম, তিনি যেন তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং সাথে সাথে একজন ফেরেশতাকে হুকুম করেছেন, সে যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিবছর তোমার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে। আর দুনিয়াবী প্রতিদান হলো, তোমার ঐ সাতশ দিরহামের বদলে আল্লাহপাক তোমাকে সাতশত স্বর্ণমুদ্রা দান করেছেন।'

হযরত রবী (র.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে উঠে সত্য সত্যই আমি একটি থলে দেখতে পাই যাতে সাতশত স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে যে দান করা হয়, তার প্রতিদান কেবল আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। উপরন্তু সে দান যদি ত্যাগ ও কুরবানির সাথে হয় তবে তার প্রতিদানের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আসুন, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আজ থেকেই পাক্কা ইরাদা করি-

গরিব, এতিম, বিধবা, দুঃস্থ, অসহায় লোকদের পাশে দাঁড়াব। সাধ্যমত তাদের সাহায্য সহযোগিতা করব। সেবা করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।[১] ❐

১. সূত্র ঃ ফাযায়েলে হজ্ব - পৃঃ ২১৩

www.smfoundationbd.com

এরই নাম শিষ্টাচার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে পবিত্র কুরআনে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ উম্মত মানুষকে সত্য, সুন্দর ও ভাল কাজের দিকে আহবান করবে এবং খারাপ, অসুন্দর ও গর্হিত কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সুতরাং আপন শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে এ দুটি কাজ করতেই হবে। এটি তাদের অপরিহার্য দায়িত্ব বটে।

তবে এক্ষেত্রে একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করার সময় কারও ইজ্জতের উপর যেন সামান্যতম আঘাত না আসে। কারও সম্মানের যেন হানি না হয়। নতুবা পুণ্যের পরিবর্তে পাপের আশংকাই হবে অধিক।

মুসলমানদের মান ও ইজ্জত অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এজন্যেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের আয়েব প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ পাক তার আয়েবও প্রকাশ করে দেন। এমনকি ঘরে বসিয়ে তাকে বেইজ্জত করেন।-(ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে দেখেও তার সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ পাক ঐ দিন তার সাহায্য করবেন না যে দিন সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে।

মোট কথা মুসলমানদের ইজ্জত নষ্ট করে কিংবা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়ে অসৎ ও অন্যায় কর্ম থেকে ফেরানোর দায়িত্ব পালন করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে উদ্দেশ্যও সফল হয় এবং ইজ্জতেও কোনো প্রকার আঘাত না আসে। নিম্নে ইতিহাসের সোনালী পাতা থেকে এধরনেরই একটি ছোট্ট ঘটনা পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি।

www.smfoundationbd.com

নবী পরিবারের দুই দুলাল। হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা.)। একদিন কি এক কাজে দু'ভাই একত্রে রাস্তা ধরে হাটছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ হাটার পর তারা দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি অজু করছে, কিন্তু তার অজু উত্তমরূপে হচ্ছে না। এভাবে অজু করে নামাজ পড়লে নামাজ তো হবেই না, বরং উল্টো আরও গুনাহ হবে।

লোকটির বয়স তাদের চেয়ে অনেক বেশি। এমতাবস্থায় তারা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, যদি আমরা বলি, চাচা! আপনার অজু হয়নি, ভাল করে অজু করুন, তবে তিনি নিশ্চয় লজ্জা পাবেন। মনে মনে হয়ত কষ্টও অনুভব করবেন। এখন তাহলে কি করা যায়? কি উপায় অবলম্বন করলে লোকটিকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে সম্মানজনকভাবে সঠিক অজু শিক্ষা দেওয়া যায়, এ নিয়ে তারা খানিক চিন্তা করলেন।

তারপর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে, আমরা প্রত্যেকেই লোকটির কাছে গিয়ে দাবী করব যে, আমি তার চেয়ে বেশী সুন্দর করে অজু করতে পারি।

অতঃপর আমরা তার নিকট এ আবেদন রাখব যে, চাচাজান! অনুগ্রহ করে আমাদের প্রত্যেকের অজুটা একটু দেখে নিন। তারপর আপনি ফায়সালা দিবেন যে, কার অজুটি বেশি সুন্দর হয়েছে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'ভাই তা-ই করলেন যা ইতিপূর্বে পরামর্শ করেছিলেন। উভয়ে অজু শেষ করে লোকটিকে বললেন, চাচাজান! এবার আপনিই সিদ্ধান্ত দিন, কার অজু বেশি সুন্দর হয়েছে।

হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা.) অজু করার সময় লোকটি অবাক হয়ে তাদের অজু দেখছিল। সে মনে মনে ভাবল, যাই হোক, তাদের ঝগড়ার মধ্য দিয়ে আমি সঠিক অজু শিখে নিলাম। কিন্তু সে জানত না যে, তাকে শিখানোর জন্যই তাদের এই সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা- ঝগড়ার মহড়া।

লোকটি বলল, তোমাদের উভয়ের অজুই চমৎকার হয়েছে। তোমরা খুব ভাল অজু করতে পার। তোমাদের প্রত্যেকের অজু এমন সুন্দর ও একই ধরনের হয়েছে যে, কাউকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা ছোট

www.smfoundationbd.com

হলে কি হবে, আমিও তোমাদের অজু থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। একথা বলে লোকটি চলে গেল।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মৃত্যু পর্যন্ত বড়দের ইজ্জত-সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত সাহাবায়ে কেরামকে যে অনুপম চরিত্র দান করেছিলেন তা আমাদেরকে এনায়েত করুন।

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! যদি আমাদের সকলের মাঝে এ সুন্দর অভ্যাস গড়ে উঠত, সবাই যদি আমরা একে অপরের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতাম, কাজকর্ম করতাম, তবে পৃথিবীর পরিবেশ কি আরেকটু সুন্দর হতো না? শান্তির সোনার হরিণ কি আমাদের হাতে ধরা পড়ত না? অবশ্যই পড়ত। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের বুঝার তাওফীক দাও।[১] ❐

স্মরণীয় বাণী

☞ আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতা সুলভ আচরণ এদেশের আলেম সমাজের জন্য জাতি হত্যারই নামান্তর।

- আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

☞ যখন আমার থেকে কোন গোনাহের কাজ প্রকাশ পায়, তখন আমি আমার গাধা ও চাকরের স্বভাবের মধ্যেও সে গোনাহের একটা প্রভাব লক্ষ্য করি। তা হচ্ছে, তারা আমার সাথে অবাধ্যতা প্রকাশ করতে থাকে।

- হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (র.)

১. নফহাতুল আদব

www.smfoundationbd.com

হালাল খাবারের আশ্চর্য গুণ

কাবুলের গভর্ণর আমীর আব্দুর রহমান। একদা তার দাদা বাদশাহ দোস্ত মুহাম্মাদ বৈরী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হন। এমতাবস্থায় তিনি বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রতিহত ও সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য আপন পুত্রের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

আজ কদিন ধরে তুমুল লড়াই চলছে। জয় পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উভয় পক্ষই পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে ছাড়বার পাত্র নয়। বাদশাহ দোস্ত মোহাম্মদ চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে আপন মহলে পায়চারী করছেন। ময়দান থেকে বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত আসবে, এ আশায় তিনি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো খবর আসছে না।

বাদশাহের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সময়ের তালে তালে তার উদ্বেগ-পেরেশানীও যেন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব কিছুর বদলে বিজয়ের শুভ সংবাদটাই যেন তার নিকট এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন দিন হলো লড়াই শুরু হয়েছে। যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য বাদশাহ মহল থেকে বের হয়ে একটু সামনে অগ্রসর হয়েছেন। হঠাৎ দ্রুত ধাবমান এক অশ্বারোহী দূত নজরে পড়লো। সে বাদশাহের কাছাকাছি এসে বড়ই হতাশাব্যাঞ্জক স্বরে বলল-

বাদশাহ মহোদয়! শাহজাদার পরাজয় অত্যাসন্ন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে পিছু হঠছেন। পিছনে পিছনে ধাওয়া করে শত্রু বাহিনী এগিয়ে আসছে। তাদেরকে রুখে দাঁড়ানোর সাধ্য যেন কারো নেই।

এ সংবাদে বাদশাহ দারুন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি ও পুত্রের অক্ষমতার স্মৃতি তার হৃদয়মনকে ব্যথাতুর করে তুলল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর আবেগ ভরা কণ্ঠে আর কথা ফুটে না। ভাবখানা এমন, দুঃখে, ঘৃণায় তিনি যেন মাটিতে মিশতে পারলে বাঁচেন। অবশেষে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ওষ্ঠাধর কামড়াতে কামড়াতে বাসায় ফিরলেন।

এরূপ দুঃসংবাদের জন্য বাদশাহ একদম প্রস্তুত ছিলেন না। এ সংবাদে তার অন্তর নিদারুন নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এক পর্যায়ে তিনি

www.smfoundationbd.com

স্ত্রীর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ এ সংবাদ সত্য নয়। সম্পূর্ণ মিথ্যে।

বাদশাহ বললেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট কি মিথ্যে হতে পারে? তারা কি কখনো ভুল সংবাদ দেয়? এরূপ কথা তো জীবনেও কোনো দিন শুনিনি। তুমি কী বলতে চাচ্ছ? কিছুই আমার বুঝে আসছে না।

'হ্যাঁ, আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আপনার গোয়েন্দা রিপোর্ট শুধু অবাস্তবই নয়, ভিত্তিহীনও বটে। আমার পুত্র যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাদপসারণ করবে, পিছু হঠবে এ হতেই পারে না। এ এক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব কথা! অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বাদশাহের স্ত্রী কথাগুলো বলে শেষ করল।

কিন্তু স্ত্রীর কথা বাদশাহের মোটেও বিশ্বাস হলো না। তিনি তার কথায় কর্ণপাত না করে মহল থেকে বাইরে চলে এলেন। তার অস্থিরতা কমছেনা কোনোভাবেই। পরবর্তী খবরের জন্য অধীর আগ্রহের অপেক্ষা করছেন তিনি।

তখন রাত্রি প্রায় ভোর। এদিক ওদিক দু'একটি পাখির কল-কাকলী মৌনী রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। সুষুপ্ত ধরণীবক্ষে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে প্রাণ চাঞ্চল্য, কর্ম প্রেরণা ও সজীবতা। এমন সময় তার ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রমাণিত করে পুনরায় সংবাদ এলো, আগের দিনের সংবাদ সঠিক ছিল না। শাহজাদা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

নতুন সংবাদ শুনে এক অনির্বচনীয় আনন্দে বাদশাহের অন্তর ভরে উঠল। এক মুহূর্তে সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ ধুয়ে মুছে কোথায় যেন উড়ে গেল। মনে হলো, কে যেন তাকে দোযখের অন্ধকার হতে টেনে তুলে বেহেশতের আলোর সন্ধানে নিয়ে যাচ্ছে। কে যেন মুক্তির মধুর আহবান কর্ণকুহরে ঢুকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার অন্তর সঞ্জীবনী সুধায় ভরে দিচ্ছে। আজ সমগ্র বিশ্ব সংসার হঠাৎ এক নতুন মনোহর রূপ ধারণ করে তার দু'নয়ন যেন ধন্য করছে। এ সংবাদ বাদশাহের স্ত্রীকে শুনানো হলে তিনিও আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে সিজদাবনত হলেন।

প্রিয় পাঠক! ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী অংশটুকু আরো চমকপ্রদ ও শিক্ষনীয়। তাহলে চলুন শিক্ষা গ্রহণ ও আমলের সুতীব্র বাসনা নিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হই।

www.smfoundationbd.com

বেগমের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পর বাদশাহের মনে বড় কৌতুহল দেখা দিল। তিনি ভাবলেন, একজন মহিলা কিভাবে এতটা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারল যে, তার পুত্র পিছু হটেনি, হটতে পারে না। সে তো কোনো নবী রাসূল নন যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাকে সঠিক সংবাদ জানিয়ে দিবেন। তাহলে ঘটনা কি? রহস্য কি? যে করেই হোক এই রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে। এর মর্ম আমাকে জানতেই হবে।

বাদশাহ বেগমের কাছে বসে বললেন, বেগম সাহেবা! তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে যে, শাহজাদা পরাজয় বরণ করেনি। তোমার নিকট এমন কি প্রমাণ ছিল, যদ্বারা এতটা মজবুতির সাথে তুমি উক্ত দাবি করতে পেরেছ এবং আমার দক্ষ গোয়েন্দার রিপোর্টকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছ?

বেগম বললেন, ব্যাপার আসলে তেমন কিছুই নয়। তবে এতটুকু-যে, মহান রাব্বুল আলামীন আমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনি যা জানতে চেয়েছেন তা একটা গোপন রহস্যের ব্যাপার। যা আমি কখনো প্রকাশ করিনি এবং এখনো প্রকাশ করতে চাইনা। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাদশাহ বললেন, বেগম! রহস্য যত গোপনই হোক না কেন, আমার কাছে তা বলতেই হবে। এ আমার কৌতুহল। তুমি যতক্ষণ এ ব্যাপারে আমার নিকট খুলে খুলে বর্ণনা না দিবে ততক্ষণ আমার অন্তর স্থির হবে না। সুতরাং দেরী না করে বলে ফেল।

বেগম সাহেবা এ বিষয়টিকে বিভিন্ন উপায়ে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাদশাহ এ ব্যাপারে নাছোরবান্দা। ফলে বেগমকে অবশেষে সবকিছু খুলে বলতেই হলো। তিনি বললেন-

এই ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে, তখন থেকেই আমি একটি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি। তাহলো, আমার পেটে কোনো হারাম তো দূরের কথা, কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারও যেন না যায়। কারণ আমার জানা ছিল যে, হালাল খাবার দ্বারা উত্তম চরিত্র গঠন হয়। আর হারাম খাবার দ্বারা চরিত্র ধ্বংস হয়। এই ছেলে আমার গর্ভে থাকাকালীন আমি এমন কোনো খাবার গ্রহণ করিনি, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তার চরিত্র ভাল হবে। আখলাক সুন্দর হবে। আর উত্তম

www.smfoundationbd.com

চরিত্রের দাবি হলো যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করা, পিছু হঠা নয়।

অপর দিকে অসৎ চরিত্রের লক্ষণ হলো, যুদ্ধের ময়দানে অবস্থা বেগতিক দেখলে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে আসা, পশ্চাদপসরণ করা, শাহাদাত বরণ নয়। তাই আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শাহজাদা শহীদ হয়ে যেতে পারে, শত্রু পক্ষের অস্ত্রের আঘাতে খন্ড-বিখন্ড হতে পারে, কিন্তু পিছু হঠতে পারে না।

শুধু তাই নয়, শাহজাদার জন্মের পর থেকে আজও পর্যন্ত আমি কোনো সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করিনি। যাতে আমার স্তনের দুধ তার দেহে কোনো ধরনের বিরুপ প্রভাব ফেলতে না পারে। তাছাড়া যখন আমি তাকে দুধ পান করাতাম, তখন অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিতাম। যেন তার আখলাক চরিত্র খুবই উন্নত হয়। এজন্যই আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার গোয়েন্দার রিপোর্টকে মিথ্যে বলতে পেরেছি।

মুহতারাম বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করে দেখুন, আলোচ্য ঘটনাটি কতই না শিক্ষামূলক। অনেক মায়েরা সন্তানের চরিত্রহীনতার অভিযোগ করেন, তার বদ আখলাকের কারণে কেঁদে কেটে মরেন, কিন্তু তারা জানে না যে, এজন্য মূলত তারাই দায়ী। যদি তারা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্ক হতেন, হারাম ও সন্দেহ যুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকতো, সন্তান গর্ভে ধারণ করে যাবতীয় অন্যায় কর্ম যেমন- গিবত, শেকায়েত, মিথ্যা, পরনিন্দা, ঝগড়া, ফ্যাসাদ গান-বাদ্য, পর্দাহীনতা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতেন, ইবাদতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতেন, তাহাজ্জুদ, আউয়াবিন, ইশরাকসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্ন সহকারে আদায় করত, জিকির আজকার, তিলাওয়াত নিয়মিত করত, তাহলে সন্তানের চরিত্রহীনতার ব্যাপারে অভিযোগ করার সুযোগ থাকত না-একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কেননা একজন আদর্শ মা-ই জন্ম দিতে পারে, নেককার পরহেযগার ও খোদাভীরু সন্তানের।

সকল মা বোনেরা যদি আলোচ্য ঘটনার শিক্ষণীয় দিকটি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন তবে কি পৃথিবীর পরিবেশটা অন্য রকম হতো না? সমাজে অসৎ লোকের সংখ্যা কম হতো না? সৎ, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো না? আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত মা বোনদের এ সহজ-সুন্দর-সত্য কথাটি বুঝে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন। ❐

www.smfoundationbd.com

সুন্নত অবমাননার নিষ্ঠুর পরিণতি

ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী বসরা। এরই সীমান্তে বাস করত বদমেজাজী স্বভাবের এক ব্যক্তি। তার মূল নাম যাই হোক না কেন, সকলের নিকট সে আবু সালামা নামেই পরিচিত। এ নামেই সে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আবু সালামা ছিল খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। সে নামাজ-রোজার ধারে কাছেও যেত না। উপরন্তু মাঝে মধ্যে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরানী সুন্নত নিয়েও উপহাস করত, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। সে মনে করত, বর্তমান এই প্রগতির যুগে সেই প্রাচীন যুগের সুন্নত আর চলবে না, চলতে পারে না। এজন্য সুন্নতের কথা শুনলেই তার গা জ্বালা শুরু হয়ে যেত। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সুন্নতের বিরুদ্ধে মুখে যা আসতো তাই অবলীলাক্রমে বলে ফেলতো। একটি বারের জন্যেও সে চিন্তা করতো না যে, সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে, সুন্নতের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করলে শুধু গুনাহ যে হয় তা-ই নয়, ঈমানও চলে যায়। এমনকি কখনো কখনো মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

একদিনের ঘটনা

আবু সালামা কোনো এক মজলিসে বসে আছে। এমন সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত- মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে সে বলে উঠল, খোদার কসম, আমি আমার পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোথাও মিসওয়াক ব্যবহার করব না। -(নাউযুবিল্লাহ) এ কথা বলে সত্যি-সত্যি সে একটি মিসওয়াক নিয়ে তার গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেয় এবং পুনরায় বের করে আনে।

এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সকলেই হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সাহস করে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে, আবু সালামা! একি করলে তুমি? নবীর সুন্নতের সাথে এমন বেয়াদবী! জানি, তুমি সুন্নতকে ভালবাস না, সুন্নতের কথা তুমি শুনতেই পার না। তাই বলে প্রকাশ্যে তুমি সুন্নতের এতবড় অবমাননা করতে পারবে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এক্ষুণি তুমি তওবা কর। খোদার দরবারে কেঁদে কেটে মাফ চাও। নইলে, সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয় যেদিন তোমাকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

www.smfoundationbd.com

আবু সালামা তাদের কথা মোটেও আমলে নিল না। উপরন্তু সে মুখ ভেংচিয়ে উদ্ধত ভাব নিয়ে বলল আরে, রাখ! তোমাদের এসব কথা। আমি এগুলোকে মোটেও ভয় পাই না। সামান্যতম পরওয়াও করি না। তোমরা দেখবে আমার কিছুই হবে না।

সুন্নতের সাথে এরূপ অশালীন আচরণ ও তার উদ্ধত্বপূর্ণ কথায় মজলিসের সকলেই তার উপর ক্ষুদ্ধ হল। তারা বিভিন্নভাবে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অবশেষে ভীষণ মনকষ্ট নিয়ে প্রত্যেকেই যার যার ঘরে ফিরল।

ঘটনার নয় মাস পরের কথা। একদিন আবু সালামার পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলো। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করে। দেখলে মনে হবে সে যেন অন্তসত্ত্বা, সন্তান সম্ভাবা। তার আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। চারদিকে লোকজন ভীড় জমিয়েছে। ডাক্তার-কবিরাজ বিরামহীন ভাবে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। এমনকি তারা ব্যথার কোনো কারণও উদঘাটন করতে পারছে না। ব্যথার প্রচন্ডতায় বারবার সে বেহুঁশ হয়ে পড়ছে।

নয় মাস পূর্বের ঘটনা যারা জানত, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রচন্ড ব্যথা ঐ মারাত্মক পাপেরই নির্মম পরিণতি। ঐ দিন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের সাথে যে বেয়াদবী করেছে এর ফলেই তার এই করুণ অবস্থা। কারণ যার কোনোদিন পেট ব্যথা হয়নি, তার কেন হঠাৎ করে এত বেশি পেট ব্যথা হবে যে, ডাক্তাররা ব্যথার কারণ পর্যন্ত উদঘাটন করতে সক্ষম হবে না?

ব্যথার দুঃসহ যন্ত্রণায় আবু সালামা বারবার কঁকিয়ে উঠছে। তার বিকট চিৎকার ধ্বনি ষাড়ের শব্দের ন্যায় শোনা যাচ্ছে। তার মর্মভেদী আর্তনাদ মর্ত্যের মাটি ছাড়িয়া আল্লাহর আরশ বুঝি কাঁপিয়ে তুলল। কিন্তু হায়! সময়ের তালে তালে ব্যথার মাত্রা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অভিজ্ঞ ডাক্তারদের কোনো ঔষধই কাজ করছে না। বরং প্রতিটি ঔষধই যেন তার পেটে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে এবং ব্যথার মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে ইঁদুরের ন্যায় একটি বাচ্চা প্রসব করে।

www.smfoundationbd.com

বাচ্চাটির চারটি পা। মাথাটা ঠিক মাছের মতো। দাঁতগুলো মুখের বাইরে চলে এসেছে। পিছনে ছিল একট লেজ। বিঘত পরিমাণ লম্বা। এর পিছনের অংশটুকু ছিল খরগোশের পশ্চাৎদেশ সদৃশ। অদ্ভুত ও ভয়ংকর আকৃতির এ বাচ্চাটি, বাইরে আসার সাথে সাথে বিকট স্বরে পরপর তিনটি আওয়াজ দেয়। অতঃপর আবু সালামার এক মেয়ে বাচ্চাটির মাথায় আঘাত করলে সেটি মারা যায়।

বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর দুদিন পর্যন্ত আবু সালামা বেঁচে ছিল। তৃতীয় দিনে সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর আগের দুদিন, বারবার সে বলত, এই বাচ্চাটি আমার নাড়িভূড়ি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমি আর বেশি সময় বাঁচবো না।

উক্ত ঘটনাটি সেখানকার উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণ স্বচক্ষে দেখেছেন। আর বাচ্চাটিকে কেউ দেখেছেন জীবিত থাকা অবস্থায় আর কেউ দেখেছেন মৃত্যুর পর।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) ইবনে খালকান (র.) এর বরাত দিয়ে তার বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়াননিহায়া' নামক গ্রন্থে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি সুন্নত উম্মতের জন্য হেদায়েত। তার সুন্নতকে বাদ দিয়ে কারো পক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ-অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দিবেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মুহাব্বত করল, সে আমাকে মুহাব্বত করল, আর যে আমাকে মুহাব্বত করল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত জীবনের সর্বস্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি সুন্নত বাস্তবায়ন করা।

আজকে যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে না, বরং উল্টো সুন্নতের উপর আমলকারী ব্যক্তিদের নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে বেড়ায়, দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক

www.smfoundationbd.com

নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তারা যেন আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সময় থাকতে সাবধান হয়ে যায়। কেননা খোদার পাকড়াও যেদিন শুরু হবে, সেদিন কিন্তু পালানোর কোনো পথ খোলা থাকবে না। সব চেয়ে বড় কথা হলো, যে নবীর শাফায়াত ছাড়া বেহেশতের আশা করা যায় না, সে নবীর সুন্নত ও নূরানী আদর্শকে পদদলিত করে, অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিভাবে মুক্তির আশা করা যায়? সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় নয় কি?

সম্মানিত ভাইগণ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মিসওয়াকের সুন্নতটিকে তেমন একটি গুরুত্ব দেই না। অথচ মিসওয়াকের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের এতবেশি কল্যাণ নিহিত আছে যা কল্পনাকেও হার মানায়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মিসওয়াক করে যে নামাজ পড়া হয়, সেই নামাজ মিসওয়াক বিহীন নামাজের উপর সত্তরগুণ বেশি মর্যাদা রাখে।১

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা আনে এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। হযরত জিবরাইল (আ.) আমার নিকট যখনই এসেছেন, তখনই আমাকে মিসওয়াকের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এতে আমার ভয় হলো যে, আমার এবং আমার উম্মতের উপর মিসওয়াক করা ফরজ হয়ে যায় কিনা। যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না করতাম, তবে আমি তাদের উপর মিসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম। আমি তো এত অধিক পরিমাণে মিসওয়াক করে থাকি, যাতে আমার মুখের অগ্রভাগ ছিলে যাওয়ার ভয় হতো।[২]

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মিসওয়াকের প্রতি বিশেষ যত্নবান হও। কারণ উহাতে দশটি উপকার নিহিত আছে। যথা (১) মুখ পরিস্কার করে (২) আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ (৩) শয়তানকে ক্রোধান্বিত করে (৪) আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় ফেরেশতাগণ মেসওয়াককারীকে ভালবাসেন। (৫) দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় (৬) কফ দূর করে (৭) মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে (৮) পিত্ত নষ্ট করে (৯) দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে (১০) মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

---

১. বাইহাকী, মেশকাত। ২. ইবনে মাজাহ পৃঃ ২৫

www.smfoundationbd.com

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, মিসওয়াকের ভিতর ৭০টি উপকার নিহিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুকালে কালেমা পড়া নসীব হয়।

হযরত আলী (রা.) বলেন, মিসওয়াক করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কফ দূর হয়।

মিসওয়াক সংক্রান্ত তিনটি স্মরণীয় ঘটনা

এক. একদা হযরত শিবলী (র.) এর অজুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হলো। তিনি মিসওয়াক তালাশ করলেন। কিন্তু পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি এক দিনার দিয়ে একটি মেসওয়াক ক্রয় করে ব্যবহার করলেন। তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত মেসওয়াক ত্যাগ করেননি।

উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ এক দিনারের পরিবর্তে একটি মিসওয়াক খরিদ করাকে অতিরিক্ত খরচ বলে মন্তব্য করলেন। একথা শুনে শিবলী (র.) বললেন-

পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছুর মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির ডানার মূল্যের সমানও নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক যদি হাশরের ময়দানে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, শিবলী! আমি তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম যার মূল্য আমার নিকট একটি মাছির ডানার মূল্যের সমানও নয়, উহা তুমি সুন্নতের উপর আমলের জন্য ব্যয় করলে না কেন? তখন আমি কি জবাব দিব?

ভাই! আমার তো মনে হয়, যদি বিক্রেতা তোমার নিকট মেসওয়াকের মূল্য, অর্ধ দিনারও চায়, তথাপি তুমি সে মূল্য দিয়ে আদৌ তা খরিদ করবে না, বরং মিসওয়াকের সুন্নত ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। এতদ্বসত্ত্বেও তুমি নিজেকে আল্লাহর দোস্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেক বলে দাবি কর। এটা কি প্রমাণহীন দাবি নয়?

দুই. বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী (র.) যা কিছু পড়তেন এবং মুখস্থ করতেন সবই ভুলে যেতেন। অনেক চেষ্টা করেও মনে রাখতে পারতেন না।

এক রাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জেয়ারত

www.smfoundationbd.com

করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা পড়ি, তার কিছুই মনে রাখতে পারি না।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে ইব্রাহীম! কয়েকটি জিনিসের উপর আমল করবে। (তাহলে তোমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে) কম খাবে। কম ঘুমাবে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবে। অধিক পরিমাণে নফল নামাজ আদায় করবে। প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে এবং প্রত্যেকবার অজুর সময় মিসওয়াক করবে।

হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী (র.) বলেন। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাতানো আমলগুলো পালন করতে শুরু করে দেই। ফলে আমার কেবল স্মরণ শক্তিই বৃদ্ধি পায়নি, অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সকলের মুরুব্বী বানিয়ে দিলেন।

তিন. একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক মারুজী (র.) এক যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। সেখানে কাফিরদের দুর্গ জয় করা কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। রাতের বেলায় তিনি চিন্তিত মন নিয়ে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে আব্দুল্লাহ! কি চিন্তা করছ?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের ঐ দুর্গটি জয় করতে পারছি না, তাই চিন্তিত আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অজুর সঙ্গে মিসওয়াক করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অজু করলেন এবং অন্যান্য মুসলিম সৈন্যকেও মিসওয়াক করার নির্দেশ দিলেন।

সকলেই মিসওয়াক সহকারে অজু করলেন। দুর্গের পাহারাদাররা পাহাড়ের উপর থেকে মুসলিম মুজাহিদগণকে মিসওয়াক করতে দেখল। এ দৃশ্য অবলোকন করে তারা ভাবল, এরা নিশ্চয়ই মানুষ খেকো হবে। তাই তারা দৌড়ে গিয়ে দুর্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বলল, আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছি, তারা বোধ হয় মানুষ নয়। বরং মানুষ খেকো

www.smfoundationbd.com

অন্য কোনো প্রাণী হবে। কারণ তারা সকলেই দাঁত ধার করছে। এতে বুঝা যায়, তারা যদি আমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তবে আমাদেরকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

আল্লাহ পাক সবকিছুই পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান। একটি সুন্নত মিসওয়াককে কেন্দ্র করে সত্যি সত্যিই তিনি সকল কাফেরের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা মুসলমানদের নিকট এ বলে দূত পাঠাল যে, তোমরা কি সম্পদ চাও, না প্রাণ চাও? জবাবে মুসলমানগণ বললেন, আমরা সম্পদ চাই না, প্রাণও চাই না, আমরা চাই তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর। তাহলে তোমরা উভয় জাহানে নাজাত পাবে। অতঃপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।[১]

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে মিসওয়াকের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।[২] ❐

স্মরণীয় বাণী

☞ গোনাহ করার পর চারটি কাজ এমন আছে যা গোনাহের চেয়েও জঘন্য।

১. গোনাহের কাজ করে মনে আনন্দ অনুভব করা।
২. অব্যাহত ভাবে গোনাহের কাজ করতে থাকা।
৪. গোনাহের কাজে গর্ববোধ করা।
৩. গোনাহকে ছোট মনে করা।

- হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব (র)

☞ যে ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা না করে, তার সামনে মারেফতের দ্বার কখনোই উন্মুক্ত হয় না।

- হযরত আল মুহাসেবী (র)

১. মাসউদী পৃঃ ১০৬। ২. আল বিদায়া ওয়ান্নেহায়া

www.smfoundationbd.com

জীবন পরিবর্তনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মালেক ইবনে দিনার (র.) ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের মহাসাধকদের একজন। তিনি ছিলেন হযরত হাসান বসরী (র.)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি। তার অভাবনীয় সুন্দর চেহারা সকলকেই আকর্ষণ করত। অঢেল ধনৈশ্বর্যের অধিকারীও ছিলেন তিনি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তার জীবনের প্রথম অংশটি ভাল অবস্থায় কাটেনি। তিনি সারাক্ষণ মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মদ ছাড়া একটি দিন অতিবাহিত করাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অত্যধিক মদ পান করে ঘন্টার পর ঘন্টা বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা ছিল তার প্রথম জীবনের নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা।

একজন এতবড় মদ্যপায়ী কিভাবে আল্লাহর অলী হলেন, কিভাবে জগদ্বিখ্যাত বুযুর্গ হলেন, তা জানতে কার না ইচ্ছে করে? কেন, কি কারণে তিনি অতীত জীবনের সমস্ত অপকর্ম থেকে তওবা করে সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, এ কথা জানার সাধ কার না আছে? তাহলে চলুন জীবন পরিবর্তনের এই বিস্ময়কর ঘটনাটি তার নিজের মুখ থেকেই শুনি। হয়তো বা তার জীবনের এ স্মরণীয় কাহিনী আমাদেরও উপকারে আসতে পারে।

হযরত মালেক ইবনে দিনার (র.) বলেন, আমি প্রথম জীবনে ট্যাক্স আদায়ের কাজ করতাম। তখন আমি মদ পানে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার মাদকাসক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল। রাতদিন সব সময় মদ পান করতাম। বিবাহের পর আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। মেয়েটিকে আমি যারপর নাই স্নেহ করতাম। তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্নেহ মমতাও বৃদ্ধি পেল। স্নেহের আতিশয্যে সর্বদা তাকে সঙ্গে রাখতাম। খুবই আদর যত্ন করতাম। কিছুটা বড় হওয়ার পর প্রায়ই সে আমার হাত থেকে শরাবের পাত্র ছিনিয়ে নিয়ে আমার গায়ে ঢেলে দিত। কিন্তু মায়া-মমতার আধিক্যের কারণে কিছুই তাকে বলতে পারতাম না।

হঠাৎ একদিন সেই মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার মৃত্যুতে আমার এধরায় বেঁচে থাকা বিষাদময় মনে হতে লাগল, বাধ্য হয়েই ধৈর্য

www.smfoundationbd.com

ধারণ করতে থাকলাম। তবুও মদ্যপান ও অন্যান্য অশ্লীলতাকে পরিত্যাগ করতে পারলাম না।

এক রাতের ঘটনা। রাতটি ছিল একই সাথে শবে বরাত ও জুমার রাত্রি। সেই পবিত্র রজনীতে ইবাদত তো দূরের কথা, এশার নামাজও আদায় করিনি। রাত গভীর হলে অত্যধিক পরিমাণ মদ্যপান করে বেহুঁশ হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। নিদ্রাভিভূত হওয়ার পর হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, মহা প্রতিশ্রুত কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। লোকজন দলে দলে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হচ্ছে। আমিও দৌড়ে গিয়ে তাদের সাথে শরিক হয়ে চলতে থাকলাম।

অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ কিসের এক শব্দ শুনে আমি পিছনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, এক বিরাট অজগর সাপ তার রাক্ষুসী মুখ বিস্তার করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি ভয় পেয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগলাম। সাপটিও আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। বারবার আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকি। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। পাগুলো সামনে চলতে চাচ্ছিল না। তথাপি জীবন বাঁচানোর তাগিদে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সামনে অগ্রসর হতে থাকি।

আমার সমস্ত শক্তি প্রায় শেষ। মনে হলো, এখনই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ব। ঠিক এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। লোকটির সমস্ত দেহ সুগন্ধিযুক্ত মনোরম পোষাকে আচ্ছাদিত। আমি তাকে সালাম দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। বললাম, অনুগ্রহ পূর্বক এ বিষধর সাপ থেকে আমাকে হেফাযত করুন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি অতিশয় দুর্বল। আমার তুলনায় সাপটি অনেক শক্তিশালী। তাকে প্রতিরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সামনে এগুতে থাক। হয়ত মুক্তির কোনো উপায় পেয়ে যাবে।

লোকটির কথায় এক বুক আশা নিয়ে আবারও চলতে লাগলাম। ভয়ে আমার চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। এরূপ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন বোধ হয় জীবনে কোনদিন হয়নি। কিছুদূর চলার পর সামনে একটি টিলা দেখে তাতে আরোহণ করলাম। দেখলাম, সেখানে জাহান্নামের ভয়াবহ

www.smfoundationbd.com

অবস্থা বিরাজ করছে। সুবিশাল এলাকা ব্যাপী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে উর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এ হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এদিকে সেই মানুষ খেঁকো সাপটি আরও দ্রুত আমার দিকে ধেয়ে আসছে। সকল বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ক্রমেই সে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। সেই টিলাতে কোনো আশ্রয় না পেয়ে নিরুপায় হয়ে আমি আবার ছুটাছুটি করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাত ঘটল।

আমি তার কাছে আবারও বড়ই মিনতি সহকারে সাহায্যের আবেদন জানালাম। কিন্তু এবারও সে দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে আপন অপারগতা প্রকাশ করল। বলল, আমি বড় কমজোর। তোমাকে সাহায্য করার কোনো শক্তি আমার নেই। তুমি ঐ পাহাড়ে যাও। সেখানে মুসলমানদের আমানত সংরক্ষিত আছে। যদি ভাগ্যক্রমে সেখানে তোমার কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে, তবে সেটা হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

আমি আবার দৌড়াতে শুরু করলাম। অদূরেই সেই পাহাড়টি অবস্থিত। আমি সেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ের অতি নিকটবর্তী হলে তথায় অনেকগুলো মনোরম গৃহ দেখতে পেলাম। গৃহের প্রতিটি দরজা স্বর্ণের তৈরি। তাতে মোতি ও ইয়াকুত পাথরের বিভিন্ন মনমুগ্ধকর নকশা খচিত রয়েছে।

দরজাসমূহের সামনে এক অত্যুজ্জল রেশমী পর্দা ঝুলছে। আমাকে দেখা মাত্রই জনৈক ফেরেশতা তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলল, পর্দা উঠিয়ে গৃহের দরজাগুলো খুলে দাও। সম্ভবতঃ এই বিপদগ্রস্থ লোকটির কোনো গচ্ছিত দ্রব্য এই গৃহে সংরক্ষিত আছে। এ মুহূর্তে তার এ দ্রব্যটি খুবই প্রয়োজন।

দরজা খোলার সাথে সাথে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক বালক-বালিকা তথা হতে বেরিয়ে আমার নিকট দৌড়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সেই অজগরটি আমার নিকটবর্তী হয়ে আমাকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে। এমন সময় একটি শিশু চিৎকার করে বলল, কি দুর্ভাগ্যের কথা! তোমরা সকলে এখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাপ যে তাকে ধরেই ফেলল।

www.smfoundationbd.com

তার চিৎকার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা এদিকে ছুটে এলো। তাদের মাঝে আমার সেই মৃত কন্যাটিও ছিল। সে আমাকে দেখামাত্র কেঁদে উঠে বলল, ইনিইতো আমার প্রাণপ্রিয় আব্বা। হায়! তিনি তো এখন মহা বিপদের সম্মুখীন। একথা বলতে বলতে সে তার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত চেপে ধরল এবং তার ডান হাত দ্বারা ঐ হিংস্র অজগরের গতিরোধ করল।

ইতিমধ্যে সেই অজগরটি অদৃশ্য হয়ে গেলে সে প্রথমে আমাকে সম্মানের সাথে হাত ধরে বসাল। তারপর আমার কোলে বসে দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ব্যথিত মনে বড়ই করুণ কণ্ঠে সূরা হাদীদের একটি আয়াতাংশ তেলাওয়াত করল। যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

"মুমিনদের জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি, যখন তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণ এবং তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্যবাণীতে ভীত প্রকম্পিত হয়ে বিগলিত হবে? -(সূরা হাদীদ ১৬)"

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তেলাওয়াতকৃত এই আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করে আমার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। ভাবলাম, সত্যিই তো! আমার জীবনের এক বিরাট অংশ মহান আল্লাহর বিরোধিতা করেই কেটে গেল। আমার সামনে যে বিরাট লম্বা সফর রয়েছে, সেই সফরের জন্য আমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি? এমতাবস্থায় তো আমার ভাগ্যে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত পেয়ে আমি তারই নাফরমানি করছি। এর চেয়ে বড় দুঃখজনক ও অকৃতজ্ঞতার কথা আর কি হতে পারে? যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে সকলের সামনে জিজ্ঞেস করে বসেন, মালেক! তুমি আমার প্রদত্ত নেয়ামতের কি হক আদায় করে এসেছ? তখন তো জবাব দেওয়ার মতো কোনো ভাষাই আমার থাকবে না। হায়! এখন আমার উপায় কি হবে?

এভাবে বেশ কয়েক মিনিট চিন্তা করার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার স্নেহের কন্যা! সেই অজগরটি আসলে কি ছিল? সেটি কেনই বা আমাকে দংশন করতে এগিয়ে এসেছিল?

সে বলল, উহা আপনার বদ আমলের ভয়াবহ রূপ। আপনি দিনের পর দিন উহাকে লালন পালন করে এতটাই শক্তিশালী করে ফেলেছেন যে, সে আপনাকে দোজখের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল।

www.smfoundationbd.com

অতঃপর সেই বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলল, উহা আপনার নেক আমলের শুভরূপ। আপনি উহাকে এত কমজোর ও দুর্বল করে রেখেছেন যে, সে আপনার বদ আমলের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারেনি। আমি তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তোমরা এই পাহাড়ে কি করো? সে বলল, আমরা মুসলমানদের ছেলে-মেয়ে। কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই পাহাড়ে থাকব এবং আপনাদের প্রতীক্ষায় আনন্দের প্রহর গুনবো। মৃত্যুর পর আপনারা এখানে আসলে, আপনাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে যথাসাধ্য সুপারিশ করব।

. এর কিছুক্ষণ পর আমার চক্ষু খুলে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নে দেখা সেই সাপের ভয়ে তখনও আমি কম্পিত ছিলাম। ভাবলাম, মহান আল্লাহ তা'আলা আমার জীবনের গতি পরিবর্তনের জন্যই দয়াপরবশ হয়ে এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সুতরাং আর দেরী করা যায় না। তাই আমি তৎক্ষণাত অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহের কথা স্মরণ করে খুবই অনুতপ্ত হয়ে কায়মনোবাক্যে খোদার দরবারে তওবা করলাম। মদপান থেকে শুরু করে যাবতীয় অন্যায় কর্ম-পরিত্যাগ করে দয়াময় আল্লাহর দিকে ধাবিত হলাম এবং একাগ্রচিত্তে তার ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করলাম।

প্রিয় পাঠক! আমাদের সমাজে মালেক বিন দিনারের মতো লোক অভাব আছে কি? আমাদের মাঝে কি এমন লোক নেই, যারা শুধু মদ্যপান কেন, আরও হাজারো অশ্লীল-অপকর্মে লিপ্ত আছেন? এমন লোকের সংখ্যাও তো বোধ হয় কম হবে না, যারা মুসলিম নামধারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, যাকাত দেয়নি, হজ্জের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেনি। দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ধন-সম্পদের বিশাল পাহাড় গড়ে তোলার জন্য এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, মৃত্যুর কথা, কবরের কথা, হাশরের কথা, জান্নাত-জাহান্নামের কথা একেবারেই ভুলে বসেছে।

খোদা না করুন, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি? যদি এমতাবস্থায় তাদের মৃত্যু এসে যায়, তবে তাদের অবস্থা কত করুণ হবে? কত কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে? কত যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট চোখ বুজে সহ্য করতে হবে?

www.smfoundationbd.com

আমার প্রাণের ভাইগণ! এখনো সময় আছে। সময় থাকতে সচেতন হউন। অতীতের সমস্ত অপরাধের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করুন। আল্লাহপাক রাহমান-গাফফার। অতি দয়ালু তিনি। আপনি সত্যিকার তওবা করতে পারলে তিনি আপনার গোটা জীবনের পাপরাশিকে মুহূর্তের মধ্যে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি পবিত্র কুরআনে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা (তোমরা উত্তমরূপে ক্ষমা চাইলে) তিনি তোমাদের সমস্ত গোনাহকে মাফ করে দিবেন। (মনে রেখ) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[১]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, হে বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাটি দিলে তওবা কর। হয়ত আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত।[২]

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে উল্লেখিত ঘটনা ও আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আজই সঠিক পথে ফিরে আসার তাওফীক নসীব করুন।

সম্মানিত পাঠক! যদি বাস্তবিকই আমরা বিষয়টির গুরুত্ব দেই এবং ইসলামের খেলাফ যাবতীয় কর্ম যেমন- মদ পান করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, বেপর্দায় চলাফেরা করা, নামাজ পরিত্যাগ করা, অন্যের উপর জুলুম করা, টিভি, সিনেমা, ভি.সি.আর ইত্যাদি দেখা, জন্ম বার্ষিকী-মৃত্যু বার্ষিকী, তিন দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা, ইত্যাদি বেদআত রেওয়াজ পালন করা, মুসলিম মেয়েদের কপালে টিপ দেওয়া, ১২ই রবিউল আউয়ালে জশনে জুলুছ ও ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে অনুষ্ঠান ও মিছিল করা, টাই পরা, বোরকা পরে চেহারা খোলা রাখা, রাশিফল বা গণকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা, বেগানা মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করা বা তাদের ফটো দেখা, কালো কাপড় পড়ে কিংবা কালো ব্যাজ ধারণ করে শোক পালন করা, গান বাদ্য শোনা, এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখা,

১. সূরা যুমার ঃ ৫৩। ২. সূরা তাহরীম ঃ ৮

www.smfoundationbd.com

চুলে কালো কলপ ব্যবহার করা, বাম হাতে কিংবা দাঁড়িয়ে চা-পানি ইত্যাদি পান করা, যে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা, আঁকা বা লটকিয়ে রাখা, বিভিন্ন ডিজাইনের মূর্তি-ভাস্কর্য বানানো, হরেক রকম প্রাণীর ছোট ছোট মূর্তি সুকেসে সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি যাবতীয় মন্দকর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত সুন্নত তরীকায় জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হই তবে কি আমরা বিরাট সাফল্য অর্জন করব না? অবশ্যই।[১] ❐

লক্ষ্য করুন

মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাত্র জীবন। এর ব্যাপ্তিকাল জন্ম থেকে মৃত্যু নাগাদ হলেও সাধারণত ৫–৬ বছর থেকে শুরু করে ২৫–৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নেহায়েত আফসোস ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দীর্ঘ সময় জ্ঞান অর্জন করার পরও অনেকেই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না বা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। ফলে তাদের এ শিক্ষা নিজের কিংবা জাতির কোন কল্যাণে আসে না। অনুরূপভাবে অনেক শিক্ষকও এমন আছেন, যাদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের অনেক গুণাবলীই অনুপস্থিত। ফলে তাদের থেকে ছাত্ররা আশানুরূপ ফায়েদা উঠাতে পারছে না। এর পিছনে যে বিষয়টি দায়ী, তাহলো সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব। আর এ অভাব ও শূন্যতা পূরনের জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) ও তাঁর সর্বশেষ খলীফা মুহাদ্দিস মুল্লাহ হযরত মাওঃ শাহ আবরারুল হক সাহেব (দা. বা.) এর কিছু মূল্যবান কথা ও উপদেশের সমন্বয়ে **উম্মাদ শাগরেদের হক ও তালীম তারবিয়াতের তরীকা** নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ বাংলা ভাষা ভাষীদের হাতে তুলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন অত্র গ্রন্থের লেখক মাওঃ মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেব। এ গ্রন্থটি ছাত্র উদ্ভাদ অভিভাবক সকলের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। - প্রকাশক।

১. নুযহাতুল বাসাতীন

www.smfoundationbd.com

বিশ্বাস যেমন ফলাফলও তেমন

একটি কাক। খুব দ্রুত উড়ে যাচ্ছে। মুখে একখানা তাজা রুটি। মনে হয় কিছুক্ষণ পূর্বে বানানো। কাকটির উড়া দেখে যে কেউ ভাববে, তার জন্য এমন কোনো সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, যার মধ্যে তাকে আপন গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে। এ জন্যেই বোধ হয় তার এত তাড়াহুড়া-এত ব্যস্ততা।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মালেক বিন দিনার (রা.) হজ্জ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একটি কাকের চলার ভঙ্গি দেখে তার মনে সন্দেহ হলো। ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর কোনো কারণ আছে। রহস্য আছে। এ রহস্য আমাকে উদঘাটন করতে হবে।

তিনি কৌতুহলী মন নিয়ে কাকটির পিছনে দ্রুত চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন, কাকটি উড়তে উড়তে একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হযরত মালেক বিন দিনার (রা.) বলেন, সেখানে গিয়ে আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম, সেই গর্তের মধ্যে হাত-পা বাধা অবস্থায় এক লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আর কাকটি রুটি ছিড়ে ছিড়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। একজন অসুস্থ স্বামীর মুখে তার স্ত্রী যেভাবে সোহাগ ভরে খাবার উঠিয়ে দেয়, কাকটির অবস্থা দেখে আমার তাই মনে হলো।

বেশ কিছুক্ষণ এ দৃশ্য অবলোকন করার পর আমি যখন আরেকটু অগ্রসর হলাম, তখন কাকটি উড়ে গেল। আমি লোকটির নিকটে গেলাম। আমাকে দেখে সে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, আপনি কে? এখানে কিভাবে এলেন? আপনার অবস্থাই বা এমন কেন?

উত্তরে সে বলল, আমি হজ্জ করে দেশে ফিরছিলাম। পথিমধ্যে ডাকাতদল আমার সমুদয় মাল-পত্র ও টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। অতঃপর যাওয়ার সময় আমাকে হাত-পা বেঁধে এ গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়।

www.smfoundationbd.com

ডাকাত দল চলে যাওয়ার পর একই অবস্থায় আমার পাঁচ দিন কেটে যায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখতে থাকি। মনে হলো, এই বুঝি আমার প্রাণবায়ূ চিরদিনের মতো বের হয়ে চলে যাবে। কিন্তু খোদার অপরিসীম দয়ায় এখনো আমি বেঁচে আছি।

পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি এ বলে প্রার্থনা করলাম, হে মহান সেই সত্ত্বা, যিনি আপন গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- "যখন কোনো অসহায় ব্যক্তি তার নিকট প্রার্থনা করে, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন এবং তার সমস্যা দূর করে দেন।" হে আল্লাহ! আজ আমি অসহায়। ডাকাতদল আমার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। এ নির্জন গুহায় কোনো লোকজনও হয়ত আসবে না। হে দয়াময় খোদা! আমার অসহায় অবস্থা তুমি ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছ। একমাত্র তুমি ছাড়া আমার আর কোনো সাহায্যকারী নেই। মেহেরবানী করে তুমি আমার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা কর এবং আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর।"

আমি যেদিন দোয়া করেছিলাম, সেদিন থেকে দয়াময় আল্লাহ আমার জন্য এ কাকটি নিযুক্ত করে দিয়েছেন। কাকটি প্রত্যহ তিনবার আহারের সময় আমার নিকট খাবার নিয়ে আসে এবং নিজেই ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে খাইয়ে দিয়ে আবার চলে যায়।

ইতিমধ্যে আমি তার হাত পায়ের বাধন খুলে দিয়েছি। বাধন মুক্ত হয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মতো ভাষা আমার নেই। তিনি আমাকে একটি কাকের মাধ্যমে আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আবার আমাকে উদ্ধারের জন্য আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এরপর আমরা লোকালয়ের দিকে ফিরে এলাম। পথিমধ্যে আমাদের ভীষণ পিপাসা হলো। কিন্তু সাথে কোনো পানি ছিল না। তাই পিপাসায় কাতর হয়ে আমরা এদিক সেদিক পানি খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ দূরে মাঠের মধ্যে একটি কূপ দেখতে পেলাম। সাথে সাথে আমরা এও দেখলাম যে, সেখানে এক পাল হরিণ ঘোরাফেরা করছে এবং কয়েকটি হরিণ মুখ লাগিয়ে কূপ থেকে পানি পান করছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং বললাম, আমরা পানি পেয়ে গেছি।

www.smfoundationbd.com

তৃষ্ণায় আমাদের প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম। সুতরাং কূপ দেখতে পেয়ে আমরা খুবই খুশি হলাম এবং একটু দ্রুত হেটেই কূপের নিকট পৌঁছলাম।

আমাদের দেখে হরিণের দল ছুটে পালাল। আমরা কুপের কিনারায় গিয়ে দেখি, পানি একেবারে তলদেশে পৌঁছে গেছে। এরপর আমরা রশি ও বালতির সাহায্যে সেই কুপ থেকে পানি উত্তোলন করে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম।

অতঃপর আমি আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হে পরওয়ার দিগারে আলম! আমরা মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা তোমার ইবাদত করি। রুকু দেই। সিজদা করি। তোমার কালাম তিলাওয়াত করি। আর হরিণ? সে তো জানোয়ার। তাদের মধ্যে বিবেক নেই, বুদ্ধি নেই। তারা তোমার ইবাদত করে না। রুকুও করে না। সিজদাও দেয় না। তথাপি তাদের জন্য কূপের পানি উপরে তুলে দিলে? আর আমাদেরকে কূপের তলদেশ থেকে কষ্ট করে পানি উত্তোলন করে পান করতে হলো। হে খোদা! তোমার এ খেলা বুঝে আসল না।"

এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ এলো-

হে মালেক বিন দিনার! শুনে রাখ, হরিণ সর্বদা আমার প্রতি ভরসা রাখে। পানি পানের দরকার হলে রশি-বালতি তালাশ করার প্রয়োজন বোধ করে না। আমিই তাদের পানি পানের সুব্যবস্থা করব-এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তারা আগমন করে। সুতরাং আমি তাদের বিশ্বাস মতোই তাদের সাথে মোয়ামেলা করে থাকি।

আর তোমরা? তোমরা তো পানির পিপাসা হলে রশি-বালতির খোঁজ করতে থাক। বিভিন্ন মাধ্যম তালাশ কর। সুতরাং তোমাদের সাথেও আমি ঐরূপ ব্যবহারই করে থাকি যেরূপ তোমরা বিশ্বাস রাখ। মনে রেখো, আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস যেমন হবে, ফলাফলও ঠিক তেমনি হবে। তোমাদের বিশ্বাস যদি ঐসব প্রাণীদের মতো হতো, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করতাম, যেমন ব্যবহার তাদের সাথে করে থাকি।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক! তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা সংক্রান্ত ২/৩টি ঘটনা হৃদয় গলে সিরিজের পূর্ববর্তী অংশগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এতদ্‌সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাও সেখানে স্থান পেয়েছে। তাই আমি সেই সব আলোচনার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে এখন কেবল তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও হাদীস আপনাদের খেদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

১। নিশ্চয়ই শয়তানের রাজত্ব ঐসব লোকের উপর চলে না যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। (সূরা নাহল, আয়াত ঃ ১৩)

২। মুমিনদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ১১)

৩। যদি তোমরা মুমিন হও তবে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর। (সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ২৩)

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনি তাকে জয়যুক্ত করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা জবরদস্ত হেকমত ওয়ালা। -(সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৪৯)

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কিংবা অভাবগ্রস্থ হয়ে আপন অভাবের কথা কারও নিকট প্রকাশ না করে, আল্লাহ তা'আলা আপন মেহেরবানী দ্বারা তার জন্য এক বৎসরের হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দেন।[১]

৬। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সমৃদ্ধি চায়, তিনি তাকে সমৃদ্ধি দান করেন। যে ব্যক্তি পাপ থেকে পবিত্রতা চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্রতা দান করেন। উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। এমন কোনো লোক নেই যে ভিক্ষার দ্বার খোলে অথচ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অভাবের দ্বার খোলেন না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত তাওয়াক্কুল নসীব করুন। আমীন। ❐

১. মিশকাত শরীফ

www.smfoundationbd.com

এরই নাম এখলাছ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) তখন কানপুর মাদরাসার শিক্ষক। একদা বাৎসরিক মাহফিলে আপন উস্তাদ শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান (র.) কে তিনি দাওয়াত করলেন। কানপুরের কিছু আলেম তর্ক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। অবশ্য তারা কিছুটা বিদআতপন্থীও ছিলেন।

উলামায়ে দেওবন্দ সর্বদা সহীহ ইল্‌ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। খাঁটি ইল্‌মের প্রচার প্রসারই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য যুক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী কানপুরের আলেমরা মনে করতেন, যুক্তি বিদ্যায় উলামায়ে দেওবন্দের তেমন কোনো দখল নেই। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী।

সে সময় হযরত থানভী (র.) যুবক ছিলেন। হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (র.)কে দাওয়াত দেওয়ার পেছনে অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, যখন হযরতের জ্ঞানগর্ভ বয়ান হবে তখন কানপুরের আলেমগণ বুঝতে পারবেন যে, উলামায়ে দেওবন্দের ইলমী মাকাম কত উচ্চ। কুরআন, হাদীস ও তর্কশাস্ত্রে তারা কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

নির্ধারিত সময়ে মাহফিল শুরু হলো। হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) বয়ান শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি মা'কুলাত তথা তর্কশাস্ত্রের একটি মাসআলা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করলেন। কিন্তু হযরত থানভী (র.) কানপুরের যেসব আলেমকে বয়ান শুনাতে চাচ্ছিলেন তারা তখনও মাহফিলে এসে পৌঁছেন নি। যখন হযরতের বয়ান অত্যন্ত গভীরতা ও পূর্ণতায় পৌঁছল এবং তর্কশাস্ত্রের চলমান মাসআলা সম্পর্কে খুবই উচ্চ পর্যায়ের সুক্ষ্ম বয়ান চলতে লাগল, ঠিক তখনই কানপুরের ঐসব আলেম তাশরীফ আনলেন, যাদের জন্য হযরত থানভী (র.) অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন।

কাংখিত সময়ে কানপুরের আলেমদের উপস্থিত হওয়ার কারণে হযরত থানভী (র.) খুবই খুশি হলেন। কারণ এ বয়ান শুনে তারা তর্কশাস্ত্রে শাইখুল হিন্দ তথা উলামায়ে দেওবন্দের গভীর পান্ডিত্যের কথা হাড়ে হাড়ে

www.smfoundationbd.com

টের পাবেন। এতে তাদের দীর্ঘ দিনের ভুল ধারণারও অবসান ঘটবে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা হচ্ছে- হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) যখন কানপুরের ঐসব আলেমদের দেখলেন, তখনই বয়ান সংক্ষিপ্ত করে সাথে সাথে বসে পড়লেন।

উক্ত মাহফিলে হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন- হযরত! আপনি বসে পড়লেন কেন? এখনইতো বয়ানের উপযুক্ত সময়।

উত্তরে হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) বললেন, হ্যাঁ, বয়ানের আসল সময় যে এটিই, একথা আমার অন্তরেও জাগ্রত হয়েছিল। আর এজন্যেই আমি বয়ান শেষ করে দিয়েছি।

প্রিয় পাঠক! আপনারা হয়ত বুঝতে পেরেছেন যে, কেন হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) ঐ মুহূর্তে বয়ান বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যে সময় বয়ান করা অতীব প্রয়োজন ছিল; যে সময়টির জন্য হযরত থানভী (র.) অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

এ ধরনের এখলাছের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবনে অহরহ ঘটেছে। যেমন হযরত আলী (রা.) -এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, একদা জনৈক ইহুদি তাঁর সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবীমূলক কটুক্তি করলে, তিনি তার উপর আক্রমণ চালিয়ে, তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকে চড়ে বসলেন। ইহুদি উপায়ান্তর না দেখে এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) এর চেহারায় হঠাৎ করে থুথু নিক্ষেপ করল।

থুথু দেয়ার সাথে সাথে হযরত আলী (রা.) ইহুদিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুষ্ট ইহুদিকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি তাকে হত্যা করলেন না। পরে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, প্রথমে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতে আল্লাহ তাআলাকে রাজী খুশি করার উদ্দেশ্যে ইহুদির উপর আক্রমণ করেছিলাম। কিন্তু যখনই সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে আমার মধ্যে সীমাহীন পর্যায়ের ক্রোধ এসে গেল। আমি চিন্তা করলাম, এখন যদি আমি তাকে হত্যা করি, তবে তা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজ

www.smfoundationbd.com

প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানোর জন্যই হবে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হবে না। আর যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না বরং অন্য উদ্দেশ্যে করা হয়, তাতে কোনো ছাওয়াব হয় না। তাই আমি হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

মুহতারাম পাঠক! হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) উল্লেখিত আচরণের মাধ্যমে হযরত আলী (রা.) এর সেই মহান আদর্শকেই পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, ওয়াজ-নসিহতও স্রেফ আল্লাহর জন্যই করতে হবে। শ্রোতাদের সামনে নিজের পান্ডিত্য জাহির করা কিংবা অপরের প্রশংসা কুঁড়াবার নিয়তে ওয়াজ-নসিহত করলে তাতে কোনো ফায়দা হয় না। পূণ্য পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এখলাস তো একেই বলে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় আজীবন অন্তরে গেঁথে রাখার এবং এ থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বীনের ছোট বড় সকল কাজ একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাকে রাজী খুশি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।[১] ❐

স্মরণীয় বাণী

☞ বুদ্ধিমান ও অফলকাম ঐ ব্যক্তি যে তিনটি কাজ করে :—
(১) দুনিয়া তাকে ত্যাগ করার পূর্বে সে দুনিয়াকে ত্যাগ করে। (২) কবরে যাওয়ার পূর্বে কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (৩) আপন সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে তাকে রাযী করিয়ে নেয়।

- ইয়াহইয়া বিন মুয়ায (রা.)

☞ পাঁচটি বিষয়কে অন্য পাঁচটি বিষয়ের আগমনের পূর্বে গনীমত মনে করো :—
(১) যৌবনকে— বার্ধক্যের পূর্বে। (২) সুস্থতাকে— অসুস্থতার পূর্বে। (৩) স্বনাঢ্যতাকে— দরিদ্রতার পূর্বে। (৪) অবসরতাকে— কর্মব্যস্ততার পূর্বে। (৫) জীবনকে— মৃত্যুর পূর্বে।

—আল-হাদীস

১. নূরানী কাফেলা- পৃষ্ঠা ঃ ১৯

www.smfoundationbd.com

খোদাভীতির অনন্য দৃষ্টান্ত

কাজী হাসান বিন মারওয়ান ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। তিনি তার আদালতী জীবনে এমন সুবিচারের নমুনা রেখে গেছেন, যা মুসলিম কাজী ও বিচারকদের জন্য যুগ যুগ ধরে উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এবার পাঠক সমীপে তার জীবনের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

উত্তর আফ্রিকার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর কাইরো ওয়ানের একটি ছোট্ট মহল্লা। সেখানকার জনৈক অধিবাসী লোকদের যাতায়াতের পথে আপন দেয়ালের পাশে একটি বৈঠকখানা বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। উদ্দেশ্য হলো, সে যেন এখানে বসে নিজের পশুপাল ও সাওয়ারীর দেখাশুনা করতে পারে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক একদিন সে সত্যি সত্যিই বৈঠকখানা নির্মাণের কাজ শুরু করে দিল। মহল্লাবাসী এতে আপত্তি জানাল এবং বৈঠকখানা বানাতে নিষেধ করল। তারা বলল, এ জায়গা যেহেতু আপনার সেহেতু এখানে সবকিছু করার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কালক্রমে এ জায়গাটি সর্বসাধারণের হাটা-চলার রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এখন যদি আপনি বৈঠকখানা বানিয়ে এ রাস্তাটি বন্ধ করে দেন, তাহলে তো জনগণের ভীষণ কষ্ট হবে। সামান্য পথের জন্য তাদেরকে বহু পথ ঘুরে আসতে হবে।

লোকটি বলল, আমি কিছুতেই তোমাদের কথা শুনব না। এ জায়গার মালিক আমি। সুতরাং আমার জায়গায় যা ইচ্ছে তাই করব আমি। এতে তোমাদের বলার কি আছে?

তারা বলল, একথা তো আমরা আগেই বলেছি। আমরা তো কেবল জনগণের অসুবিধার বিষয়টি আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছি। এরূপ জায়গা তো আপনার আরো আছে। সুতরাং প্রয়োজনে আপনি সেখানে বৈঠকখানা বানিয়ে নিন।

সে বলল- না, আমি অন্য কোথাও বৈঠকখানা বানাব না। এখানেই

www.smfoundationbd.com

বানাব। কার সুবিধা হলো, কার অসুবিধা হলো, তা আমার দেখার বিষয় নয়।

উভয় পক্ষ ক্রমেই উত্তেজিত হতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তর্ক-বিতর্ক চলল। কেউ কারো মানবার পাত্র নয়। সকলেই নিজ নিজ বক্তব্যে অটল। শেষ পর্যন্ত তারা কাজী হাম্মাসের নিকট উদ্ভূত পরিস্থিতির ফায়সালা তলবের ব্যাপারে একমত হলো।

দু'জন রওয়ানা দিল কাজী হাম্মাসের দরবারে। একজন জায়গার মালিক, অপরজন সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রতিনিধি। অনেকবার তারা কাজী হাম্মাসের নাম শুনেছে। তার সুবিচারের কথাও তাদের অজানা নয়। কিন্তু দুজনের কেউই কাজী হাম্মাসকে পূর্বে দেখেনি বিধায়, লোকদের জিজ্ঞেস করতে করতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে লাগল।

এক পর্যায়ে এক ব্যক্তিকে কাজী হাম্মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, অদূরে নদীর কিনারে এক শান্ত-শিষ্ট ও বুযুর্গ ধরনের লোককে সে ইশারায় দেখিয়ে দিল।

কাজী হাম্মাস তখন একটি মশক ভর্তি পানি নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। তারা ধারণাও করতে পারেনি যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে পাওয়ার জন্য তারা দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছে। কারণ একজন বিচারক মশক ভর্তি করে নদী থেকে পানি আনতে যাবেন কেন? তার তো কত খাদেম-খুদ্দাম থাকবে। তারাই তো তার যাবতীয় কর্ম আঞ্জাম দিবে।

যা হোক, লোক দুজন আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে গিয়ে বলল, জনাব! আমরা কাজী হাম্মাসের দরবারে যেতে চাচ্ছিলাম। তাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? মেহেরবানী করে একটু বলে দিবেন কি?

বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, কেন, কি ব্যাপার?

তারা বলল, একটি বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমরা তার কাছে এর সঠিক ফায়সালা নিতে এসেছি।

বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, আপনাদের সমস্যা কি খুলে বলুন। কাজী হাম্মাস এখন আপনাদের সামনেই দন্ডায়মান।

www.smfoundationbd.com

পথেই কাজী সাহেবের দেখা পেয়ে তারা মনে মনে খুব খুশি হলো। জায়গার মালিক বলল, আপনি পানির মশকটি মাটিতে রাখুন। তারপর আমরা আমাদের সমস্যার কথা খুলে বলছি।

কাজী সাহেব বললেন, মশক মাটিতে রাখার প্রয়োজন নেই। আপনারা কথা শুরু করুন।

এবার জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আসা লোকটি বলল, হযরত! পানি ভর্তি মশকটি অনেক ভারী। আমাদের বিষয়টি চূড়ান্ত হতে বেশ সময়ও লাগতে পারে। এতে আপনার সীমাহীন কষ্ট হবে। সুতরাং অনুগ্রহ পূর্বক মশকটি মাটিতে রাখুন।

কাজী হাম্মাস জবাবে বললেন, এ জমিন পথচলা মানুষের হকের অন্তর্ভূক্ত। আমি এখানে মশক রাখলে তাদের পথ চলায় সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং সামান্য সময়ের জন্যে হলেও আমি তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই না। অতএব দেরী না করে আপনাদের মূল বক্তব্য আরম্ভ করুন।

জমির মালিক বলল, আমাদের আর কোনো বক্তব্য নেই। যে বিষয় নিয়ে আমরা আপনার দরবারে এসেছিলাম, তার সুষ্ঠু ও সুন্দর মীমাংসা আপনি মূল বক্তব্য শুরুর আগেই দিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং এখন আর আমাদের বলার কিছুই নেই।

কাজী সাহেব বললেন, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সে বলল, আমি আমার জায়গায় লোকদের চলাচলের পথে একটি বৈঠকখানা নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। সেখানকার জনগণ তাতে বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা আপনার নিকট এর ফায়সালার জন্য এসেছি। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, আপনি লোকদের অসুবিধার কথা ভেবে, সামান্য সময়ের জন্যেও একটি পানির মশক মাটিতে রাখতে রাজি হচ্ছেন না, তখন আমার ধারণা হলো, লোক চলাচলের পথে ঘর নির্মাণের জন্য কিছুতেই আপনি অনুমতি দেবেন না। উপরন্তু আপনি আমার অন্তর চক্ষু খুলে দিয়েছেন। "মানুষ যে মানুষের জন্য" এই কথাটি আজ নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কোনো দিন

www.smfoundationbd.com

মানুষের অসুবিধা হয়, অকল্যাণ হয় এমন কিছুই করব না।

এতটুকু বলে সে সালাম দিয়ে ফিরে চলল এবং প্রতিবেশীদের নিকট এসে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

প্রিয় বন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনায় ইনসাফের মূর্ত প্রতীক কাজী হাম্মাসের খোদাভীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেননা তিনি একমাত্র আল্লাহর ভয়ে প্রতিবেশীর হক তথা শরিয়তের বিধান পালনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে তৈরি হয়ে গেছেন। তিনি জনগণ ও প্রতিবেশীর হককে কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। স্বল্প সময়ের জন্য একটি পানির মশক রাস্তায় রাখলে মানুষের এমন কি কষ্ট হতো! হ্যাঁ, এতটুকু কষ্ট হতো যে, মশকটি রাস্তায় থাকার কারণে তাদের হয়তো একটু সামান্য পথ ঘুরে যেতে হতো অথবা কষ্টের কারণ এও হতে পারে যে, মশক থেকে পানি পড়ে রাস্তা কাঁদা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কাজী হাম্মাস প্রতিবেশীকে এতটুকু কষ্ট দিতেও রাজি হননি। তিনি ভেবেছেন, যদি আমি যে কোনো ভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেই আর তারা কিয়ামতের কঠিন দিবসে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে, তাহলে খোদার দরবারে কী জবাব দিব?

প্রিয় পাঠক! খুবই চিন্তার বিষয়। আজকাল অনেকেই প্রতিবেশীর হক তো আদায় করেই না বরং উল্টো তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করে থাকে। প্রতিবেশীর সুখে সুখি হওয়া, দুঃখে দুঃখী হওয়া, বিপদে পড়লে বিপদ মুক্তির চেষ্টা করা যে কত বড় পুণ্যের কাজ এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া যে কত বড় গুনাহের কাজ নিম্নোক্ত হাদীস গুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, এমন ব্যক্তি কখনো (কামিল) মুমিন হবে না, আল্লাহর কসম, এমন ব্যক্তি কখনো (কামিল) মুমিন হবে না, আল্লাহর কসম, এমন ব্যক্তি কখনো (কামিল) মুমিন হবে না। এমন সময় উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় না। -(মিশকাত)

www.smfoundationbd.com

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় চাই তা কথার দ্বারা হোক কিংবা কাজের দ্বারা হোক, সে কখনো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না।

একদা এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, সে অধিক (নফল) নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং বেশি বেশি দান সদকাও করে। তবে সে মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এমন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে) বললেন, সে জাহান্নামী হবে।

সাহাবী পুনরায় বললেন, আর অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, সে নফল নামাজ, রোজা এবং দান-সদকা তেমন বেশি করে না, তবে কথা ও কাজে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এমন ব্যক্তির শুভ পরিণতি সম্পর্কে) বললেন, সে জান্নাতী হবে।[১]

অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন ব্যক্তি কখনো মুমিন নয়, যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ করে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী না খেয়ে নিশি যাপন করে।[২]

আলোচ্য ঘটনা ও উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা সবাই প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও।[৩] ❐

১. আহমদ, বায়হাকী।
২. বায়হাকী।
৩. ইনসাফী আদালত।

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

১। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আপনার মহামূল্যবান বইগুলো সত্যিই আমাকে সীমাহীন মুগ্ধ করেছে। আমি বহুদিন যাবত মনে মনে চরিত্র গঠনমূলক কোনো আকর্ষণীয় বই খুঁজছিলাম। একদিন আমার এক সাথীকে গল্পের একটি বই দিতে বললে সে আমাকে আপনার ১ম খন্ডটি এনে দিল। ১ম খন্ডটি আমার কাছে শুধু অসম্ভব ভালই লাগেনি, আনন্দও দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সাথে সাথে বাকি খন্ডগুলো পড়ার জন্যে আমার হৃদয় কাননে প্রবল আগ্রহের ঝড় বইতে থাকে। তাই কালবিলম্ব না করে বাংলা বাজার থেকে সবকটি খন্ড ক্রয় করে পড়ে নিলাম। বইগুলো পড়ার পর নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। আপনাকে এক নযর দেখার এক দুর্বার আকাংখা হৃদয়-মানসে তীব্রভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কয়েকজন সাথীসহ আপনার ঠিকানায় চলে যাই এবং আপনাকে দেখে ও কথাবার্তা বলে অন্তরের পেরেশানী দূর করি ও চক্ষুকে শীতল করি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মূল্যবান বইগুলো প্রতিটি পাঠকের হৃদয়কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। আপনার বইগুলো দেশের বাড়িতে নেওয়ার পর মানুষের অত্যধিক চাহিদার কারণে সেখানেই রেখে আসি। বইগুলো এমন যা বর্তমান যুগ ও সমাজের জন্য অত্যধিক প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাদের অন্তর পাহাড়ের ন্যায় অটল, লৌহ প্রাচীরের ন্যায় মজবুত তারাও যদি এই বইগুলো মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে তাহলে তাদের মনের অজান্তেই অশ্রুধারা প্রবাহিত হবে।

হে চিন্তাকার্ষক মাননীয় লেখক! সত্যিই আপনি অসংখ্য প্রশংসার যোগ্য। সত্যিই আপনি নন্দিত, যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কিন্তু ভাষা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আপনার প্রশংসা করা মানে আপনাকে খাটো করা। তাই নীরবতার গুণে গুণান্বিত হওয়াই পছন্দনীয় মনে হলো।

মাননীয় লেখকের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনি লিখে যান এবং এই সিরিজের ধারাহিকতা একশ পর্যন্ত পৌছান। যাতে আল্লাহ ভোলা পথহারা উম্মত পথের দিশা পেয়ে সীমাহীন উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভে ধন্য হতে পারে। আর একটি অনুরোধ হলো, প্রত্যেকটি খন্ডে 'গল্প' শব্দটি থাকলে ভাল হয়। যাতে করে এক সেট বলে পরিগণিত করা যায়। সাথে সাথে গল্পগুলো যে কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছেন তার উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ও কোন খন্ডে আছে তা লিখে দিলে ভাল হয়। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থ রাখুন।

www.smfoundationbd.com

আরো এখলাছের সাথে কাজ করার তাওফীক দান করুক এবং উম্মতের হিদায়েতের জন্য বইগুলো আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। আমীন। পরিশেষে আপনার দীর্ঘায়ু, সুন্দর জীবন ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে শেষ করলাম।

—হাফেজ মাওলানা মোঃ আঃ জলীল, শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, ৩১২, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪

২। কথায় বলে অপেক্ষা মৃত্যুর চেয়ে কঠিন। এ বাক্যটির বাস্তবতা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কারণ যেদিন শুনেছি, যে গল্পে হৃদয় গলে এখন ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রতি ২/৩ মাস পর পর সিরিজ আকারে বের হবে, সেদিন থেকেই আমি তৃষ্ণার্ত কাকের ন্যায় গভীর আগ্রহ নিয়ে পরবর্তী খন্ডগুলোর অপেক্ষায় বসে রইলাম। যদিও একটি বই লিখে, অন্যান্য যাবতীয় কাজ শেষ করে, পাঠকের হাতে পৌছানোর জন্য ২/৩ মাস সময় বাস্তবিকই প্রয়োজন, তথাপি এ সময়টুকু ধৈর্য ধারণ করে থাকা আমার জন্য বড়ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় যেন শেষ হতে চায় না। সর্বদা ভাবি, কখন আসবে আমার প্রাণপ্রিয় সিরিজের পরবর্তী বইটি। সত্যি কথা বলতে কি, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে আপনার বইগুলো পড়ে আমি যে উপকার পেয়েছি তা অন্য কোনো বইতে পাইনি। নিয়ত করেছি আমি আপনার সবগুলি বই পড়ব। সংগ্রহে রাখব এবং অন্যকে হাদিয়াও দিব। আপনার বইগুলো দিয়ে আমরা তালিম করি। আশা করি আপনি এ সিরিজকে ১০ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার যে ইচ্ছা করেছেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন।

—মোসাঃ সাদিয়া আখতার, জামাতে মেশকাত, ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসা, ঢাকা।

৩। বই পড়া মানে জ্ঞান অর্জন করা, তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি পাঠাগার দিয়েছি। আমাদের পাঠাগারে রয়েছে হাজার হাজার বই, তন্মধ্যে চার সেট রয়েছে 'যে গল্পে হৃদয় গলে' এবং 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে'। হাজার হাজার বই থেকে এ দুটি বইয়ের চাহিদা ছেলে মেয়েদের নিকট বেশি। সবার মুখে শুধু একই কথা। "নয়নপুর যুব শান্তি সংঘের পাঠাগারে চারটি বই আমাদের মনকে কেড়ে নিয়েছে, বইটির নাম যেমন কাজও তেমন। সত্যিই উহা আমাদের হৃদয়কে গলিয়ে দিয়েছে। চোখ থেকে অশ্রুও ঝরিয়েছে" তাই আমি

www.smfoundationbd.com

আপনাকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই আপনি আরও বই লিখে ইসলামের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করবেন এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড অতি তাড়াতাড়ি বের করবেন, কারণ প্রায় প্রতিদিন লোকজন পাঠাগারে এসে বলছে, ভাইয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড কি এখনও বের হয়নি? আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমিন।

—হাঃ মোঃ মাসউদুর রহমান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, নয়নপুর যুব শান্তি সংঘ, ওয়ার্ড নং ৯, বি বাড়ীয়া সদর।

৪। আমি আগে স্কুলে পড়তাম আমার খুব ইচ্ছা মাদরাসায় পড়ার। এ কথা শুনে মা তাতে রাজি হয়। কিন্তু আব্বা রাজি হয়নি। আমার এক চাচা মাদরাসায় পড়াশুনা করতেন। তিনি আমাকে চতুর্থ খন্ডটি দিয়ে বললেন, এ বইটি পড়ে তোমার আব্বাকে শুনাও। একটি ঘটনা শুনে আব্বা বললেন, আরও কয়েকটা ঘটনা শুনাতে। কয়েকটি ঘটনা শুনানোর পর তিনি আমাকে মাদরাসায় পড়াতে রাজি হন। তাই আমি মাদরাসায় পড়তে আসলাম। আমি আগে টিভি দেখতাম এবং মৌলভী ছেলে পছন্দ করতাম না। কিন্তু আমার চাচা চতুর্থ খন্ডটি দেওয়ার পর সেটা হাতে নিয়ে সূচিপত্র দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল 'মৌলভী ছেলে অপছন্দ!' ঘটনাটি। আমি ভাবলাম পড়ে দেখি কি রকম। যখন লাইন পড়লাম তখন আমার মনে দ্বিতীয় লাইন পড়ার আকর্ষণ জেগে উঠল। পুরা গল্পটা পড়ার পর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু আসতে লাগল। আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেল। এই বইটা আমি আমার বান্ধবীদেরকে দিয়েছি। তারাও পড়ে বলল, কত সুন্দর এই বইটি! তারাও মৌলভী ছেলে অপছন্দ করত এবং টিভি দেখত। তারা এই বইটা পড়ে আমার কাছে এসে বলল, আমরা আর কোন দিন টিভি দেখব না। আর মৌলভী ছেলে অপছন্দ করব না। লেখকের কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন আরও কয়েক খন্ড বের করেন। এতে হয়ত আমাদের মতো আরও শত শত মেয়েদের ভুল ভাঙ্গতে পারে।

—মোসাঃ তাছলিমা আক্তার, মাধবদী, নরসিংদী।

৫। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই! জানিনা, বাংলার শেষ প্রান্ত থেকে এই নগণ্যের দু'কলম লেখা আপনার হাতে আদৌ পৌঁছবে কিনা। ..... আমি একজন ছাত্র। বই পড়া আমার নেশা। আমার জীবনে বহু পুস্তিকা পাঠ করেছি। কিন্তু যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ডের ঘটনাগুলো পড়ে আমার মনে হলো, এত

www.smfoundationbd.com

চরিত্রগঠনমূলক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর বই জীবনে পাঠ করিনি। আমি আমার শ্রেণীর বন্ধুদের কয়েকটি ঘটনা শুনানোর পর সকলে ব্যাকুল হয়ে বইখানা সংগ্রহ করে। আমরা বইখানা পড়ে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়েছি। আমাদের বিনীত অনুরোধ আরও ৫/৭ খন্ড অতিব জরুরি বের করুন। কামনা করি সৃজনকর্তা আপনার হায়াতকে দীর্ঘায়িত করুন। যাতে করে এই ধরনের বই আরও লিখতে পারেন। আমিন।

—মোঃ আমির বিন আঃ রশিদ, শ্রীউলা, আশাশুনী, সাতক্ষীরা।

৬। আজ বিশ্বের মুসলমানগণ বিভিন্ন কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। কাফের গোষ্ঠী মুসলমানদের ঈমান আকীদাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি হলো, অশ্লীল বই-পুস্তক। যদ্বারা মুসলমানদের ঈমান আমল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ যেন আপনার মতো একজন সুলেখককে রহমত স্বরূপ আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমার জীবনে আমি অনেক বই পড়েছি। তন্মধ্যে যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম ২য় ৩য় খন্ড বইগুলো শ্রেষ্ঠ বলে মনে হলো। আমি পরবর্তী বইগুলোর জন্য চাতক পাখির ন্যায় অধিক আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। আমার বিশ্বাস অচিরেই আপনার খ্যাতি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনার প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

—মোঃ হাবিবুর রহমান ইবনে আঃ হাকীম, আলোকবালী, নরসিংদী।

৭। আমি একজন মাদরাসার ছাত্রী। সারাদিনের সময়টুকু আমার লেখাপড়ার ব্যস্ততার মাঝেই কেটে যায়। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষণীয় ধর্মীয় বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। তাই পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পড়ে ফেলি। বইগুলো আমার এত ভাল লেগেছে, যা কাউকে ভাষায় প্রকাশ করে বুঝাতে পারব না। আরো ভাল লেগেছে তখন, যখন জানতে পেরেছি এই বইগুলোর আরো কিছু খন্ড বের হবে। এ বইটি থেকে আমি অনেক উপকারী কিছু জিনিস শিখতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস এ বইতে এমন কিছু শিক্ষণীয় গল্প রয়েছে যা আমল করলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর থেকে সুন্দরতম। লেখকের নিকট অনুরোধ রইল, তিনি যেন এ বইটির আরো কিছু খন্ড বের করেন, আমি লেখকের সুন্দর জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

—মোঃ তাহমিনা বুশরা, চান্দিনা, কুমিল্লা।

www.smfoundationbd.com

৮। আমি একজন কওমী মাদরাসার ছাত্র। আমি অনেক বই পড়েছি কিন্তু এগুলোর দ্বারা তেমন কোনো আনন্দ পাইনি এবং উপকৃতও হইনি। কিন্তু আপনার যে গল্পে হৃদয় গলের কয়েকটি খন্ড পড়ার দ্বারা সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি এবং অনেক বিষয়ে উপকৃতও হয়েছি। এমনকি আমার কয়েকজন সাথী এই বই পড়ার দ্বারা উপকৃত হয়েছে বলে জানিয়ে লেখককে হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ জানিয়েছে। তারা আমাকে বলেছে যে, আরো যে কয়েকটি খন্ড বাহির হবে তার সাথে সাথে আমাদের জানাবে। আমি আশা করছি, আপনি আরো কয়েকটি খন্ড বের করে আমাদেরকে উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সবাইকে দীর্ঘজীবি করুন।

—হাঃ মোঃ ইব্রাহীম খলীল, ভেলুয়ার চর, সায়দাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী।

৯। আমি দারুল উলুম দত্তপাড়া মাদরাসার মিযান জামাতের ছাত্র। সর্ব প্রথম আমি আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় লেখককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। কারণ ক্লাসের পাঠ্য বই ছাড়া আমি অন্য কোনো বই পড়তাম না। বই পড়তে আমার একদম ভাল লাগত না। কিন্তু একদিন আমাদের ক্লাসের একজন ছাত্র আপনার হৃদয়গলে সিরিজের ৪র্থ বই 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে' থেকে আমাকে একটি ঘটনা পাঠ করে শুনাল। ঘটনাটি শুনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তারপর আমি নিজেই পড়তে শুরু করি। সেই থেকে আমার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠল। এজন্য আমি লেখকের নিকট চিরঋণী। আল্লাহ পাক লেখককে আরো সুন্দর সুন্দর বই লেখার তাওফীক দান করুন। আমীন

—মোঃ এনামুল হক, মির্জাপুর. টাঙ্গাইল।

১০। আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। তাই ইসলামি বই পড়ার নেশাটা একটু বেশি। আমি জীবনে অনেক বই পড়েছি। কিন্তু 'যে গল্পে হৃদয় গলে' এর মতো এত সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী গল্পের বই জীবনে খুব কম পড়েছি। আপনার বইটি আমার কমজোর ঈমানকে সবল করতে অনেকটুকু সহায়ক হয়েছে এবং আমল করার প্রেরণা জাগিয়েছে। তাই আপনার লেখা এক কপি বই আমার চাচাতো বোনকে উপহার দেই। সে মেয়ে হিসেবে আধুনিকা ও প্রগতিবাদী। তাকে আগে আরও অনেক বই উপহার দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই তার প্রগতিবাদকে হার মানাতে পারিনি। অবশেষে যে গল্পে হৃদয় গলে (১মখন্ড) বইটি উপহার দেই। এই বইটি পড়ে সে মুগ্ধ হলো। বইটি থেকে'পর্দাহীন মেয়েদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি'

www.smfoundationbd.com

গল্পখানা পড়ে তার ভিতরের ভাল মানুষটি জেগে উঠল। এবার তার আধুনিকতা আমার কাছে হার মানল। তারপর আমি বইটির ২য় ও ৩য় খন্ডও তাকে উপহার দেই। বর্তমানে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ও পর্দা করে। শুধু সে একাই নয়, এরকম হাজারো মেয়েকে আল্লাহ এ বইটির দ্বারা ভাল রাস্তা দেখিয়েছেন। আশা করি এরকম আরও কয়েকটি বই লিখে মুসলিম সমাজের উপকার করবেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন।

—মোঃ জোবায়ের আহমদ, সৈয়দ নগর, শিবপুর, নরসিংদী।

১১। ..... পত্রের শুরুতে আমার সালাম নিবেন। পরকথা হল, আমি কয়েকমাস পূর্বে আপনার লেখা যে গল্পে হৃদয় গলে তৃতীয় খন্ড পাঠ করেছি। অতঃপর ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত আপনার হৃদয় গলে সিরিজের ৪র্থ অংশ 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে'ও পাঠ করেছি। কিন্তু ১ম ও ২য় খন্ড অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। বিধায় পড়াও সম্ভব হয়নি। যে দুটি বই পড়েছি সেগুলোর প্রতিটি ঘটনাই আমাকে সীমাহীন উপকৃত করেছে। এজন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনি হৃদয় গলে সিরিজের আরও কয়েকটি খন্ড যে ভিন্ন ভিন্ন নামে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেজন্য খুব খুশি লাগছে। যদি বাকি বইগুলো পেতে আমাদের বেশী অপেক্ষা করতে না হয়, তবে আরও কত বেশি যে খুশি হব তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আপনি সুখি হোন। সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভ করুন- এই কামনা করে শেষ করছি।

—মাওঃ সাইফুল ইসলাম, হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১২। আমি একজন মাদরাসার ছাত্রী। সব সময় পড়া লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তবে ফাঁকে ফাঁকে অন্য বইও পড়ি। সত্যি বলতে কি, আপনার হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি খন্ডই আমাকে সীমাহীন আনন্দ দিয়েছে। তাই দু'কলম লিখে লেখককে মুবারকবাদ না জানিয়ে পারছি না। বর্তমান যুগে টিভি, ভিসি আর ও ডিশ এন্টেনা দ্বারা মানুষের ঈমান আকীদা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানুষের অমূল্য সম্পদ "চরিত্র" নষ্ট হচ্ছে। ফলে ধর্ষণ, খুন, রাহজানি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস নিত্য দিনের কর্মে পরিণত হয়েছে। অমাবস্যার এই ঘোর আঁধারে আপনার মতোই একজন কলম সৈনিকের প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আপনার মতো লেখকদের মাধ্যমেই এই প্রয়োজনীয়তা পুরা করছেন।

www.smfoundationbd.com

অবশেষে আপনার সুন্দর জীবন কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে এ ধরনের আরও বহু গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন।

—মোসাঃ হাবীবা আখতার, শান্তি নগর, বি-বাড়ীয়া।

১৩। যে গল্পে হৃদয় গলের ১ম ও ৪র্থ খন্ড আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনযোগ সহকারে পাঠ করেছি। বইগুলোর প্রতিটি গল্প পাঠ করার সময় আমার চক্ষুগুলো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিটি গল্পই যে কোনো মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান কালে এ ধরনের বইয়ের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আল্লাহপাক আপনার মতো একজন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মনের কলম সৈনিককে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

—মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, চান্দের কান্দি, শ্রীনিধি, রায়পুরা, নরসিংদী।

১৪। আমি জীবনে অনেক বই পড়েছি ও মানুষকে উপহার দিয়েছি। কিন্তু ইসলামি ভাবধারার উপর লেখা উপন্যাস ও গল্প-কাহিনী সাহিত্য রসহীন হওয়ায় অধিকাংশ পাঠক তাতে কোনো আনন্দ পায় না। কিন্তু আপনার লেখা যে গল্পে হৃদয় গলে বইখানা পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি ও উপকৃত হয়েছি। আশা করি আপনাদের মতো কলম সৈনিকরাই পারবে পথহারা মানুষগুলোকে সঠিক পথ দেখাতে। আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে এ জাতিকে সত্য পথ পাওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনার নেক হায়াত কামনা করে শেষ করলাম। আমীন।

—মোঃ আবুল কালাম, শ্রীনগর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

১৫। আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। আমি সাধারণত পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কোন বই পড়ি না। আমার এক বন্ধু আপনার লেখা এ যুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই যে গল্পে হৃদয় গলে (২য় খন্ড) আমাকে উপহার দেয়। বইটির প্রথম গল্পটি পড়েই তা আমার হৃদয়ের মনিকোঠায় জায়গা করে নেয়। তাই আমি বইটির শেষ পর্যন্ত খুব মনযোগ সহকারে পড়ি। বইটির মাঝে আমি অনেক উপদেশ খুঁজে পেয়েছি। যা একজন মানুষের জীবনে বড় প্রয়োজন। তাই আমি অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত এমন একটি মেয়েকে বইটি উপহার দিলাম। সে 'অবৈধ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি' গল্পটি পড়ে

www.smfoundationbd.com

খুবই অনুতপ্ত হয় এবং অবৈধ সম্পর্ক বর্জন করার প্রতিজ্ঞা করে। বর্তমানে সে পর্দা করে ও দ্বীনের আহকামগুলো মেনে চলে। সে আমাকে বলেছে এধরনের বই যেন তাকে এনে দেই। এ জাতি বহু কাল ধরে এরকম একজন লেখকের অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহ আপনার দ্বারা যেন জাতির অপেক্ষার পালা সমাপ্ত করেন এবং বইটি কবুল করুন। আমীন।

—হাফেজ মোঃ মোখতার হোসেন, শিবপুর, নরসিংদী।

শুকরিয়া জ্ঞাপন

যারা **'হৃদয় গলে সিরিজে'**র বইগুলো পড়ার পর, হৃদয়ের অভিব্যক্তি জানিয়ে কষ্ট স্বীকার করে পাঠকের মতামত বিভাগে দু'কলম লিখে পাঠিয়েছেন কিংবা এই সিরিজের আত্মপ্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের চেষ্টা-সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি আগামীতেও আপনারা এ সিরিজের গঠনমূলক সমালোচনা, মানোন্নয়নের ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত ও এর বহুল প্রচারের জন্য আপনাদের নিজ নিজ তৎপরতার বিবরণ লিখে পাঠাবেন এবং সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখবেন। তাছাড়া স্বচক্ষে দেখা কিংবা নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন শিক্ষনীয় ঘটনা থাকলে, তাও পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। এসব ঘটনা পাঠ করে কেউ কেউ হয়ত নিজ জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবার অনুপ্রেরণা লাভ করবে, সত্য-সুন্দরের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। -লেখক

একটি ঘোষণা

সিরিজের আগামী বইগুলোতেও পাঠকের মতামত বিভাগ চালু থাকবে। "হৃদয় গলে" সিরিজ পড়ে আপনার কেমন লাগল, তা জানিয়ে নাম, ঠিকানা, পদবী ইত্যাদিসহ আজই লেখক বরাবর চিঠি লিখার অনুরোধ রইল। উল্লেখ্য যে, লেখকের সাথে যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বর বইয়ের শুরুভাগে দেয়া আছে।

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

নূরুল কুলূব [তরজমায়ে কুরআন]
তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন [আরবি-বাংলা]
তাফসীরে জালালাইন [আরবি-বাংলা] [১ম-৭ম খণ্ড পর্যন্ত]
তাফসীরে বায়যাবী [আরবি-বাংলা]
তাফসীরে আমপারা
দরসে কুরআন সিরিজ [১, ১২, ২৯, ৩০]
তাফসীরে পাঞ্জেসূরা
কুরআন আপনাকে কী বলে?
দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) : স্মারকগ্রন্থ
মাযহাব মানি কেন?
আদর্শ শিক্ষক রাসূল (সা.)
আদর্শ সন্তান
বেহেশতী জেওর– বাংলা [১ম-১০ম]
শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
তাকবিয়াতুল ঈমান
আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি
তাওবার বিস্ময়কর ঘটনা
মাসায়েল মাইয়্যিত
মুসলিম রমণী
বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
নারী স্বাধীনতার রূপরেখা
আলোকিত জীবনের সন্ধানে–১, ২
বেহেশতী গাওহার [বঙ্গানুবাদ]
যে গল্পে হৃদয় গলে [১ম থেকে ৫০তম খণ্ড পর্যন্ত]
ইন'আমুল বারী শরহে বুখারী
বুখারী শরীফ [হেদায়াতুলকারী শরহে বুখারী]
মুসলিম শরীফ [নিয়ামুল মুনইম শরহে মুসলিম]
তিরমিযী শরীফ [আরবি-বাংলা]
শামায়েলে তিরমিযী [আরবি-বাংলা]
মেশকাতুল মাসাবীহ [আরবি-বাংলা] [১ম-৭ম খণ্ড]
আলফিয়াতুল হাদীস
রিয়াজুস সালেহীন [আরবি-বাংলা]
বাংলা ফয়যুল কালাম বা নির্বাচিত হাদীস সংকলন
সিরাতে মোস্তফা (স.) [১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড]
আশরাফুল হিদায়া [১ম-৯ম খণ্ড]
আখলাকুন নবী (স.) হাফিয আবূ শায়খ ইসফাহানী (র.)
মাকামাতে হারীরী [আরবি-বাংলা]
সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া বা বিশ্বনবীর জীবনী
মুখতাসারুল মা'আনী [আরবি-বাংলা]
রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (স.) [১ম-৮ম খণ্ড]
ছোটদের প্রিয়নবী (স.)
খোৎবাতুল আহকাম [বাংলা]
বিশ্বকবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)

অভিধান সিরিজ

মুকাম্মাল লোগাতুল কুরআন
মিসবাহুল লোগাত [আরবি-বাংলা]
আল কামূসুল ইসতেলাহী [আরবি-বাংলা]
আল মু'জামুল মুফীদ [আরবি-বাংলা]
আল মুরাদিফ [আরবি-বাংলা]
আল কামূসুল জাদীদ [আরবি-বাংলা]

The Bright • Design • R Islam • 01715767580

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
www.smfoundationbd.com